শেখ হাসিনার নির্দেশ
জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

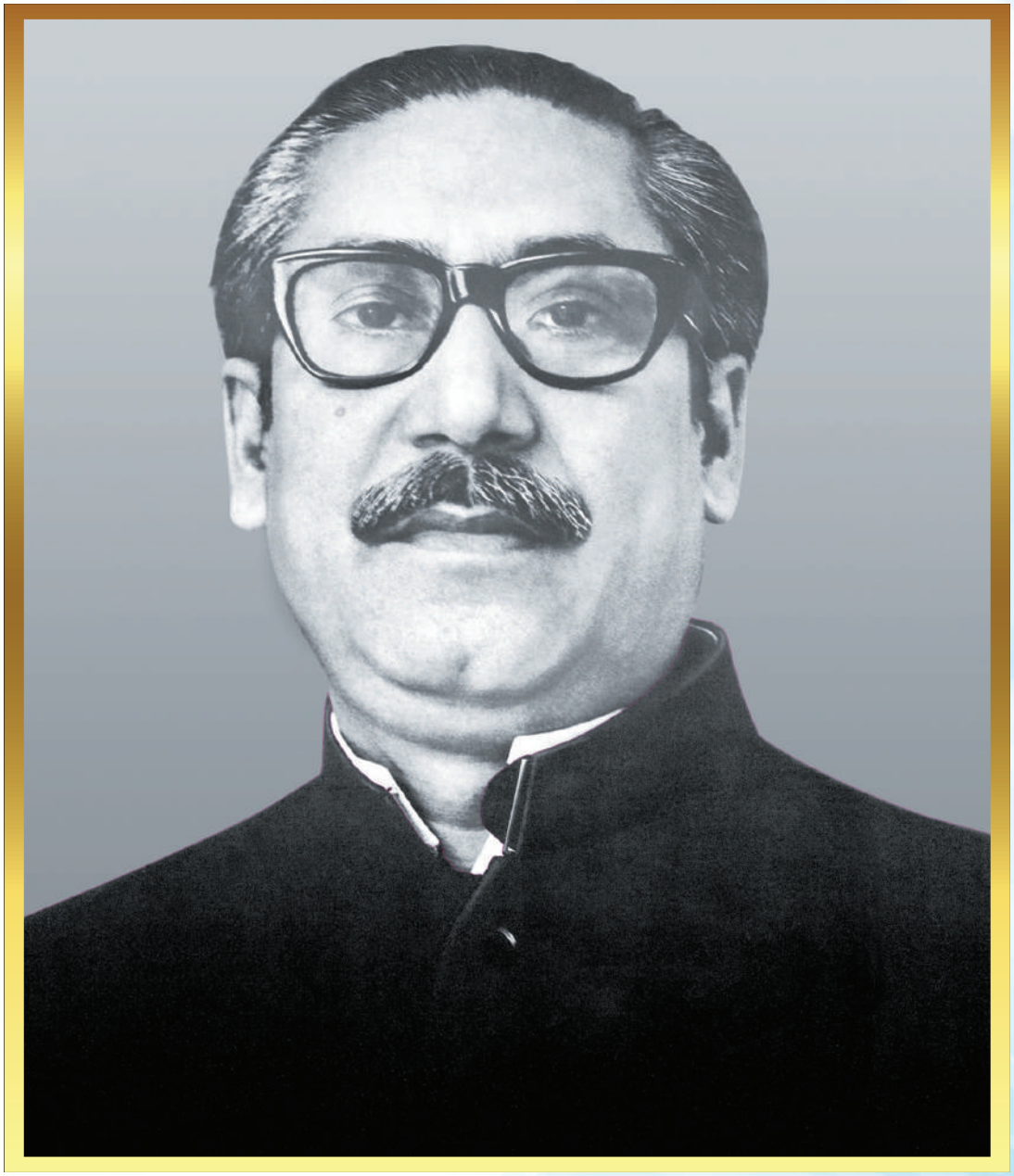

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মোঃ শাহাব উদ্দিন এম.পি.
মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আইন প্রণয়ন করেছিলেন। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে তিনি দেশজুড়ে বৃক্ষরোপণ শুরু করেছিলেন। জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরাধিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমান সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে বায়ুদূষণ, পানিদূষণ ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কার্যকরী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পাহাড় ও টিলা কর্তন এবং পুকুর ও জলাশয় ভরাট রোধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে দেশজুড়ে ব্যাপকহারে বৃক্ষরোপণ করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ও মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান প্রণয়ন করা রয়েছে। বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৬৮টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। আইন ও বিধি প্রণয়নের অংশ হিসেবে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ এবং বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০২২ জারি করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০; ও চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮ অধিকতর সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যুগোপযোগী বন আইন প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। এছাড়াও, পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন রেটিফিকেশন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্য আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার অনুষঙ্গ হিসেবে প্রকাশিত এ প্রতিবেদন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সফলতার তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত করে মন্ত্রণালয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে এবং একইসাথে অংশীজনদের সাথে সেতুবন্ধন তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ সংকলন ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ শাহাব উদ্দিন এম.পি.**)**

হাবিবুন নাহার এম.পি.
উপ-মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের দূষণ নিয়ন্ত্রণে তিনি 'Water Pollution Control Ordinance, ১৯৭৩' জারি করেছিলেন। তিনি পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে বন, হাওড় ও নদীসহ বিভিন্ন ধরনের জলাশয় সংরক্ষণ এবং দেশজুড়ে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের লক্ষ্যেও তিনি আইন প্রণয়ন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার সংবিধানে ১৮ (ক) অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নকে সাংবিধানিক অধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার প্রয়োজনীয় আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন আইন ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯), জাতীয় পরিবেশ নীতি-২০১৮, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০২১ ইত্যাদি। এসব আইন প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধমে দূষণমুক্ত পরিবেশ বিনির্মাণ সম্ভব হবে। সুন্দরবনের উন্নয়ন এবং বাঘ সহ এখানকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রয়াসসমূহ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রশংসিত হয়েছে।

এ বার্ষিক প্রতিবেদনে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে বলে আমি মনে করি। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজন এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

হাবিবুন নাহার

(হাবিবুন নাহার এম.পি.**)**

ড. ফারহিনা আহমেদ
সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠন এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বাস উপযোগী স্মার্ট পরিবেশ নিশ্চিতকরণে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কাজ করছে। সাংবিধানিক অঙ্গীকার পূরণকল্পে পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বন সম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

পরিবেশের উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গৃহীত কার্যক্রম আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশংসিত হচ্ছে। স্মার্ট পরিবেশ বিনির্মাণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি হ্রাসকল্পে পরিবেশ-বান্ধব সবুজ প্রযুক্তির ব্যবহার, অভিযোজন কার্যক্রম, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, সুনীল অর্থনীতি, উপকূলীয় অঞ্চলে সবুজ বেষ্টনী, সুপেয় পানির প্রাপ্যতা, কার্বন নি:সরণ কমানো, বায়ু, পানি এবং শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা সৃষ্টি, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সিঙ্গেল ইউস প্লাস্টিক ব্যবহার কমানো, সার্কুলার ইকোনমি এবং EPR (Extended Producer Responsibility) কে প্রাধান্য দিয়ে প্লাস্টিক সামগ্রী ব্যবহারে হ্রাসকল্পে পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলায় ট্রাস্ট ফান্ট গঠন, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) বাস্তবায়ন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণ, গবেষক, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ সকল অংশীজনকে অবহিত করার সুযোগ তৈরী হবে। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে যে কোন ফিডব্যাক বা পরামর্শকে স্বাগত জানাই। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রণয়ন ও প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(ড. ফারহিনা আহমেদ)

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল:

অক্টোবর ২০২৩

উপদেষ্টা:

ড. ফারহিনা আহমেদ

সচিব

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

নির্দেশনায়:

ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন

অতিরিক্ত সচিব

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

সম্পাদনায়:

শামিমা বেগম, যুগ্মসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

জেসমিন নাহার, সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

দীপংকর বর, সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

সহযোগিতায়:

মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী, যুগ্মসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

মোঃ মাজেদুল ইসলাম, উপসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

ড. সৈয়দ শাহজাহান আহমেদ, উপসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

নাজনীন পারভীন, উপসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

সিদ্ধার্থ শংকর কুন্ডু, উপসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

ড. মোঃ সাইফুর রহমান, উপসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

আবু নইম মোহাম্মদ মারুফ খান, উপসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

আসমা শাহীন, উপসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

ইসরাত সাদমীন, উপসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

নাজমা আশরাফী, সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

মোঃ ফাইজুর রহমান, সহকারী সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

প্রকাশনা:

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

মুদ্রণে:

সরকারি মুদ্রণালয় (বি.জি.প্রেস), তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
❑ **পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়**	০১
ভূমিকা	০৩
পরিচিতি	০৩
ভিশন	০৩
মিশন	০৩
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	০৩
কর্মপরিধি	০৩
সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	০৪
বাজেট	০৬
মানবসম্পদ উন্নয়ন	০৭
শুদ্ধাচার পুরস্কার	০৭
অর্জন	০৮
পরিবেশ পদক	০৯
প্রকল্পসমূহ	১০
প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা	১৩
ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নয়ন	১৪
❑ **পরিবেশ অধিদপ্তর**	১৫
❑ **বন অধিদপ্তর**	৫৩
❑ **বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট**	৭৯
❑ **বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন**	৮৭
❑ **বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট**	১০১
❑ **বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম**	১২০
❑ **বাংলাদেশ রাবার বোর্ড**	১৩২

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

১.১ ভূমিকা

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি:মি: আয়তনের এদেশে প্রায় সাড়ে ষোল কোটি লোক বসবাস করে। স্বল্প আয়তনের এ ভূ-খণ্ডে অধিক জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা পূরণ, শিল্পায়ন ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের অভীষ্ট অর্জনের জন্য গৃহীত কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ওপর চাপ বাড়ছে। এছাড়া বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ। দেশে ক্রমবর্ধমান পরিবেশ রক্ষার চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বর্তমান সরকার পরিবেশ সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সরকার সংবিধানে ১৮(ক) অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়নকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়া বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, শব্দদূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। উক্ত অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

১.২ পরিচিতি

স্বাধীনতা অর্জনের পরে বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৩ জারি করে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা করেন।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিভাগ এবং বন বিভাগ নামে দুটি বিভাগ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ০৩ আগস্ট ১৯৮৯ তারিখ তৎকালীন স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে পরিবেশ অধিদপ্তর নামকরণ করে বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর সমন্বয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি বৃদ্ধি পাওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার বিষয়টি উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ২০১৮ সালে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় নামে এ মন্ত্রণালয় পুনর্গঠন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি উপলব্ধি করে এর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সর্বোচ্চ পদক 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্যা আর্থ' পুরস্কারে ভূষিত হন।

১.৩ ভিশন

জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় টেকসই বন ও পরিবেশ।

১.৪ মিশন

প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলা, গবেষণা, উদ্ভিদ জরিপ, বনজ সম্পদ উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বাস উপযোগী টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

১.৫ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিজ্ঞানভিত্তিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বসবাস উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে মোট বনভূমির পরিমান সম্প্রসারণ, বন ও বনজ সম্পদের উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সনাক্তকরণ, সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ দূষণরোধ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

১.৬ কর্মপরিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুলস অব বিজনেস এর এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি নিম্নরূপ:

- Environment and Ecology.
- Matters relating to environment pollution control.
- Conservation of forests and development of forest resources (Government and Private), forest inventory, grading and quality control of forest products.
- Afforestation and regeneration of forest extraction of forest produce.

- ★ Plantation of exotic cinchona and rubber.
- ★ Botanical gardens and Botanical surveys.
- ★ Tree plantation.
- ★ Planning Cell Preparation of schemes and coordination in respect of forest.
- ★ Research and training in Forestry.
- ★ Mechanised forestry operations.
- ★ Protection of wild birds and animals and establishment of sanctuaries.
- ★ Matters relating to marketing of forest produce.
- ★ Administration of BCS (Forest) Cadre.
- ★ Liaison with International Organizations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry.
- ★ All laws on subjects allotted to this Ministry.
- ★ Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this ministry.
- ★ Fees in respect of any of the subjects allotted to this Ministry except fees taken in courts.

১.৭ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন মন্ত্রী এবং একজন উপমন্ত্রী। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রী ও মাননীয় উপমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে রয়েছেন সচিব। তিনি মন্ত্রণালয়ের প্রিন্সিপাল এ্যাকাউন্টিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রণালয়ের ০৫টি অনুবিভাগ রয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ:

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

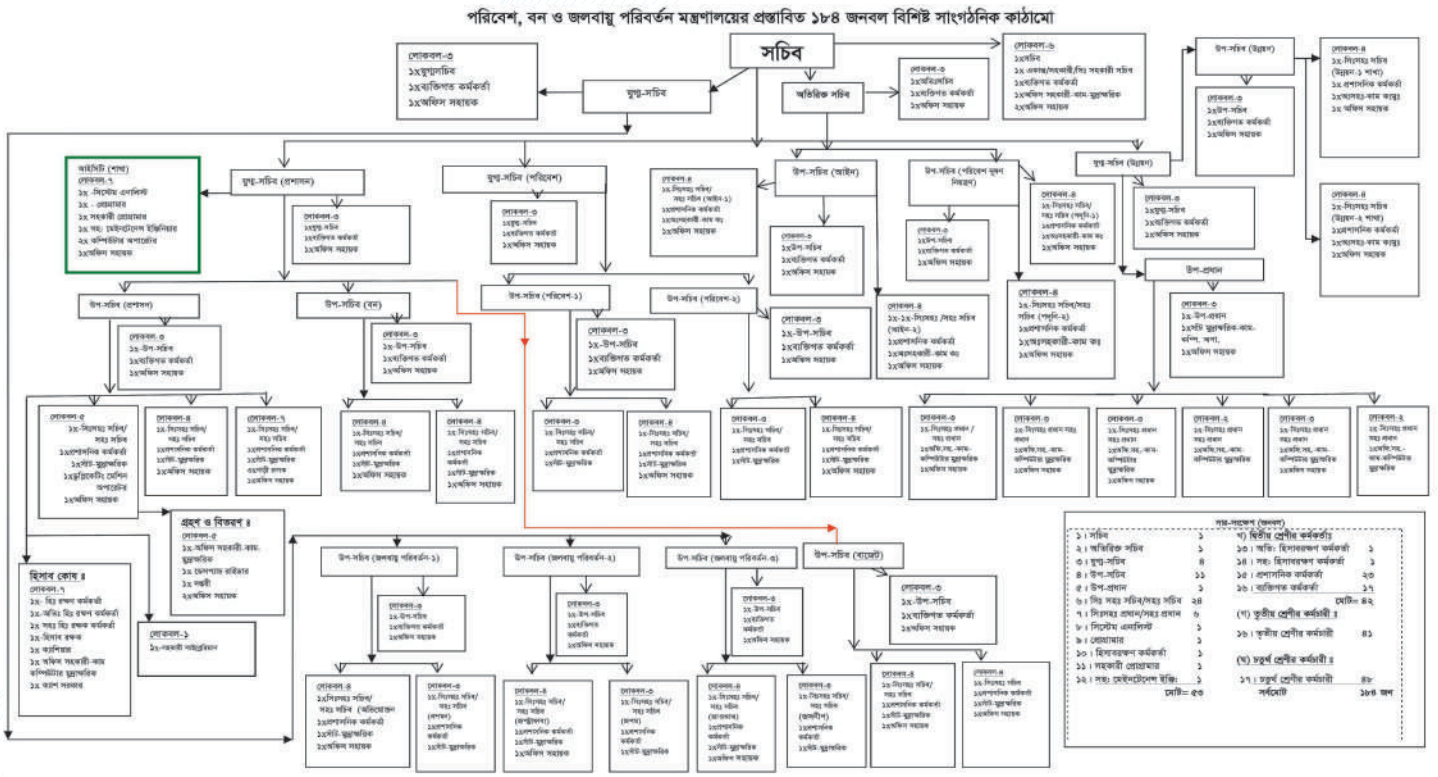

অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের মোট কর্মরত জনবল ও পদের বিবরণ নিম্নে ছকে দেখানো হলো :

ক্রমিক নম্বর	শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্যপদ
০১.	প্রথম শ্রেণি	৫৩	৩৮	১৫
০২.	দ্বিতীয় শ্রেণি	৪২	৩৩	০৯
০৩.	তৃতীয় শ্রেণি	৪১	২২	১৯
০৪.	চতুর্থ শ্রেণি	৪৮	৩২	১৬
	মোট =	**১৮৪**	**১২৫**	**৫৯**

চিত্র-১.১: বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯২ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন এম.পি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। এ সময় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার এম.পি এবং সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ উপস্থিত ছিলেন (সোমবার ৮ আগস্ট ২০২২)।

চিত্র-১.২: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো: শাহাব উদ্দিন এম.পি ঢাকায় পরিবেশ অধিদপ্তরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং দেশের উন্নয়ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন (সোমবার ২৭ মার্চ ২০২৩)।

১.৮ বাজেট

মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ নিম্নে ছকে উপস্থাপন করা হলো: (হাজার টাকায়)

২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ			২০২২-২৩ অর্থবছরের মোট ব্যয়			২০২২-২৩ অর্থবছরের অব্যয়িত অর্থ		
পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট
৭২০,৬৩,২৩	৬৩৭,৩১,০০	১,৩৫৭,৯৪,২৩	৬৪৫,৪২,৭৪	৫৫৪,০১৬৫	১,১৯৯,৪৪৪০	৭৬,২০৪৯	৮৩,২৯৩৪	১৫৮,৪৯৮৩

১.৯ মানবসম্পদ উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

পরিবেশ, বন ও জলাবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে আগস্ট/২০২২ মাসে ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর ৭টি ক্যাটাগরিতে মোট ২৭ জন-কে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩১ জানয়ারি ২০২৩ তারিখে ১৬তম গ্রেডভূক্ত অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিকের ০৫টি শুন্যপদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। যা দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

ক. মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক দেশের অভ্যন্তরে আয়োজিত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার সংক্রান্ত তথ্য:

প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার কর্মসূচির মোট সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১৭৮	৩৩৯৪

খ. বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/সভা/কর্মশালায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য

প্রশিক্ষণ/সেমিনার/সভা/কর্মশালার মোট সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১৯০	৩৫৫

১.১০ শুদ্ধাচার পুরস্কার

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১ অনুযায়ী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে শুদ্ধাচার চর্চা ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তাদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত ক্যাটাগরিতে শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হলো:

পুরস্কারের পর্যায়	কর্মকর্তার নাম, পদবি ও গ্রেড	পুরস্কারের জন্য বিবেচনাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীর গ্রেড	পুরস্কারের বিবরণ
মন্ত্রণালয়-৩ জন	১. জনাব শামিমা বেগম, যুগ্মসচিব, ৩য় গ্রেড	গ্রেড-২ থেকে গ্রেড-৯	০১ (এক) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ, একটি সার্টিফিকেট ও একটি ক্রেস্ট।
	২. জনাব টি. এম. সালাহউদ্দীন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ১০ম গ্রেড	গ্রেড-১০ থেকে গ্রেড-১৬	
	৩. জনাব নন্দন বড়ুয়া, অফিস সহায়ক, ২০তম গ্রেড	গ্রেড-১৭ থেকে গ্রেড-২০	

১.১১ ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতিসংঘ/ আন্তর্জাতিক সংস্থার বিভিন্ন সভা/সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ ও অর্জন সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত

রামসার কনভেনশনে অংশগ্রহণ:

জলাভূমি বিষয়ক রামসার কনভেনশনের "Conferences of the Contracting parties" এর ১৪ তম সম্মেলন গত ৫-১৩ নভেম্বর ২০২২ সময়ে জেনেভা, সুইজারল্যান্ড-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশের রামসার সাইটসহ গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমির পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়নের বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও কার্যক্রম তুলে ধরা হয়।

Biosafety বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজন:

"Origins of biosafety internationally, the relevant policies and regulations in Bangladesh, and the necessary regulatory process during each phase of biotechnology research, development and release" বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং বায়োসেফটি কোর কমিটির সম্মানিত সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে South Asia Biosafety Program (SABP)-এবং পরিবেশ অধিদপ্তর যৌথভাবে Brac CDM গাজীপুর-এ চারটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

তরল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় JICA Bangladesh কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের কর্মশালা আয়োজন:

"Origins of biosafety internationally, the relevant policies and regulations in Bangladesh, and the necessary regulatory process during each phase of biotechnology research, development and release" বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং বায়োসেফটি কোর কমিটির সম্মানিত সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে South Asia Biosafety Program (SABP)-এবং পরিবেশ অধিদপ্তর যৌথভাবে Brac CDM গাজীপুর-এ চারটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। UNFCCC-এর অধীনে বিভিন্ন কমিটিতে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করছে। বিগত ০৬ হতে ২০ নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সময়ে মিশরের শার্ম এল-শেখ শহরে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন COP২৭ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি-এর নেতৃত্বে ২২ সদস্যের একটি ছোট কিন্তু দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিনিধিদল উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল সম্মেলনে বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক আলোচনায় বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে অত্যন্ত বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশসূহের পক্ষে কার্যকর ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি-র নেতৃত্বে একটি সংসদীয় প্রতিনিধিদল উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত সম্মেলনে ৭-৮ নভেম্বর সময়ে অনুষ্ঠিত High-Level Segment-এ ১১০টির ও অধিক দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেছেন। ১৫-১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত Resumed High-Level Segment-এ বাংলাদেশের পক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায় পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি Country Statement প্রদান করেন। উক্ত Country Statement-এ তিনি নিম্নোক্ত দাবীসমূহ তুলে ধরেন:

(১) বিজ্ঞান সম্মতভাবে ১.৫°C তাপমাত্রা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা জীবিত রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্গমন হ্রাস এবং NDCs সমূহে উল্লেখিত নির্গমন হ্রাসের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধানের সমাধান করা এবং mitigation work program এমন ভাবে চুড়ান্ত করা যাতে বৈশ্বিক কার্বন নির্গমন ২০৩০ সালের মধ্যে ৪৫% হ্রাস করা যায়।

(২) ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান নিশ্চিত করা; জলবায়ু অর্থায়ন (Climate Finance)-এর সংজ্ঞা চূড়ান্ত করা; ২০২৫ পরবর্তী সময়ে জলবায়ু অর্থায়নের জন্য New Collective Quantified Goal on climate finance আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করা।

(৩) গ্লাসগোতে COP ২৬-এর সময় সম্মত হওয়া সিদ্ধান্ত অনুসারে উন্নত দেশগুলিকে ২০২৫ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশসমূহে অভিযোজন অর্থায়ন দ্বিগুণ করার জন্য অনুরোধ করা এবং জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করতে হবে।

(৪) loss and damage এড়ানো, কমানো এবং মোকাবেলার জন্য একটি অর্থায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

COP 27 সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিসমূহ তুলে ধরার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের সাফল্য এবং বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ বিশ্ব সম্প্রদায়ের মাঝে প্রচারের নিমিত্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সরকারি-বেসরকারি, দেশি-বিদেশি সংস্থা এবং সিভিল সোসাইটি কর্তৃক বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে ২২টি সাইড-ইভেন্ট আয়োজনসহ বিভিন্ন ভিডিও চিত্র প্রচার করা হয়েছে।

বৈশ্বিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি এবারের জলবায়ু সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল-(১) অভিযোজন কার্যক্রম প্রশমনের তুলনায় আনুপাতিক হারে বাড়ানো ও Global Goal on Adaptation; (২) বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২১০০সাল নাগাদ শিল্প-বিপব সময়ের তুলনায় ১.৫°C-এর মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্যে Mitigation Work Program, (৩) লস এন্ড ড্যামেজ (Loss & Damage), (৪) New Collective Quantified Goal (NCQG) এবং (৫) জলবায়ু অর্থায়ন-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ।

এছাড়াও বিগত ০৫ হতে ১৫ জুন, ২০২৩ সময়ে জার্মানির বন শহরে UNFCCC এর আওতায় Subsidiary Body-এর ৫৮-তম সেশন (SB 58) অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সেশনে Global Stocktake, Global goal on Adaptation এবং Santiago Network under the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage-mn Adaptation, Mitigation I Loss & Damage সম্পর্কিত বেশকিছু বিষয়ে আলোচনায় কার্যকর অগ্রগতি হয়েছে যার ভিত্তিতে পরবর্তী কপ-২৮ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

টেকসই অভীষ্ট লক্ষ্য এসডিজি সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৭টি এসডিজি অভীষ্ট, ২৯ টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ৩৯ টি সূচক বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তরে ১৭ টি এসডিজি সূচক, বন অধিদপ্তরে ১২টি সূচক এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে ১০টি সূচকের প্রধান ও বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। মন্ত্রণালয় এসডিজির এসকল সূচকের বিপরীতে তথ্য-উপাত্ত প্রদান ও লক্ষ্যমাত্রা প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের লক্ষ্যপূরণ ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর সংস্থাকে সম্পৃক্ত করা হয়ছে। এরই অংশ হিসেবে গত ০৯-০৪-২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক এর উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট এসডিজি বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ সংস্থার প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও অংশীজন সমন্বয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইতোমধ্যে ৩৯ টি সূচকের মধ্যে ১৪ টি সূচকের ডাটা এসডিজি ডাটা ট্রাকারে আপলোড করা হয়েছে। বাকী সূচকগুলোর বেইজলাইন ডাটা তৈরির জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, মন্ত্রণালয়ে মাসিক সমন্বয় সভার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বিষয়ক আলোচনাতে নিয়মিতভাবে এসডিজি অগ্রগতি অর্জনের বিষয়ে মনিটরিং অব্যাহত আছে।

১.১২ পরিবেশ পদক

জাতীয় পরিবেশ পদক নীতিমালা, ২০১২ অনুসারে নিম্নোক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নামের পার্শ্বে বর্ণিত পর্যায়ে ও শ্রেণিতে 'জাতীয় পরিবেশ পদক, ২০২২' প্রদানের জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত করা হয়েছে। বর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিটি ক্যাটাগরিতে পদক প্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কারের জন্য ২২ (বাইশ) ক্যারেট মানের ২ (দুই) তোলা ওজনের স্বর্ণের বাজার মূল্য এবং নগদ ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকার চেক, ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করা হবে।

পর্যায়	পদকের শ্রেণি	মনোনয়ন
ব্যক্তিগত	পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ	জনাব জীবানন্দ রায় উপসহকারী কৃষি অফিসার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপজেলা: বটিয়াঘাটা জেলা: খুলনা।
	পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচার	অধ্যাপক ড. তুহিন ওয়াদুদ (ড. আবু ছালেহ মোহাম্মদ ওয়াদুদুর রহমান) ডিন, কলা অনুষদ, বাংলা বিভাগ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।
	পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন	ড. এস এম মফিজুল ইসলাম উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আঞ্চলিক কার্যালয়, সাতক্ষীরা।
প্রাতিষ্ঠানিক	পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ	ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লি. ধামরাই ইউনিট, কৃষ্ণপুরা, সাহাবেলীশ্বর, ধামরাই, ঢাকা।
	পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচার	বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (বেডস) বাড়ি নং-৬/৩, রোড নং-২০, নিরালা আ/এ, খুলনা।

১.১৩ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রকল্পসমূহের নাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয় ও প্রকল্প পরিচালকের তথ্যঃ

পরিবেশ অধিদপ্তরঃ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প পরিচালক
০১	পরিবেশ অধিদপ্তরের অবকাঠামো উন্নয়ন, গবেষণাগার স্থাপন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (১ম পর্ব)	জুলাই ২০১৮ জুন ২০২৩	০৩৫৬৩.৭৪১ ৩৫৬৩.৭৪১১	জনাব জাকিয়া আফরোজ, যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
০২	ইকোসিস্টেম বেজড এপ্রোচেস টু এ্যাডাপটেশন (ইবিএ) ইন দি ড্রাউট প্রোণ বারিন্দ ট্র্যাক্ট এন্ড হাওর ওয়েটল্যান্ড এরিয়া।	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২২ (জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রস্তাবিত)	৪২৭২.২৯ ১৮৭.২০ ৪০৮৫.০৯	জনাব এ কে এম রফিকুল ইসলাম, উপপরিচালক (পানি ও জৈব, পরিবেশ অধিদপ্তর
০৩	এনভায়রনমেন্টালি সাউন্ড ডেভেলপমেন্ট অব দ্য পাওয়ার সেক্টর উইথ দ্য ফাইনাল ডিসপোজাল অব পলিক্লোরোনেটেড বাই-ফিনাইল (পিসিবি) প্রকল্প।	জানুয়ারি, ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২২	২৪০০.০০ - ২৪০০.০০	জনাব মোহাম্মদ হাসান হাছিবুর রহমান, উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা), পরিবেশ অধিদপ্তর
০৪	শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প	জানুয়ারী, ২০২০-ডিসেম্বর, ২০২৩	৪৭৯৮.০০ ৪৭৯৮.০০	সৈয়দা মাসুমা খানম, পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা), পরিবেশ অধিদপ্তর
০৫	বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনবিলিটি এন্ড ট্রান্সফরমেশন (BEST) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২	৯৯৮.০০ - ৯৯৮.০০	জনাব মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার, পরিচালক (পরিকল্পনা), পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৬	বাংলাদেশ ফার্স্ট বায়োনিয়াল আপডেট রিপোর্ট (বিইউআর-১) টু দি ইউএনএফসিসিসি।	জুলাই ২০২০-জুন ২০২২ (মার্চ ২০২৩ পর্যন্তাবিত)	৪১৫.০০ ৫৩.০০ ৩৬২.০০	জনাব মির্জা শওকত আলী, পরিচালক (জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তঃ কনঃ), পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৭	বাংলাদেশ প্যারিস চুক্তির আওতায় পরিবেশ নির্গমন পর্যবেক্ষণের সক্ষমতা জোরদার করা	জানুয়ারী ২০২০-জানুয়ারী ২০২৩	৭৩৪.০০ - ৭৩৪.০০	জনাব মাহমুদ হোসেন, উপ-পরিচালক (জলবায়ু পরিবর্তন), পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৮	রিনিউইয়াল অব ইন্সটিটিউশন্যাল স্ট্রেনদেনিং ফর দ্য ফেজ আউট অব ওডিএস (ফেজ-IX)	জুলাই ২০২০-সেপ্টেম্বর ২০২২	১৮৪.৬০ ৪১.০০ ১৪৩.৬০	জনাব মোঃ জিয়াউল হক, পরিচালক (ঢাকা অঞ্চল) পরিবেশ অধিদপ্তর
০৯	পেস্টিসাইড রিস্ক রিডাকশন ইন বাংলাদেশ	মার্চ ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৩	৭০০৯.২৮ - ৭০০৯.২৮	জনাব ফরিদ আহমেদ, পরিচালক, কক্সবাজার জেলা অফিস, পরিবেশ অধিদপ্তর
১০	এইচসিএফসি ফেজ-আউট ম্যানেজমেন্ট প্যান (এইচপিএমপি স্টেজ-২) ফর কম্প্রাইন্স উইথ দ্যা ২০২০ এ্যান্ড ২০২৫ কন্ট্রোল টার্গেটস আন্ডারদ্যা মন্ট্রিল প্রটোকল	জানুয়ারি, ২০২১-জুন, ২০২৫	৪৫৪২.০০ - ৪৫৪২.০০	জনাব মোঃ ইলিয়াস মাহমুদ, উপপরিচালক, ঢাকা মহানগর কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর
১১	এইচসিএফসি ফেজ-আউট ম্যানেজমেন্ট প্যান (স্টেজ-২) ইউএনপি কম্পোন্যান্ট	জুলাই, ২০২১ থেকে জুন, ২০২৬		জনাব মোঃ জিয়াউল হক, পরিবেশ অধিদপ্তর

বন অধিদপ্তর :

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প পরিচালক
০১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুরের এ্যাপ্রোচ সড়ক প্রশস্তকরণ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)	জানুয়ারী ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২২	২৪২০৬.০০	জনাব ইমরান আহমেদ
০২	বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	অক্টোবর ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২২	৩১৭১.২৩	জনাব ইমরান আহমেদ
০৩	শেখ রাসেল এ্যাভিয়ারী এ্যান্ড ইকো-পার্ক, রাঙ্গুগুনিয়া, চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারী ২০১৮-জুন ২০২৪	১২৬৩১.০২	জনাব বিপুল কৃষ্ণ দাস
০৪	বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা নতুন চরসহ উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারী ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২২	১০৮২১.০০	জনাব মোঃ হারুন অর রশীদ খান
০৫	টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩	১৫০২৭২.১৭ ১৪৭০০০.০০	জনাব গোবিন্দ রায়
০৬	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর অধিকতর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	জুলাই, ২০১৯-জুন ২০২৩	১৪৪৬৯.৪৬	জনাব রফিকুল ইসলাম চৌধুরী
০৭	কক্সবাজার জেলায় সবুজ বেষ্টনী সৃজন, প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার এবং ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন (১ম সংশোধিত	জুলাই, ২০১৯-জুন ২০২৫	৪২১৬.৫৬৩	জনাব বিপুল কৃষ্ণ দাস
০৮	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরসনে সিলেট বিভাগে পুনঃবনায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	জুলাই, ২০১৯-জুন ২০২৫	৭৫৩২.৩৬	জনাব মোঃ তৌফিকুল ইসলাম
০৯	মহামায়া ইকো-পার্কের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন	জানুয়ারী, ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৪	১৮৪৮.২৩	জনাব মোজাম্মেল হক শাহ চৌধুরী
১০	মাদারীপুর জেলার আওতায় বিদ্যমান চরমুগুরিয়া ইকো-পার্কের আধুনিকায়ন প্রকল্প	জানুয়ারী, ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২	৩১৭৩.৮২	জনাব মোহাম্মদ গোলাম কুদ্দুছ ভূঁইয়া
১১	সুন্দরবন পরিবেশবান্ধব পর্যটন (ইকোট্যুরিজম) সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন	জানুয়ারী, ২০২০-ডিসেম্বর ২০২২	২৪৯৫.৬০	জনাব মিহির কুমার দো
১২	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-ব্রিজিং (সিডিএসপি-বি) (বন অধিদপ্তর অঙ্গ) (সিডিএসপি-অতিরিক্ত অর্থায়ন) (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৩	৯৪৬.৩০ ৮৭৬.১২	জনাব মোঃ ফরিদ মিঞা
১৩	সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষা প্রকল্প	মার্চ, ২০২১-জুন, ২০২৫	৩৫১২.৬৯	জনাব মোঃ রফিকুজ্জামান শাহ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প পরিচালক
১৪	সুন্দরবন সুরক্ষা প্রকল্প	জানুয়ারি, ২০২১-ডিসেম্বর, ২০২৪	১৫৭৮৭.৫১	জনাব মিহির কুমার দো
১৫	সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প	এপ্রিল ২০২২-মার্চ ২০২৫	৩১৭১.২৩	ড. আবু নাসের মোহসিন হোসেন
	কারিগরী প্রকল্প			
১৬	সুন্দরবন ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রকল্প-২য় পর্যায় (এসএমপি-২) (১ম সংশোধিত)	মে ২০১৯-জুন ২০২৩	৬১৩৩.০০ ৪০১৪.৭৭	ডঃ আবু নাসের মোহসিন হোসেন
	সমীক্ষা প্রকল্প			
১৭	Feasibility Study for Infrastructural Development and Renovation Works of Existing Structure of Forest Department (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২২	২৫৬.৩০	ড. মোঃ জগলুল হোসেন

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট :

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প পরিচালক
০১	সম্পূর্ণ বৃক্ষে উন্নতমানের আগর রেজিন সঞ্চয়ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬	৬৭৯২.৩৪	ড. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম :

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প পরিচালক
০১	বরিশাল এবং সিলেট বিভাগের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতি জরিপ (এসভিএফবিএস) প্রকল্প	জুলাই ২০২১-জুন ২০২৪	১৬১০.০০	সরদার নাসির উদ্দিন

১.১৪ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নম্বর	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার নাম	প্রতিবেশের ধরন	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার বছর
১.	সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টের চতুর্দিকে ১০ কিমি বিস্তৃত এলাকা	উপকূলীয় এলাকা	সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, বরগুনা, পিরোজপুর	২৯২,৯২৬	১৯৯৯
২.	কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত	উপকূলীয় এলাকা	কক্সবাজার	২০,৩৭৩	১৯৯৯
৩.	সেন্টমার্টিন দ্বীপ	কোরালসহ সামুদ্রিক দ্বীপ	টেকনাফ উপজেলা, কক্সবাজার	১,২১৪	১৯৯৯
৪.	সোনাদিয়া দ্বীপ কক্সবাজার	ম্যানগ্রোভ, খাড়ি ও বালিয়াড়িসহ উপকূলীয় দ্বীপ	কক্সবাজার	১০,২৯৮	১৯৯৯
৫.	হাকালুকি হাওর	হাওর এলাকা	সিলেট-মৌলভীবাজার	৪০,৪৬৬	১৯৯৯
৬.	টাংগুয়ার হাওর	হাওর এলাকা	তাহিরপুর ও ধর্মপাশা উপজেলা সুনামগঞ্জ	৯,৭২৭	১৯৯৯
৭.	মারজাত বাওড়	অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ	কালিগঞ্জ উপজেলা, ঝিনাইদহ চৌগাছা উপজেলা, যশোর	৩২৫	১৯৯৯
৮.	গুলশান-বারিধারা লেক	নগর-জলাভূমি	ঢাকা মহানগর	১০১	২০০১
৯.	বুড়িগঙ্গা নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	১৩৩৬	২০০৯
১০.	তুরাগ নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	১১৮৪	২০০৯
১১.	বালু নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	১৩১৫	২০০৯
১২.	শীতলক্ষ্যা নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	৩৭৭১	২০০৯
১৩.	জাফলং-ডাউকি নদী	উভয় তীরে ৫০০ মিটার প্রস্থের এলাকাসহ নদী	সিলেট	১৪৯৩	২০১৫

১.১৫ ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নয়ন

রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার উন্নয়ন এবং বাস্তবায়নে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর সংস্থাগুলো নিয়মিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং গৃহীত কার্যক্রমগুলো নিম্নরূপ:

- মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রজ্ঞাপন, সভার বিজ্ঞপ্তি, অফিস আদেশ, আইন/বিধি/নীতিমালা জনগণের সুবিধার্থে প্রকাশ করা হচ্ছে।
- জনগণের সুবিধার্থে ''আপনার মতামত'' নামে একটি কর্নার মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে যেখানে যে কেউ তার মতামত মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে পারে।
- "OFFICEROS CORNER" নামে একটি কর্নার মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে যেখানে যে কোন অফিসার তার কোন মিটিং এর বিষয়বস্তু বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণী সবাইকে ইমেইলে অবহিত করতে পারে।
- MoEFCC Connect নামে একটি অ্যাপ তৈরী করা হয়েছে এবং তা ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে। এর মাধ্যমে মোবাইলে সব নোটিশ, কর্মকর্তাদের তথ্য পাওয়া যায় (www.moef.gov.bd)।
- বর্তমানে পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন অনলাইনে লিংকে নেয়া হয় (http://ecc.doe.gov.bd/) এবং গবেষণাগারের নমুনা আবেদন অনলাইনে নেয়া হয় (http://ecc.doe.gov.bd/elab/login/)।
- উদ্ভিদের নমুনা সংরক্ষণের জন্য একটি অনলাইন ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে (http://plantsp-eflora.bnh.gov.bd)।
- বন অধিদপ্তরের রেস্ট হাউজ বুকিং এর জন্য একটি অনলাইন সিস্টেম (http://booking.bdforesttourism.com/apps/f?p=104) এবং ফরেস্ট ইনফরমেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে (http://bfis.bforest.gov.bd/bfis/)।
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এর অধীনে সমস্ত প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্যের একটি পোর্টাল কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়মিতভাবে (অনলাইন জুম মিটিং, ইমেইল, ই-নথি) ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন করছে।

চিত্র-১.৩: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলার উদ্বোধন করেন। পরিবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো: শাহাব উদ্দিন এম.পি এবং মাননীয় উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার এম.পি এ সময় উপস্থিত ছিলেন (সোমবার, ৫ জুন ২০২৩)।

পরিবেশ অধিদপ্তর

২.১ পটভূমি

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশে পরিবেশ এবং প্রকৃতি সংরক্ষণের কার্যক্রম শুরু করেন। পরিবেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৭৩ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান Water Pollution Control Ordinance, ১৯৭৩ জারির মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা করেন। পরবর্তীকালে সরকার ১৯৭৭ সালে পরিবেশ দূষণ অধ্যাদেশ জারি করে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন করে এবং উক্ত সেলের আওতায় মাঠ পর্যায়ে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। অপরদিকে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেলের কার্যক্রম মনিটর করার জন্য একই সময়ে পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্যের নেতৃত্বে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করা হয়। পরবর্তীতে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অনুবৃত্তিক্রমে ১৯৮৫ সালে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর গঠন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় সরকার ১৯৮৯ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (বর্তমানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়) নামে পৃথক একটি মন্ত্রণালয় গঠন করে এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে পরিবেশ অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর উক্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করে। ১৯৯০ সাল পর্যন্ড় ১৭৩ জন জনবল নিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো বিভাগীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তী দীর্ঘ সময় পর্যন্ড় পরিবেশ অধিদপ্তরের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ না হলেও ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে অধিদপ্তর সম্প্রসারণ ও অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে জোরদার করা হয়েছে। বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তর সদর দপ্তরসহ ১২ টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক/মহানগর/গবেষণাগার কার্যালয় ও ৫০টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশব্যাপী দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশের উন্নয়নে কাজ করছে।

২.২ ভিশন

২০৪১ সালের মধ্যে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত বাসযোগ্য একটি সুস্থ, সুন্দর, টেকসই ও পরিবেশসম্মত বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

২.৩ মিশন

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলা, টেকসই পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা, পরিবেশ সংক্রান্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধান যথাযথ প্রয়োগ, পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং পরিবেশ সুশাসন নিশ্চিত করা।

২.৪ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়ন;
- সকল প্রকার দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কর্মকাণ্ড শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ;
- সকল ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;
- সকল প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদি ও পরিবেশসম্মত ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান;
- পরিবেশ সংক্রান্ত সকল আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবিলায় অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

২.৫ অঙ্গীকার

- নাগরিকদের সহজ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সদা সচেষ্ট থাকা;
- নাগরিক প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া;
- নাগরিকদের প্রতি সততা, শুদ্ধতা এবং স্বচ্ছতার সাথে দায়িত্ব পালন করা;
- আরোপিত দায়িত্ব পালনে বিভিন্ন নাগরিক গোষ্ঠীর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা;
- নিজেদের কার্যক্রমকে সর্বদা মূল্যায়ন ও মনিটরিং করা;
- সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে নাগরিকগণের প্রতি সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করা;
- সকল নাগরিককে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, জেন্ডার, প্রতিবন্ধী, বয়স, ইত্যাদি নির্বিশেষে সমমর্যাদা প্রদান করা;
- দেশের সামগ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত মান উন্নয়নের স্বার্থে পরিবেশ আইনের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগ করা।

২.৬ পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যাবলি

পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো

- শিল্প প্রতিষ্ঠানের দূষণ জরিপ, দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণসহ দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধ/বাধ্য করা এবং প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং বিধি লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ও পরিবেশ আদালতে মামলা দায়েরের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পরিবেশ দূষণকারীদের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ ধার্যপূর্বক আদায় করা ;
- নতুন স্থাপিতব্য বা বিদ্যমান শিল্প কারখানার/প্রকল্পের আবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন;
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং ইআইএ সম্পন্ন করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;
- পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং তা তদন্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা, নির্বিচারে পাহাড় কর্তন রোধ, যানবাহন জরিপ এবং দূষণকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- বায়ু ও পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ, গবেষণাগারে বায়ু, পানি ও তরল বর্জ্যের নমুনা বিশ্লেষণ;
- দেশের বিভিন্ন এলাকার পুকুর, টিউবওয়েল ও খাবার পানির গুণগতমান নির্ণয়ের জন্য নিয়মিত নমুনা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, ডাটা সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ;
- পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন, চুক্তি ও প্রোটোকলের দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জীবনিরাপত্তার ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ;
- বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের আমদানি, পরিবহন, ব্যবহার, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম গ্রহণ;
- ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ;
- পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় জনগণের অংশগ্রহণে টেকসই জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবেশ বিষয়ক তথ্য সকলের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন;
- সময় সময়ে পরিবেশগত অবস্থানচিত্র প্রণয়ন (State of Environment Report) ও বিতরণ;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক/সাংস্কৃতিক/অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সাথে অংশীদারিত্ব মূলক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা;
- পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্প এবং গবেষণা কর্ম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন ও বাজারজাতকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প/উদ্যোগ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন পূর্বক পরিবেশগত মতামত প্রদান;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, মতবিনিময় সভা, ইত্যাদি আয়োজন ;
- দেশের প্রায় সকল মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ দপ্তরসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন।

২.৭ পরিবেশ অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

২.৭.১ বিভিন্ন আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণে পরিবেশ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ কে অধিকতর যুগোপযোগি করে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ জারি করা হয়েছে;
- বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০২২ জারি করা হয়েছে;
- এছাড়াও পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০; ও চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮; বিপদজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ অধিকতর সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২.৭.২ বিভিন্ন আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ

ক. জনবল

বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদিত জনবল ১১৩৩ জন (কাজ নেই মজুরী নেই পদ ১৫ টি পদসহ), যার মধ্যে কর্মরত জনবল সংখ্যা ৫৮৬ জন। কর্মরত জনবলের মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে দ্বিতীয় শ্রেণীর ১৮ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ এবং দ্বিতীয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে ৪ জনকে ও চতুর্থ থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে ৪ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, শুন্য পদসমূহ পূরণের লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৪০তম বিসিএস হতে নিয়োগের লক্ষ্যে ১ম ও ২য় শ্রেণির মোট ৫৬ জন কর্মকর্তার চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ১২-২০তম গ্রেডভুক্ত ১৩ ক্যাটাগরীর ২৭৫টি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি জারীপূর্বক লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে মৌখিক পরীক্ষা চলমান। অতি শীঘ্রই নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

পদের বিবরণ	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	চতুর্থ শ্রেণী	মোট
অনুমোদিত	২৭৪ টি	২০১ টি	৪২৮ টি	২৩০ টি	১১৩৩ টি
কর্মরত	২১৮	৬৪	২০০	১০০	৫৮৬
শূণ্য পদ	৫৬	১৩৩	২২৮	১৩০	৫৪৭

খ. সাংগঠনিক কাঠমো সম্প্রসারণ

- পরিবেশ অধিদপ্তরের ইসিএ ঘোষিত এলাকার ২টি উপজেলাসহ ২৩টি শিল্পঘন উপজেলায় অফিস স্থাপনসহ রাজস্বখাতে ১১৫টি নতুন পদ সৃজনের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের সকল জেলায় জেলা অফিসের কার্যক্রম শুরু করার পর উক্তরুপ প্রস্তাব প্রেরণের অনুরোধ জানানো হয়।
- পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতায় ঢাকার আগারগাঁও এ অবস্থিত সদর দপ্তরে পরিবেশ ও জলবায়ু প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপনসহ ৬৯টি নতুন পদ সৃজনের জন্য ১৬/০৪/২০২৩ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- পরিবেশ অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ জেলা কার্যালয়সমূহকে পরিচালকের কার্যালয়ে উন্নীতকরণ, গবেষণাগার স্থাপনসহ মোট ৩২৫৯টি (ক ও খ'তে বর্ণিত পদসহ) নতুন পদ সৃজনের লক্ষ্যে ২৫/০১/২০২৩ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

গ. অবকাঠামো সম্প্রসারণ

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "অবকাঠামো উন্নয়ন, গবেষণাগার স্থাপন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, কক্সবাজার জেলা কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

ঘ. মানব সম্পদ উন্নয়ন

বিগত ০৪/০৮/২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিবেশ কমিটির ৪র্থ সভার অনুমোদন মোতাবেক পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে নিজস্ব প্রশিক্ষণ সেলের মাধ্যমে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অধিদপ্তরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য ৭ম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল বিষয়ে ৫টি প্রশিক্ষণ ও ৭টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট হতে বিভিন্ন সময়ে আগত ৮০ জন শিক্ষার্থীকে বাস্তব প্রশিক্ষণ (ইন্টার্ণশীপ) প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি বেসরকারি দপ্তর থেকে শিক্ষা সফরে আগত প্রতিনিধিদের পরিবেশ অধিদপ্তর ও সরকারের পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের উপর ব্রিফ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র-২.১: বিয়াম ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাগণের সাথে ৭ম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঙ. বাজেট

রাজস্ব প্রাপ্তি:

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	বিবরণ (প্রাপ্তির খাত)	লক্ষ্যমাত্রা	রাজস্ব প্রাপ্তি	অগ্রগতি
২০২২-২৩	পরিবেশগত ছাড়পত্র ফি, পরীক্ষা ফি, দরপত্র দলিল ফি, টেস্টিং ফি, সরকারি যানবাহন ব্যবহার ফি, জরিমানা, পূর্ববর্তী অর্থ বছরের অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ ফেরত ও অন্যান্য আদায়	১২১,৯৬.৬৮	৮৯,০৫.৪৩	৭৩%

রাজস্ব ব্যয়:

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	পরিচালন			উন্নয়ন		
২০২২-২৩	বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি	বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি
	৬৪,০৩.৬২	৫৪,৩৮.৪১	৮৫%	৬১,০২.০০	৫৩,২৮.৯৮	৮৭%

২.৮ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ অনুসারে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও টেকসই পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পসমূহের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য Effluent Treatment Plant (ETP) ও বায়বীয় বর্জ্য পরিশোধনের জন্য Air Treatment Plant (ATP) স্থাপন এবং কঠিন ও অন্যান্য ক্ষতিকর বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

ক. পরিবেশগত ছাড়পত্র ও নবায়ন প্রদান

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ড় মোট ৫৩২৪ টি শিল্প-প্রতিষ্ঠান/ প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয় এবং ১৪৫৭৩ টি শিল্প-প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ছাড়পত্র নবায়ন করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

মাস	পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান					পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন				
	সবুজ	কমলা-ক	কমলা-খ	লাল	মোট	সবুজ	কমলা-ক	কমলা-খ	লাল	মোট
জুলাই/২২	১৮	১১০	১৬০	৭২	৩৫৮	২০	১৩২	৬৩৯	২১২	১০০৩
আগস্ট/২২	১৯	১১৬	২৬২	৭২	৪৬৮	২৪	১৬২	৭২১	২০০	১১০৫
সেপ্টেম্বর/২২	২৮	১১৭	২২৮	৬২	৪৩৫	৩৮	২০৩	৮৭০	২৮৮	১৩৯৬
অক্টোবর/২২	২০	১২১	২৭০	৫৭	৪৬৫	৩৫	২৩২	৯৮৫	৩১১	১৫৬২
নভেম্বর/২২	২২	১৪৩	২৯৭	৪৯	৫০৯	২৬	২৩৬	৮৮৪	২৩৩	১৩৭৭
ডিসেম্বর/২২	১৯	১০৫	৪১৩	৫৪	৫৯০	১২	২২৪	৭৭৬	২২০	১২২৬
জানুয়ারী/২৩	২৮	১৪১	৪১৮	৯৮	৬৮১	২৫	২১৭	৮৯৯	২৮০	১৪১৫
ফেব্রুয়ারী/২৩	১৪	১১০	২৬০	৮৪	৪৬৬	১৪	১৯৬	৯৩৯	২৫৪	১৩৯৮
মার্চ/২৩	২১	৮৮	২১৪	৩০	৩৫৩	১৭	১৯৩	৬৯৮	২১১	১১১৯
এপ্রিল/২৩	৩৪	১১৭	১৫৪	৫৪	৩৫৯	৫০	১৯২	৫০৩	১৪৫	৮৮৯
মে/২৩	৪৬	১২৫	১০৬	৫৮	৩৩৫	৭৪	৩৫৮	৪২০	১১৩	৯৬১
জুন/২৩	৪৫	১১৩	১১৫	২৪	২৯৭	১১৯	৩২০	৪৯১	১৬২	১০৮৬
সর্বমোট	৩১৭	১৪০৬	২৮৯৭	৭০৭	৫৩২৪	৪৫৪	২৬৬৫	৮৮২৫	২৬২৯	১৪৫৭৩

খ. ইটিপি (Effluent Treatment Plan) ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা

জুন ২০২৩ পর্যন্ত সারা দেশে ২৪৫৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে শুধু ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ১৪২ টি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ইটিপি নির্মাণ করা হয়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত এ সকল ইটিপি যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা কর্তৃক ইটিপি এলাকায় আইপ ক্যামেরা সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় মোট ২৬৩ টি শিল্পকারখানার ইটিপি এলাকায় আইপি ক্যামেরা সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়াও একই সময়ে ৬৫ টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন, আইপি ক্যামেরা সংযোজন ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

মাস	জুলাই ২০২২	আগস্ট ২০২২	সেপ্টেম্বর ২০২২	অক্টোবর ২০২২	নভেম্বর ২০২২	ডিসেম্বর ২০২২	জানুয়ারী ২০২৩	ফেব্রুয়ারী ২০২৩	মার্চ ২০২৩	এপ্রিল ২০২৩	মে ২০২৩	জুন ২০২৩	মোট
ETP অনুমোদন	৭	১৩	১৬	১২	১৩	১২	১৬	১৫	১৩	১০	১২	৩	১৪২
IP ক্যামেরা স্থাপন	২২	২৮	৪৫	৩৩	৩৭	২৭	১৭	১০	১৬	৯	৭	১২	২৬৩
ZDP অনুমোদন	৯	৭	১০	২	৭	৪	৭	৪	৩	৪	০	৮	৬৫

গ. ভূমি অধিগ্রহণের অনাপত্তিপত্র

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য মোট ২৪২ টি অনাপত্তিপত্র প্রদান করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের জন্য অনাপত্তিপত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

মাস	ঢাকা	চট্টগ্রাম	খুলনা	বরিশাল	সিলেট	রাজশাহী	ময়মনসিংহ	রংপুর	সর্বমোট
জুলাই/২২	৫	৩	১	২	১	০	৩	২	১৭
আগস্ট/২২	১০	১	৪	২	০	৪	১	১	২৩
সেপ্টেম্বর/২২	৮	৩	৪	১	০	১	০	২	১৯
অক্টোবর/২২	৫	৫	৬	০	২	৫	০	১	২৪
নভেম্বর/২২	১০	২	২	৩	২	২	১	৪	২৬
ডিসেম্বর/২২	৫	৬	৭	২	০	৬	১	৭	৩৪
জানুয়ারী/২৩	৫	৩	১	৪	০	৩	১	১	১৮
ফেব্রুয়ারী/২৩	১	৪	৩	১	১	২	০	৩	১৫
মার্চ/২৩	৮	৭	০	৪	৩	২	০	১	২৫
এপ্রিল/২৩	৩	১	৫	২	২	০	৩	১	১৭
মে/২৩	১	৬	২	০	১	২	০	১	১৩
জুন/২৩	০	২	৩	০	০	৩	১	২	১১
সর্বমোট	৬১	৪৩	৩৮	২১	১২	৩০	১১	২৬	২৪২

২.৯ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

দেশের বড় বড় শহর গুলোতে বায়ুদূষণ অন্যতম একটি পরিবেশগত সমস্যা। দেশে বায়োমাস ও পৌরবর্জ্য পোড়ানো, ইটভাটা সৃষ্ট দূষণ, অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ কার্যক্রম থেকে সৃষ্ট ধুলাবালি, যানবাহন থেকে সৃষ্ট কালো ধোঁয়া, শিল্পকারখানা সৃষ্ট দূষণ ইত্যাদি বায়ু দূষণের মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত। এছাড়াও আন্তঃসীমান্ত (transboundary) দূষণ দেশের বায়ু দূষণের মাত্রাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

সরকার দেশের বিভাগীয় ও শিল্পঘন শহরগুলোতে সার্বক্ষণিক বায়ুদূষণ ও বায়ুমান মনিটরিংয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য বিভাগীয় শহর ও শিল্পঘন শহরগুলোতে সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বায়ুদূষণ মাত্রা পরিমাপ করার নিমিত্তে ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় ও শিল্পঘন শহরগুলোতে বর্তমানে সর্বমোট ৩১টি ঈঅগঝ (Continuous Air Monitoring System) ও C-CAMS এর মাধ্যমে নিয়মিতভাবে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের বায়ুমান পরিবীক্ষণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

ক্যামস (CAMS) ও সি-ক্যামস (C-CAMS) সমূহের মাধ্যমে সার্বক্ষণিকভাবে বায়ুতে বিদ্যমান পিএম১০ (Particulate Matter10), পিএম২.৫ (Particulate Matter 2.5), ওজোন (O3), সালফার ডাই অক্সাইড (SO2), নাইট্রোজেনের অক্সাইডস (NOx) ও কার্বন মনোক্সাইড (CO) এই ০৬ (ছয়) টি বায়ুদূষক পরিবীক্ষণ করা হয়। এসকল উপাত্ত বিশ্লেষণ করে Air Quality Index (AQI) এ রূপান্তর করে তা পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় এবং Air Quality Index (AQI) কে রিয়েলটাইম মনিটরিং এ আনার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং স্টেশনের মাধ্যমে ঢাকাসহ অন্যান্য বড় বড় শহরের বস্তুকণা (Particulate matter-PM) PM2.5 GesPM10, SO2, CO, NOx এবং O3 উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় সাধারণত PM2.5 প্যারামিটারটি সব সময় অছও হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করে। বছররে প্রায় র্অধকে সময় (র্বষা মৌসুমে) বায়ুর গুণগত মান ভালো অর্থাৎ সরকার র্কতৃক নির্ধারিত মানমাত্রার (পারিপার্শ্বিক) ২৪ ঘন্টা গড় বায়ুর চগ২.৫ এবং PM10 এর মানমাত্রা যথাক্রমে ৬৫ ক্রম/সত এবং ১৫০ ক্রম/সত) মধ্যে থাকে। উল্লেখ্যে, সারা বছর অন্যান্য বায়ুদূষকসমূহ যেমন: SO2, CO, NOx এবং O3 মোটামুটি নির্ধারিত মানমাত্রার মধ্যেই থাকে।

চিত্র-২.২: পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত CAMS

শুষ্ক মৌসুমে উত্তর পশ্চিম কোণ হতে প্রবাহিত দূষণ সমৃদ্ধ বাতাস দেশে প্রবেশ করে যার ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ দূষণের সাথে বহিঃবিশ্বের দূষণ যুক্ত হয়ে দূষণ মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এছাড়াও এসময় আবহাওয়াগত কারণে ঢাকা ও আশেপাশে বায়ু প্রবাহের গতি কম থাকে। এসময় স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট ও বহিঃবাংলাদেশ হতে আগত দূষিত বায়ুর মাধ্যমে ঢাকার উপর সৃষ্ট Degraded Airshed দীর্ঘদিন অবস্থান করে বা Stagnant থাকে। এ কারণে দেশের বড় বড় শহরগুলোতে এসময় বায়ুদূষণের (বস্তুকণা- particulate matter-PM) মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পারিপার্শ্বিক বায়ুর মানমাত্রা অতিক্রম করে। বর্ষাকালে দেশের বায়ু প্রবাহ দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর হতে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এসময় পাশ্ববর্তী কোনো দেশের বাতাস দেশে প্রবেশ করে না এবং পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ঘটায়, যার ফলে দেশের বায়ুর গুণগত মান উন্নয়নে সাহায্য করে।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপঃ

সরকার বায়ুদূষণ হ্রাস এবং কৃষি মাটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসের লক্ষ্যে "ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩" (সংশোধিত ২০১৯) জারি ও বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে ঢাকাসহ আশেপাশের পাঁচটি জেলার অধিকাংশ অবৈধ ইটভাটার কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে এবং সারাদেশে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ইটভাটা সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম এবং ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়েছে। জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ইটভাটার বিরুদ্ধে মোট ৩২০ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১৮,৫৩,৩৬,৫০০ (আঠার কোটি তেপ্পান্ন লক্ষ ছত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। অভিযানে ৯৫ টি ইটভাটা ভেঙ্গে ফেলা বা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। এসকল ইটভাটা যেন পুনরায় চালু করতে না পারে সে বিষয়ে অধীন জেলাসমূহে মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় "ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯)" আইনের ক্ষমতাবলে পোড়ানো ইটের ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে সড়ক ও মহাসড়ক ব্যতীত সরকারি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজে (ভবন, হেরিং বোন বন্ড রাস্তা, গ্রামীণ সড়ক টাইপ-বি) ২০২৫ সালের মধ্যে ১০০% বক ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। ইটের বিকল্প হিসাবে ২০২৫ সালের মধ্যে ১০০% বক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প দলিলে প্রতিষ্ঠানের বক ব্যবহারের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করছে। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুর্যোগ মন্ত্রণালয়, একনেকসহ বিভিন্ন সভায় পোড়ানো ইটের পরিবর্তে নদীর ড্রেজিং ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত বালি দিয়ে বক তৈরি করে তা বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কাজে ব্যবহারের নির্দেশনা দিয়েছেন। তবে ২০২০ ও ২০২১ সালে করোনা পরিস্থিতির কারনে বক ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব না হওয়ায় সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

যানবাহনের কারণে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তর সারাদেশে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এবং দূষণকারী মোটরবাইক, কার, মাইক্রোবাস, মিনিবাস, বাস, ট্রাক, মিনি ট্রাক ও অটোরিকশার নিঃসরণ মনিটরিং করে জরিমানা আদায় করছে। অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ ও নির্মাণ সামগ্রী পরিবহনের মাধ্যমে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া অবৈধ টায়ার পাইরোলাইসিস এবং লেড এসিড ব্যাটারী রিসাইক্লিং কারখানা, স্টোন ক্রাশারসহ বায়ুদূষণকারী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

সার্বিক বায়ুদূষণকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসের লক্ষ্যে বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২ গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এই বিধিমালা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এই বিধিমালার আলোকে জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ডিগ্রেডেড এয়ারশেড ঘোষণা ও ব্যবস্থাপনা, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ, জনসাধারণের নিকট সকল তথ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া এই বিধিমালায় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, নির্দেশনা ও সুপারিশ প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই জাতীয় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এছাড়া বর্ণিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বায়ুর মানমাত্রা পরিমাপ পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহের গ্রহণযোগ্য উৎস এবং মাস/দিন ভেদে দূষণ মাত্রার তারতম্য নির্ধারণ বিষয়ক একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভার প্রতিবেদন জাতীয় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সার্বিক বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে ঢাকা শহরের চারপাশের বায়ুদূষণ রোধ ও হ্রাস করার জন্য করণীয় নির্ধারণে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি কর্তৃক ২২ দফা বিশিষ্ট একটি নির্দেশিকা (গাইড লাইন) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাকে এটি বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় Green and Climate Resilient Development (GCRD) Credit Program এর মাধ্যমে Program for Results (P4R)-এর আওতায় National Clean Air Program ২০২৪-২০২৫ বাস্তবায়িত হবে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পরিবেশ সুরক্ষায় GCRD, National Clean Air Program এবং বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংকের Potential Regional IDA Program এর আওতায় Program for Results (P4R) এর অধীনে ৩০০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের নিয়ে National Clean Air Program টি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত চারটি বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে বিভক্ত করে বিস্তারিত National Clean Air Program এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

১) National Clean Air Program প্রণয়ন;
২) আঞ্চলিক/air shed ভিত্তিক বায়ুমান ব্যবস্থাপনা (Air Quality Management) প্রণয়ন;
৩) অংশীজন এবং Political Economy বিশ্লেষণ;
৪) সাংগঠনিক কাঠামো পুর্নগঠন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।

বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২ এ উল্লিখিত জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই বিশ্বব্যাংক কর্তৃক এ বিষয়ে পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে এবং জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিষয়ে inception প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে।

ন্যাশনাল ইউনিভারসিটি অব সিঙ্গাপুর এর প্রফেসর জনাব Martin Mattsson এর সহযোগিতায় পরিবেশ অধিদপ্তর অনলাইন ব্রিক ট্র্যাকারের উপর কাজ করছে। এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে স্যাটেলাইট ডাটা ব্যবহার করে ঢাকা শহরের আশেপাশের জেলা সমূহে ইটভাটাসৃষ্ট বায়ুদূষণের প্রভাব বিশ্লেষণ করে অনলাইন ব্রিক ট্র্যাকারের মাধ্যমে দূষণকারী ইটভাটাগুলিকে অতি সহজেই সনাক্ত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত অনলাইন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে অতি সহজেই পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টিকারী ইটভাটাসমূহ সনাক্ত এবং এদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজ হবে।

এছাড়া আন্তঃসীমান্ত (transboundary) বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে ICIMOD, Head Quarters, Nepal এ Regional Science Policy Dialogue (SPD) on Air Quality Management in the Indo-Gangetic Plain and Himalayan Foothills শীর্ষক আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রোগ্রামটি গত ১৪-১৫ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল এবং পাকিস্তানসহ দক্ষিণ এশিয়ার চারটি দেশ অংশগ্রহণ করে। বিশ্ব ব্যাংকের গবেষণা মতে, বাংলাদেশের বায়ুদূষণের প্রায় ৩০-৪০% দূষণ পার্শ্ববর্তী দেশ হতে আসে। এ ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল এবং পাকিস্তানসহ দক্ষিণ এশিয়ার চারটি দেশ ২০৩০ সালের মধ্যে দেশগুলিতে বায়ুদূষণকে ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনতে এবং বার্ষিক বায়ুমান (পিএম২.৫) হ্রাস করার লক্ষ্যে একসাথে কাজ করার জন্য উপস্থিত সরকারি প্রতিনিধিবৃন্দ একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করে এবং তা স্বাক্ষর করে। যার মাধ্যমে এশিয়ার এই চারটি দেশ ২০৩০ সালের মধ্যে বায়ুদূষণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে অভ্যন্তরীণ এবং আন্ত:সীমন্ত উভয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যা দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের জন্য উপকৃত হবে।

চিত্র-২.৩: গত ১৪-১৫ ডিসেম্বর, ২০২২খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল এবং পাকিস্তানসহ দক্ষিণ এশিয়ার চারটি দেশের অংশগ্রহণে নেপালে অনুষ্ঠিত Regional Science Policy Dialogue (SPD) এর স্থিরচিত্র।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ উদযাপনের অংশ হিসাবে এ বছরের প্রতিপাদ্য 'Solution to Plastic Pollution'-কে সামনে রেখে গত ০৬ জুন ২০২৩ থেকে ০৮ জুন ২০২৩ তারিখব্যাপি জনসচেতনতামূলক ৩টি পৃথক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও, এসোসিয়েশন, পরিবেশবাদী সংগঠনসহ বিভিন্ন ধরণের সংস্থার সহযোগিতায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে এ সকল সেমিনারসমূহ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম সেমিনার: ০৬ জুন ২০২৩ তারিখে "Integrated Pollution and Management for a Clean and Healthy Bangladesh and Green Growth" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
দ্বিতীয় সেমিনার: ''একবার ব্যবহার পাস্টিক বর্জন করি'' বিষয়ক সেমিনার।
তৃতীয় সমাপনী সেমিনার: "Adopting Circular Economy for Sustainable Plastic Management in Bangladesh" বিষয়ক সেমিনার।

সেমিনারের সমাপনী দিন ০৮ জুন ২০২৩ তারিখে বিশ্ব ব্যাংক, ইউনিডো, ইউনিলিভার, বাংলাদেশ পাস্টিক ম্যানুফ্যাকচারার এন্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন এর সহযোগিতায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত "Adopting Circular Economy for Sustainable Plastic Management in Bangladesh" বিষয়ক সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দীন এম.পি.। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো: জসিম উদ্দিন, প্রেসিডেন্ট এফবিসিসিআই, Dr. Rene Van Berkel, UNIDO Representative and Head of Regional Office এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব সঞ্জয় কুমার ভৌমিক। সেমিনারে দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা, এনজিও এবং মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত

চিত্র-২.৪: ০৮ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত "Adopting Circular Economy for Sustainable Plastic Management in Bangladesh" বিষয়ক সেমিনার।

২.১০ পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদের অন্যতম প্রধান নিয়ামক শত শত নদী দেশের ভূ-খণ্ডে শিরা-উপশিরার মতো বয়ে চলেছে। নদী থেকে আমরা সেচের পানি, মৎস্য সম্পদ, পানীয় জল, নৌ পরিবহন, শিল্পায়ন এবং অন্যান্য সুবিধা পেয়ে থাকি। বাংলাদেশের নদী ও প্লাবনভূমি বিভিন্নরকম জলজীবনের আবাসস্থল। বর্ষাকালে নদীর প্রবাহ বাড়ে এবং শীতকালে নদীতে পানির প্রবাহ ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। কখনও নদী একেবারে শুকিয়ে যায়। নদীতে পানির প্রবাহ নির্ভর করে ঋতু, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও উজানের প্রবাহের উপর।
পরিবেশ অধিদপ্তর ১৯৭৩ সাল থেকে ভূ-পৃষ্ঠস্থ' পানির মান পরিবীক্ষণ করে আসছে। নদীর পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি করে ৩০টি নদীর ৯৯ টি স্থানের পানির গুণগত মান নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে এবং Water Quality Report প্রকাশ করা হচ্ছে।
মনিটরিং প্যারামিটারগুলি হলো: pH, Dissolved Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Suspended Solid (SS), Total Dissolved Solid (TDS), Electrical Conductivity (EC), Chloride, Turbidity and Total alkalinity ইত্যাদি।
বুড়িগঙ্গা নদীর ২০২২ সালের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের ফলাফলে DO, BOD, COD, Chloride এবং TDS এর মানমাত্রা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঢাকা শহরের চারপাশের নদীগুলো শুষ্ক মৌসুমের চার/পাঁচ মাস খুব দূষিত থাকে। বুড়িগঙ্গা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে ৩(তিন) মাস (জানুয়ারি-মার্চ) পর্যন্ত DO (দ্রবীভূত অক্সিজেন) প্রায় শুন্য। এছাড়া, অন্যান্য প্যারামিটারসমূহ যথা: BOD এর সর্বোচ্চ মাত্রা ৩২ মি:গ্রা:/লি: (পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুসারে মৎস্য চাষে ব্যবহার্য গ্রহণযোগ্য মান ৬ মি:গ্রা:/লি: বা তাহার নিম্নে), COD এর সর্বোচ্চ মাত্রা ১১৫ মি:গ্রি:/লি: (UNECE standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ৩৫ মি:গ্রা:/লি: বা তাহার নিম্নে), Chloride এর সর্বোচ্চ মাত্রা ১০০ মি:গ্রা:/লি: (USEPA standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ২৫০ মি:গ্রা:/লি:) এবং TDS এর সর্বোচ্চ মাত্রা ৫৯৪ মি:গ্রা:/লি: (USEPA standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ৫০০ মি:গ্রা:/লি:) পাওয়া যায়। বর্ণিত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, নদীর পানির গুণগত মান পরিবেশগত মানমাত্রার মধ্যে নেই।

২.১১ শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ''শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প'' টি বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত একটি প্রকল্প। সারাদেশে লাগামহীনভাবে বেড়ে চলা শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য জানুয়ারি ২০২০ সাল থেকে এই প্রকল্পটি সরকার হাতে নেয় যা চলমান আছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্টজনদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। একই সাথে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো একা সরকারের পক্ষে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন কাজ। এর জন্য প্রয়োজন সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সকলের সচেতনতা এবং অংশীজনদের দায়িত্ববোধ।

ক) সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে পরিবেশ অধিদপ্তর। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষকে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে যার মধ্যে রয়েছে- পরিবহন চালক/শ্রমিক, কারখানা ও নির্মাণ শ্রমিক, শিক্ষার্থী, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাংবাদিক, পেশাজীবি, ব্যবসায়ী, ইমাম, শিক্ষক এবং বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি। কারণ শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সচেতনতার কোন বিকল্প নেই। শব্দদূষণের ক্ষতিকর দিক ও নিয়ন্ত্রণে করণীয় সম্পর্কে সচেতন করতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে জুন/২০২৩ পর্যন্ত সারাদেশে ৩২৫২০ জনকে সরাসরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

খ) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা: সচেতনতা বৃদ্ধিও পাশাপাশি শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে আইন প্রয়োগের ব্যাপারেও পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের অধীনে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের সারাদেশে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয় গুলোর আয়োজনে এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগীতায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ এবং জরিমানাসহ সংশ্লিষ্ট চালকদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গহণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে দেশব্যাপী একযোগে মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এই প্রকল্পের অধীনে সারাদেশে জুন ২০২৩ পর্যন্ড় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে৩৫০৬ টি মামলা কওে মোট ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা এবং ২৬৪০টি হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ করা হয়েছে।

গ) ক্যাম্পেইন কার্যক্রম: শব্দদূষণের নানাবিধ ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে মানুষের মধ্যে এ ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মিত ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ গার্লস গাইড, বাংলাদেশ স্কাউটস এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনকে সম্পৃক্ত করে ক্যাম্পেইন করা হচ্ছে। ক্যাম্পেইনে থেকে বিভিন্ন গাড়ীতে সচেতনতামূলক স্লোগান সম্বলিত ষ্টিকার লাগানো হচ্ছে। সেই সাথে লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের পক্ষ থেকে ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে গত বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী পরিবেশ মেলায় প্রকল্পের পক্ষ থেকে স্টল দেওয়া হয়। যেখানে প্রতিদিন মেলায় আগত শত শত দর্শনার্থীদেরকে কানের সুরক্ষার জন্য এয়ারপাগ বিতরণ করা হয়। সেই সাথে একটি বাউল গ্রুপের মাধ্যমে সপ্তাহব্যাপী পুরো ঢাকা শহরে গাড়ীতে করে শব্দসচেতনতামূলক বাউল গান পরিবেশন করা হয় যা বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়। বাউল শিল্পীরা গানে গানে হর্ন না বাজানোর আহবান জানান।

ঘ) প্রচারণামূলক কার্যক্রম: শব্দদূষণের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রকল্পের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রচারণার অংশ হিসেবে দেশের সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে মোট ১৮টি টিভি চ্যানেলে প্রতিদিন শব্দসচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে। প্রতি জেলায় ২টি করে ৬৪ জেলায় মোট ১২৮টি শব্দদূষণের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি ও করনীয় বিষয়ক বিলবোর্ড জেলার জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা শহরের হাইকোর্ট এলাকা, সচিবালয় এলাকাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে নিয়মিতভাবে প্রকল্পের পক্ষ থেকে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন স্লোগান সম্বলিত ব্যানার ফেষ্টুন লাগানো হচ্ছে। এছাড়াও রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, হাসপাতাল এলাকায় ৬০টি স্থায়ী সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে ও ৫০টি স্থাপনের কাজ চলমান আছে। শুধূ ঢাকা নয় সারাদেশে ব্যানার ফেষ্টুন টানানোসহ লিফলেট বিতরণ এবং গাড়ীতে ষ্টিকার লাগানো কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ঙ) দিবস উদযাপন: প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও এপ্রিল মাসের শেষ বুধবার পরিবেশ অধিদপ্তর এর আয়োজনে নানাবিধ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সারাদেশে আন্তর্জাতিক শব্দসচেতনতা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। "সুরক্ষিত শ্রবণ, সুরক্ষিত জীবন" এই প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে দিবসটি উদযাপন করা হয়েছে। দিবসটির গুরুত্ব তুলে ধরতে সরকারি সকল ওয়েবসাইটে পপ-আপ প্রদর্শন করা হয়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে এবং বিটিআরসি এর সহযোগিতায় সকল মোবাইল ব্যবহারকারীকে শব্দদূষণ বিষয়ক সচেতনতামূলক ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ করা হয়। দেশের প্রথম সারির বাংলা ও ইংরেজী জাতীয় দৈনিকের প্রথম পাতায় সচেতনতামূলক চার রঙের রঙিন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও দিবসটি উদযাপনের অংশ হিসেবে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পরিবেশ অধিদপ্তর সারাদেশে একযোগে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে। মানমাত্রার অতিরিক্ত শব্দে হর্ন বাজানোর দায়ে এবং মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহারের অপরাধে উক্ত দিন২৮৪ টি মামলা, ২৯২৭০০ টাকা জরিমানা এবং ৩৭৪ টি হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ করে।

চ) শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে তারকাদের অংশগ্রহণ: শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমাজের প্রতিটি দায়িত্বশীল মানুষেরই নাগরিক দায় বোধ থেকে এগিয়ে আসা উচিত। পেশাগত জীবনের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে জনগণকে সচেতন করতে এবার এগিয়ে এলেন মোশারফ করিম, আরেফিন শুভ, ফজলুর রহমান বাবু, বিজরী বরকতুল্লাহ, এভারেষ্ট জয়ী নিশাত মজুমদার, জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় মেহেদী মিরাজ এবং জাতীয় মহিলা ফুটবল দলের খেলোয়ার সাবিনা। তারা শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে নির্মিত টিভিসিতে অংশগ্রহণ করে জনগণকে সচেতন করেছেন। এরই মধ্যে পঞ্চাশটিরও অধিক পত্রিকায় প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তিতে মোশারফ করিম শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সোচ্চার হয়েছেন। সারা ঢাকা শহরে পাঁচশতাধিক ফেষ্টুনে উল্লেখিত তারকারা শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সবাইকে অনুরোধ করছেন। এছাড়াও হালের জনপ্রিয় মিউজিক কম্পোজার প্রীতমের সুরে এবং জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী মমতাজ এর কণ্ঠে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের থিমসং বিভিন্ন চ্যানেলে এক মিনিটের কাটভার্সন প্রচারিত হচ্ছে।

ছ) শব্দের মানমাত্রার জরিপ কার্যক্রম: পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প" এর আওতায় সারাদেশে শব্দের মানমাত্রা পরিমাপের জন্য একটি জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। দেশের ৬৪টি জেলায় পরিচালিত এই জরিপ কার্যক্রমের মাধ্যমে জেলা ভিত্তিক শব্দের মাত্রা নির্ণয় কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত "শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প" নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে আইনের প্রয়োগ অব্যাহত রাখা এবং একই সাথে সকলের সমন্বিত প্রচেষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

চিত্র-২.৫: সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে আইনের প্রয়োগ

২.১২ রাসায়নিক পদার্থ ও বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

পরিবেশ অধিদপ্তর দেশে কঠিন বর্জ্য, ই- বর্জ্য ও মেডিক্যাল বর্জ্যের পাশাপাশি রাসায়নিক দ্রব্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার আওতায় কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও বাসেল কনভেনশন, রটারডাম কনভেশন, স্টকহোম কনভেনশন ও মিনামাতা কনভেনশনের আওতায় ক্ষতিকর বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থের ব্যবস্থাপনায় কাজ করছে। বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থের ব্যবস্থাপনায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্ক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

ক. বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ আমদানির ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্য: পরিবেশ অধিদপ্তর অক্টোবর/২০২১ হতে বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ এর বিধি ১৪ মোতাবকে তফসিল-১ এর অন্তর্ভুক্ত বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ আমদানির ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এ সংক্রান্ত ছাড়পত্রের জন্য প্রাপ্ত ৩৭৮টি আবেদনের মধ্যে ৩০৯টি নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং ৬৯টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নিস্পত্তিকৃত আবেদনসমূহের মধ্যে ৩০৭ টিকে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং ২টি আবেদন খারিজ করা হয়েছে।

খ. কঠিন বর্জ্য সংক্রান্ড় কার্যক্রমসমূহ: কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ এর আওতায় জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা অনুযায়ী উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (EPR) এর নির্দেশিকা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গ. ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ: ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে ই-বর্জ্যরে নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং সেই সাথে বিধিমালা অনুযায়ী ই-বর্জ্যের তথ্য সংরক্ষণ ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও, বিধিমালা বাস্তবায়নে সকল জেলা কার্যালয়ের প্রধানসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

ঘ. পাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রমসমূহ:

পাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে ও পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১০ (দশ) বছর মেয়াদী Towards A Multisectoral Action Plan For Sustainable Plastic Management In Bangladesh কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত Action Plan- G Plastic Management এর ক্ষেত্রে Short Term, Medium Term and Long Term কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে । প্রণীত কর্মপরিকল্পনা-এ ২০৩০ সাল নাগাদ ৫০% Virgin Material ব্যবহার হ্রাস করা, ২০২৬ সালের মধ্যে ৯০% সিঙ্গেল ইউজ পাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করা, ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০% পাস্টিক বর্জ্য পুনঃচক্রায়ন নিশ্চিত করা, ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০% পাস্টিক বর্জ্য উৎপাদন হ্রাস করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ১০ বছর মেয়াদী এই কর্মপরিকল্পনায় ৩জ (Reduce, Reuse, Recycle) কৌশলের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সিঙ্গেল ইউজ পাস্টিকের ব্যবহার বন্ধকরণের লক্ষ্যে উপকূলীয় অঞ্চলের ১২টি জেলার ৪০টি উপজেলা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর ০৮(আট) টি এলাকাকে কোস্টাল এরিয়া হিসেবে চিহ্নিত করে ০৩(তিন) বছর মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রণীত গেজেটের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পাস্টিক/সিঙ্গেল ইউজ পাস্টিক এর দূষণ নিয়ন্ত্রণে অংশীজনদের নিয়ে বিগত ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে কক্সবাজারে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

পাস্টিকের ব্যবহার হ্রাসে দেশের শীর্ষ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাহীদের নিয়ে বিগত ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্মশালায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি ।

চিত্র-২.৬: পাস্টিকের ব্যবহার হ্রাসে দেশের শীর্ষ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাহীদের নিয়ে বিগত ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভা।

ঙ. বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ (Waste and Chemicals) সংক্রান্ত কারিগরী কমিটির কার্যক্রমসমূহ:

পরিবেশ অধিদপ্তরের বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ (Waste and Chemicals) সংক্রান্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক বর্জ্য পরিত্যাজন, মেয়াদোত্তীর্ণ রাসায়নিক পদার্থ পরিবেশসম্মত ভাবে অপসারণে মতামত প্রদান করা হয়।

বিভিন্ন ধরণের Pesticide, মৎস্য খাদ্য ও উপকরণ এর Chemical Composition, Toxicological Information, Environment I Fate & Behaviour and Residual Information, Certificate of Analysis (CoA), Material Safety Data Sheet (MSDS) পর্যালোচনাপূর্বক Pesticide, মৎস্য খাদ্য ও উপকরণ আমদানি/নিবন্ধনের লক্ষ্যে অনাপত্তি প্রদান করা হয়।

Hazardous Waste বাংলাদেশ হতে অন্য দেশে রপ্তানি এবং অন্য দেশ হতে বাংলাদেশে আমদানির নিমিত্ত Transboundary Movement এর ক্ষেত্রে Basel Convention অনুযায়ী Prior Informed Constent (PIC) প্রদান ও গ্রহণের কার্যক্রম করা হয় করা হয়।

Hazardous, Restricted and Ban Chemical/Pesticide বাংলাদেশে আমদানির ক্ষেত্রে কেমিক্যাল/পেস্টিসাইডের Material Safety Data Sheet (MSDS), environmental issue, Environmental Fate & Behaviour and Residual Information পর্যালোচনাপূর্বক Rotterdam Convention এর আওতায় Explicit Consent/Export Notification প্রদান করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ (Waste and Chemicals) সংক্রান্ত কারিগরী কমিটির এ সংক্রান্ত নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

Pesticide ও মৎস্য খাদ্য আমদানির অনাপত্তি	PIC (Prior Informed Consent) প্রদান	Explicit Consent/Export Notification প্রদান	কারিগরী মতামত প্রদান
২৮ টি	১৫ টি	১৭ টি	০৪ টি

চ. আন্তর্জাতিক কনভেনশন সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ:

০১. মিনামাতা কনভেনশন রেটিফিকেশন করা হয়েছে।
০২. স্টকহোম কনভেনশনের ন্যাশনাল রিপোর্ট প্রণয়নসহ সর্বমোট ১৮টি তালিকাভুক্ত বিপজ্জনক কেমিক্যাল কে রেটিফিকেশন করা হয়েছে।
০৩. বাসেল কনভেনশনের ন্যাশনাল রিপোর্ট প্রণয়নসহ Strategic framework বিষয়ক কারিগরী কমিটিতে মতামত প্রদান করা হয়েছে।
০৪. রটারডাম কনভেনশন রেটিফিকেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০৫. পাস্টিক বিষয়ক INC (Intrnational Negotiation committee) কমিটিতে অংশগ্রহণ করা হয়েছে ও মতামত প্রদান করা হয়েছে।

২.১৩ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম

ক. প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) সংক্ষেপে ইসিএ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কার্যক্রম:

সেন্টমার্টিন দ্বীপের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা ও টেকসই পর্যটন উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বয়ে গত ২৯ অক্টোবর ২০২২ তারিখ ওশান প্যারাডাইস হোটেল এন্ড রিসোর্ট, কক্সবাজার-এ পরামর্শক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. আবদুল হামিদ, মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর।

চিত্র-২.৭: সেন্টমার্টিন দ্বীপের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা ও টেকসই পর্যটন উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বয়ে পরামর্শক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

পরবর্তীতে গত ২৫ মে ২০২৩ তারিখে সেন্টমার্টিন দ্বীপের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটন নির্দেশিকা, ২০২৩ গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নের জন্য যথাক্রমে 'প্রধান বাস্তবায়নকারী' ও 'বাস্তবায়ন সহযোগী' হিসেবে সংশ্লিষ্ট একাধিক মন্ত্রণালয়-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় জনসচেতনতামূলক সভা আয়োজন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (GwcG) অনুযায়ী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কক্সবাজার, সিলেট, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও ঝিনাইদহ জেলায় জনসচেতনতামূলক সভা আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও ইসিএভূক্ত হাওর এলাকায় পুকুর খনন করা হয়েছে।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) ব্যবস্থাপনা জাতীয় কমিটির সভা আয়োজন

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় বিগত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ জারি করা হয়েছে। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ এর আওতায় গঠিত জাতীয় কমিটির ৩য় সভা ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চিত্র-২.৮: প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) ব্যবস্থাপনা জাতীয় কমিটির সভা আয়োজন

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সীমানা চিহ্নিতকরণ:

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৬ অনুযায়ী, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা কক্সবাজার-টেকনাফ পেনিনসূলা, সেন্টমার্টিন দ্বীপ এবং সোনাদিয়া দ্বীপের সীমানা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় Center for Environment and Geographic Information System (CEGIS) কর্তৃক ''Delineation of ECA Boundary for all ECAs under Cox's Bazar District" শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উক্ত কার্যক্রমের উপর সকলের মতামত পর্যালোচনার লক্ষ্যে ১১ জুন ২০২৩ তারিখ ড. আবদুল হামিদ, মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর এর সভাপতিত্বে Mid-Term Workshop অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র-২.৯: ড. আবদুল হামিদ, মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর এর সভাপতিত্বে Mid-Term Workshop অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ব মরুময়তা প্রতিরোধ দিবস ২০২৩ উদযাপন:

১৭ই জুন বিশ্ব মরুময়তা প্রতিরোধ দিবস। এ বছর এ দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, "Her Land, Her Rights" জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে ভূমির অবক্ষয় রোধের লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে ও দিবসটি পালন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার, এমপি, এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ড. ফাহমিদা খানম, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন। এ বছরের প্রতিপাদ্যের ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক চৌধুরী সারওয়ার জাহান, সাবেক উপ-উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

উপস্থাপিত প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয় যে, মরুময়তা, ভূমির অবক্ষয়, খরা এবং জলবায়ুর পরিবর্তন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও একে অন্যকে প্রভাবিত করে। শতকরা ৫০ ভাগের অধিক কৃষিজমি মধ্যম থেকে অতিমাত্রায় অবক্ষয়িত এবং প্রতি বছর ১২ মিলিয়ন হেক্টর জমি তার উৎপাদন শক্তি হারাচ্ছে (বান কি মুন ২০১৬)। মরুময়তা, ভূমির অবক্ষয় এবং খরার কারণে কোটি কোটি লোক জীবন-জীবিকা ক্ষতির সম্মুখীন। এর জন্য প্রায় ৮০০ মিলিয়ন মানুষ ধারাবাহিকভাবে অপুষ্টিতে ভুগছে। ভূমির অবক্ষয়ের দরুন আগামী ২৫ বছরে কৃষি উৎপাদন শতকরা ১২ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। এর জন্য বিশ্বে খাদ্য মূল্য শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে অভিবাসন বৃদ্ধির পাশাপাশি অনেক দেশ/অঞ্চলের stability ঝুঁকির মুখে পড়বে। এ অবস্থার একটি দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান খুঁজে পেতে ২০১৫ সালে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৯৩টি দেশ ২০৩০ সালের মধ্যে Land degradation neutral বিশ্ব গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

চিত্র-২.১০: বিশ্ব মরুময়তা প্রতিরোধ দিবস ২০২৩ উদযাপন

রামসার কনভেনশনে অংশগ্রহণ:

জলাভূমি বিষয়ক রামসার কনভেনশনের "Conferences of the Contracting parties" এর ১৪তম সম্মেলন গত ৫-১৩ নভেম্বর ২০২২ সময়ে জেনেভা, সুইজারল্যান্ড-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশের রামসার সাইটসহ গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমির পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়নের বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও কার্যক্রম তুলে ধারা হয়।

চিত্র-২.১১: রামসার কনভেনশনে অংশগ্রহণ

Biosafety **বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজন:**

"Origins of biosafety internationally, the relevant policies and regulations in Bangladesh, and the necessary regulatory process during each phase of biotechnology research, development and release" বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং বায়োসেফটি কোর কমিটির সম্মানিত সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে South Asia Biosafety Program (SABP)-এবং পরিবেশ অধিদপ্তর যৌথভাবে Brac CDM গাজীপুর-এ চারটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

চিত্র-২.১২: Biosafety বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মশালা

তরল ও কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় JICA Bangladesh কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের কর্মশালা আয়োজন:

পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং কঠিন বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে JICA Bangladesh কর্তৃক গৃহীত "Advisor on Environmental Management" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৯ জুলাই ২০২৩ তারিখে এবং ২০ জুলাই ২০২৩ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ-এর সভাপতিত্বে দুটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র-২.১৩: তরল ও কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় JICA Bangladesh কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের কর্মশালা

২.১৪ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান সময়ের অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ যা মানব সভ্যতার অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কারিগরী সংস্থা IPCC-এর সর্বশেষ বিজ্ঞানভিত্তিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে (Sixth Assessment Report-AR6) বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব নিয়ে রেড এলার্ট জারি করা হয়েছে। মানুষের নানা কর্মকান্ডের ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে মেরু অঞ্চলের বরফ দ্রুত গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলে বাংলাদেশসহ উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলের দেশসমূহ বিপদাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে বর্ধিত হারে ও অধিক তীব্রতায় দেখা দিচ্ছে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, আকস্মিক বন্যা, অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরাসহ অন্যান্য নানাবিধ প্রাকৃতিক দূর্যোগ। বৈশ্বিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে খুব দ্রুত ও ব্যাপক পদক্ষেপ না নিলে আগামী দুই দশকের মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি শিল্প-বিপব সময়ের পূর্বের তুলনায় ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাবে যা ২১০০ সাল নাগাদ প্রায় ৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন ও প্রশমনমূলক কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও সার্বিক সমন্বয় সাধন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এবং দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে।

ক. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিভিন্ন উদ্যোগ: বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

BCCSAP হালনাগাদকরণ

বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় জাতীয় সক্ষমতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) ২০০৯ প্রণয়ন করেছে যা হালনাগাদের কাজ বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। BCCSAP-তে উল্লিখিত অভিযোজন এবং প্রশমনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার Bangladesh Climate Change Trust Fund (BCCTF) গঠন করে বিগত ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর হতে এ পর্যন্ত সর্বমোট ৩৮৫২ (তিন হাজার আটশত বায়ান্ন) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে। এই তহবিলের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি দপ্তর, সংস্থাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জলবায়ু অভিযোজন এবং প্রশমনমূলক ৮৫৬টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ইতোমধ্যে ৪৮৫টি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

National Adaptation Plan (NAP) প্রণয়ন

বাংলাদেশ সরকার UNFCCC-এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (২০২৩-২০৫০) বা National Adaptation Plan ২০২৩-২০৫০ (NAP) প্রণয়নপূর্বক বিগত ২ নভেম্বর ২০২২ তারিখে UNFCCC Secretariat-এ দাখিল করা হয়েছে। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ ও জাতীয় উন্নয়ন রূপকল্প-২০৪১ এর সাথে সঙ্গতি রেখে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাতে সৃষ্ট বিপন্নতা ও ঝুঁকি নিরসনের মাধ্যমে একটি জলবায়ু অভিঘাত সহিষ্ণু সমাজ গঠন করা। এই রূপকল্পে ৬টি অভিযোজন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে একইসাথে ৮টি অগ্রাধিকার খাত এবং সংশ্লিষ্ট উপখাতসমূহকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনার ৯০টি high-priority এবং ২৩টি moderate-priority সহ মোট ১১৩ টি interventions বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে প্রায় ২৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে। ভবিষ্যতে NAP দেশে অভিযোজনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে মূল দলিল হিসেবে কাজ করবে। বাংলাদেশ বর্তমানে NAP বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু করেছে।

Nationally Determined Contributions (NDC) প্রণয়ন

বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বিগত সেপ্টেম্বর ২০১৫-তে জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে Nationally Determined Contribution (NDC) প্রণয়নপূর্বক তা UNFCCC-তে দাখিল করে। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি অনুযায়ী NDC হালনাগাদের বাধ্যবাধকতা থাকায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক NDC পর্যালোচনা (Review) ও হালনাগাদ (Update) করণপূর্বক বিগত ২৬ আগস্ট ২০২১ UNFCCC-তে দাখিল করা হয়েছে। উক্ত Updated NDC-অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে unconditionally ৬.৭৩% গ্রীন হাউস গ্যাস নিগর্মন কমানোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে যার পরিমান ২৭.৫৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন কার্বন ডাই অক্সাইড ইকুইভ্যালেন্ট এবং conditionally (বৈদেশিক সহায়তা সাপেক্ষে) ১৫.১২% গ্রীন হাউস গ্যাস নিগর্মন কমানোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে যার পরিমান ৬১.৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন কার্বন ডাই অক্সাইড ইকুইভ্যালেন্ট। উক্ত NDC-র লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যা পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমন্বয় করা হচ্ছে।

Mujib Climate Prosperity Plan (MCPP) ২০২২-২০৪১ প্রণয়ন

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব রোধ এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা Climate Valnerable Forum (CVF)-এর ২০২০-২২ মেয়াদে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে CVF সদস্য রাষ্ট্রসমূহে Climate Prosperity Plan বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর ধারাবাহিকতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার 'Mujib Climate Prosperity Plan ২০২২-২০৪১' গ্রহণ করেছে। Mujib Climate Prosperity Plan (MCCP)-এ বাংলাদেশের উন্নয়ন গতিপথকে জলবায়ু বিপদাপন্নতা থেকে জলবায়ু সহিষ্ণুতা এবং তা থেকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে সর্বোচ্চ সমৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব অর্জনে সম্পূর্ণরূপে জলবায়ু সহিষ্ণু ও স্বল্প কার্বনযুক্ত পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সমন্বিত অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দুই দশকব্যাপী বিনিয়োগের মাধ্যমে সুদৃঢ় ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ-ই এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

First Biennial Update Report (BUR1) প্রণয়ন

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "Bangladesh: First Biennial Update Report (BUR1) to the UNFCCC" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সমৃদ্ধ, First Biennial Update Report (BUR1) প্রস্তুত করা হয়েছে, যা শীঘ্রই United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) সচিবালয়ে দাখিল করা হবে। আশা করা যাচ্ছে, উল্লিখিত রিপোর্টটি Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) প্রণীত গাইডলাইনসমূহ যথাযথ অনুসরণপূর্বক কনভেনশনের বাধ্যবাধকতা পূরণ, এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সমর্থনে বাংলাদেশে গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ বিষয়ক প্রশমন কার্যক্রমে সহায়তা করবে।

খ. বিভিন্ন কনভেনশন সংক্রন্ত তথ্য

জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কনভেনশন (UNFCCC)

জাতিসংঘের পরিবেশ সংক্রান্ত একটি বৈশ্বিক চুক্তি, যা ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুন থেকে ১৪ জুন তারিখে রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন (UNCED) শীর্ষক সম্মেলনে ("আর্থ সামিট" নামে অধিক পরিচিত) সাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের হার এমন অবস্থায় স্থিতিশীল রাখা, যাতে জলবায়ু পরিবর্তন মানুষের জন্য হুমকি না হয়। বাংলাদেশ এ কনভেনশনটি ৯ জুন ১৯৯২ তারিখে স্বাক্ষর করে এবং ১৫ এপ্রিল ১৯৯৪ তারিখে অনুস্বাক্ষর করে।

কিয়োটো প্রটোকল (Kyoto Protocol)

কিয়োটো প্রটোকল একটি বহুরাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক চুক্তি যা এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলিকে গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের জন্য দায়বদ্ধ করে। ১৯৯৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর জাপানের কিয়োটো শহরে এই চুক্তি প্রথম গৃহীত হয় এবং ২০০৫ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি প্রথম কার্যকর হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বায়ুমন্ডলের ক্ষতিকর গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ কমিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার কারণে এ প্রটোকলের কার্যকারিতা ২০২০ সালে শেষ হয়েছে।

প্যারিস জলবায়ু চুক্তি (Paris Agreement)

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ২০১৫ সালে অনুষ্ঠেয় ২১তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে (COP২১) বিশ্বের ১৯৬টি রাষ্ট্র মিলে এ চুক্তিতে গ্রহণ করে। এ চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিল্প বিপব পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে বিশ্বের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এর মধ্যে সীমিত রাখা সম্ভব হলে ১.৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড-এর মধ্যে রাখা। বাংলাদেশ প্যারিস জলবায়ু চুক্তি ২২ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে স্বাক্ষর এবং ২২ আগস্ট ২০১৬ তারিখে অনুসমর্থন করেছে।

গ. JCM, CTCN, CDM-**সংক্রান্ত তথ্য**

Joint Crediting Mechanism (JCM)

জাপান সরকার কর্তৃক গৃহীত Joint Crediting Mechanism (JCM)- এর আওতায় বাংলাদেশ সরকার জাপান হতে বিদ্যুৎ, জ্বালানী, শিল্প ও অন্যান্য খাতে স্বল্প কার্বন নিঃসরণযোগ্য প্রযুক্তি, পণ্য, সেবা ও অবকাঠামো নির্মাণ/প্রচলনে সহায়তা লাভ করছে যার মূল লক্ষ্য স্বল্প কার্বন নিঃসরণযোগ্য উন্নয়ন নিশ্চিতকরা ও টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখা। পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশে JCM সচিবালয় হিসাবে কাজ করছে। এর আওতায় এ পর্যন্ত ০৪ টি প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। JCM-এর আওতায় আরও ০১টি প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যার আওতায় Asian Development Bank (ADB) এবং Japan Fund for JCM (JFJCM)-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বরিশাল-গোপালগঞ্জ এলাকায় High efficiency Transmission Line স্থাপন করা হচ্ছে।

Climate Technology Centre and Network (CTCN)

পরিবেশ অধিদপ্তর UNFCCC-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Climate Technology Centre and Network (CTCN)-এর আওতায় উন্নত দেশ হতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন এবং প্রশমন সংক্রান্ত প্রযুক্তি হস্তান্তর ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। ইতোমধ্যে ০৩টি জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু অভিযোজন ও প্রশমন প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও আরও ০২টি প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Clean Development Mechanism (CDM) **প্রকল্প বাস্তবায়ন**

গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যে UNFCCC-এর Kyoto Protocol এর আওতায় স্থাপিত Clean Development Mechanism (CDM)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট ২৪টি CDM প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ২১টি প্রকল্প UNFCCC-i CDM Executive Board কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে। উল্লেখ্য কয়েকটি প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১৮.৯৯ মিলিয়ন টন Certified Emission Reductions (CERs) ইস্যু হয়েছে।

ঘ. জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়ন

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও ঝুঁকি নিরুপণ বিষয়ক গবেষণা

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঝুঁকি নিরূপনের লক্ষ্যে ''Assessment of Sea Level Rise and Vulnerability in the Coastal Zone of Bangladesh through Trend Analysis" শীর্ষক একটি গবেষণা ২০১৬ সালে সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত গবেষণা হতে দেখা যায় যে, নিম্ন গাঙ্গেয় পলল ভুমি, মেঘনা মোহনা পলল ভুমি এবং চট্টগ্রাম উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার গড়ে প্রতি বছর ৬-২১ মিলিমিটার। উক্ত গবেষণার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড-এর অর্থায়নে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপনপূর্বক কৃষি, পানিসম্পদ এবং অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "Projection of Sea Level Rise and Assessment of its Sectoral (Agriculture, Water and Infrastructure) Impacts" শীর্ষক একটি গবেষণামূলক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত গবেষণা হতে দেখা যায় যে, বিগত ৩০ বছরে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় প্রতিবছর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার প্রায় ৩.৮-৫.৮ মিলিমিটার। এ গবেষণার তথ্য মতে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে এ শতকের শেষে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার প্রায় ১২.৩৪%-১৭.৯৫% সমুদ্রে নিমজ্জিত হবে।

Adaptation Fund-**এর অর্থায়নে ১ম প্রকল্প বাস্তবায়ন**

UNFCCC-এর আওতায় গঠিত Adaptation Fund হতে ৯.৯৯৫ মিলিয়ন ডলার অর্থায়নে UNDP-এর কারিগরি সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত "Adaptation Initiative for Climate Vulnerable Off Shore Small Islands and Riverine Char Lands in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটির আওতায় রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার লক্ষ্মীটারী ইউনিয়ন এবং ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার মুজিবনগর ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে সবচেয়ে ঝুঁকিগ্রড় কমিউনিটিতে প্রতিবেশভিত্তিক অভিযোজন ব্যবস্থার মাধ্যমে জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাসকরণ, সামাজিক সুরক্ষা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

Enhanced Transparency Framework and MRV System **বাস্তবায়ন**

প্যারিস জলবায়ু চুক্তি অনুযায়ী UNFCCC Party সদস্য কর্তৃক National Commitment বাস্ড়বায়ন অগ্রগতি Tracking and Reporting-এর জন্য Enhanced Transparency Framework প্রতিষ্ঠা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ লক্ষ্যে Global Environment Facility (GEF)-এর অর্থায়নে FAO, Bangladesh-এর কারিগরি সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "Strengthening Capacity for Monitoring Environmental Emissions under the Paris Agreement in Bangladesh" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে- (১) জাতীয় অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বচ্ছতা-সম্পর্কিত কার্যক্রমের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহকে শক্তিশালী করা; (২) প্যারিস চুক্তির আর্টিকেল ১৩-এ নির্ধারিত বিধানগুলি পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা (tools, training, and assistance) প্রদান; এবং (৩) সময়ের সাথে সাথে স্বচ্ছতার (Transparency) উন্নতিকরণ।

বরেন্দ্র ও হাওর অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রম

Global Environment Facility (GEF) এর আওতায় Least Developed Countries Fund (LDCF) এর ৫.২ মিলিয়ন ডলার অর্থায়নে এবং জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা UNEP-এর কারিগরি সহায়তায় বরেন্দ্র ও হাওর অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত "Eco-system-based approaches to Adaptation (EbA) in the drought-prone Barind Tract and Haor 'Wetland' Area" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে, যা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

ঙ. আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। UNFCCC-এর অধীনে বিভিন্ন কমিটিতে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করছে। বিগত ০৬ হতে ২০ নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সময়ে মিশরের শার্ম এল-শেখ শহরে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন COP২৭ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি-এর নেতৃত্বে ২২ সদস্যের একটি ছোট কিন্তু দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিনিধিদল উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল সম্মেলনে বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক আলোচনায় বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে অত্যন্ত বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশসূহের পক্ষে কার্যকর ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি-র নেতৃত্বে একটি সংসদীয় প্রতিনিধিদল উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত সম্মেলনে ৭-৮ নভেম্বর সময়ে অনুষ্ঠিত High-Level Segment-এ ১১০টিরও অধিক দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেছেন। ১৫-১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত Resumed High-Level Segment-এ বাংলাদেশের পক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি Country Statement প্রদান করেন। উক্ত Country Statement-এ তিনি নিম্নোক্ত দাবীসমূহ তুলে ধরেন:

(১) বিজ্ঞানসম্মতভাবে ১.৫ তাপমাত্রা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা জীবিত রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্গমন হ্রাস এবং NDCs সমূহে উল্লেখিত নির্গমন হ্রাসের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধানের সমাধান করা এবং mitigation work program এমনভাবে চুড়ান্ত করা যাতে বৈশ্বিক কার্বন নির্গমন ২০৩০ সালের মধ্যে ৪৫% হ্রাস করা যায়।

(২) ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান নিশ্চিত করা; জলবায়ু অর্থায়ন (Climate Finance)-এর সংজ্ঞা চূড়ান্ত করা; ২০২৫ পরবর্তী সময়ে জলবায়ু অর্থায়নের জন্য New Collective Quantified Goal on climate finance আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করা।

(৩) গাসগোতে COP ২৬-এর সময় সম্মত হওয়া সিদ্ধান্ত অনুসারে উন্নত দেশগুলিকে ২০২৫ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশসমূহে অভিযোজন অর্থায়ন দ্বিগুণ করার জন্য অনুরোধ করা এবং জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে সহায়তা প্রদান করতে হবে।

(৪) loss and damage এড়ানো, কমানো এবং মোকাবেলার জন্য একটি অর্থায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

COP 27 সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিসমূহ তুলে ধরার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের সাফল্য এবং বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ বিশ্ব সম্প্রদায়ের মাঝে প্রচারের নিমিত্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সরকারি-বেসরকারি, দেশি-বিদেশি সংস্থা এবং সিভিল সোসাইটি কর্তৃক বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে ২২টি সাইড-ইভেন্ট আয়োজনসহ বিভিন্ন ভিডিও চিত্র প্রচার করা হয়েছে। বৈশ্বিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি এবারের জলবায়ু সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল- (১) অভিযোজন কার্যক্রম প্রশমনের তুলনায় আনুপাতিক হারে বাড়ানো ও Global Goal on Adaptation; (২) বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২১০০ সাল নাগাদ শিল্প-বিপব সময়ের তুলনায় ১.৫-এর মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্যে Mitigation Work Program, (৩) লস এন্ড ড্যামেজ (Loss & Damage), (৪) New Collective Quantified Goal (NCQG) এবং (৫) জলবায়ু অর্থায়ন (Climate Finance)-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ।

এছাড়াও বিগত ০৫ হতে ১৫ জুন, ২০২৩ সময়ে জার্মানির বন শহরে UNFCCC এর আওতায় Subsidiary Body-এর ৫৮-তম সেশন (SB ৫৮) অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সেশনে Global Stocktake, Global goal on Adaptation Ges Santiago Network under the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage-mn Adaptation, Mitigation I Loss & Damage সম্পর্কিত বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনায় কার্যকর অগ্রগতি হয়েছে যার ভিত্তিতে পরবর্তী কপ-২৮ এ সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে।

এছাড়াও বিগত ০৫ হতে ১৫ জুন, ২০২৩ সময়ে জার্মানির বন শহরে UNFCCC এর আওতায় Subsidiary Body-এর ৫৮-তম সেশন (SB ৫৮) অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সেশনে Global Stocktake, Global goal on Adaptation এবং Santiago Network under the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage-mn Adaptation, Mitigation I Loss & Damage সম্পর্কিত বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনায় কার্যকর অগ্রগতি হয়েছে যার ভিত্তিতে পরবর্তী কপ-২৮ এ সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে।

২.১৫ পরিবেশ সংরক্ষণে মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৭ ধারা মোতাবেক কোন ব্যক্তির কর্মকান্ড দ্বারা পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হলে উক্ত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে তা আদায়ের বিধান রয়েছে। এটি Polluters Pay Principle নামে বহুল পরিচিত। পরিবেশ সংরক্ষণে এটি একটি উত্তম কৌশল। উন্নত বিশ্বে এ পদ্ধতির প্রয়োগ অনেক বেশী দৃশ্যমান। পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিনষ্ট এবং ব্যাপকমাত্রার পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে ২০১০ সালের ১৩ জুলাই হতে পরিবেশ অধিদপ্তর দূষণকারীদের বিরুদ্ধে আইনের উক্ত ধারার আওতায় এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম শুরু করে। পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং দূষণের সাথে জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ আরোপসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিয়মিত শিল্প প্রতিষ্ঠান মনিটরিং কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। সারা দেশে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে একটি স্বতন্ত্র এনফোর্সমেন্ট শাখা রয়েছে। এর পাশাপাশি চট্টগ্রাম মহানগর, চট্টগ্রাম অঞ্চল ও সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ তাঁদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

চিত্র-২.১৪: এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক শুনানি গ্রহণ

চিত্র-২.১৫: এনফোর্সমেন্ট শাখায় শুনানীতে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি

২.১৫.১ জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের তথ্য চিত্র

সমগ্র বাংলাদেশে পরিবেশ আইন অমান্যকারী এবং দূষণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে নিয়মিত এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫(সংশোধিত ২০১০) এর ৭ ধারা প্রয়োগ করে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধনের জন্য জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/শিল্প কলকারখানা/প্রকল্প-এর নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আরোপ করে আদায় করা হয় এবং তাদের সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক গত ১৩ জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত পরিবেশ দূষণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/শিল্প কলকারখানা/প্রকল্প হতে নিয়মিত ক্ষতিপূরণ আদায় কার্যক্রম চলছে। ভবিষ্যতেও একই কার্যক্রম চলমান থাকবে যার মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হবে।

অভিযানের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান/স্থাপনা/ব্যক্তির মোট সংখ্যা	:	১২,৫৩০ টি (সমগ্র বাংলাদেশ)
ক্ষতিপূরণ ধার্য	:	৫০৩.৮৬ কোটি টাকা
ক্ষতিপূরণ আদায়	:	২৪১.১৩ কোটি টাকা

চিত্র-২.১৬: মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট টিম কর্তৃক কারখানার সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, ইটিপি পরিদর্শন এবং নমুনা সংগ্রহ

২.১৫.২ জুলাই, ২০২২ - জুন, ২০২৩ সময়ে পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের তথ্য চিত্র

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫(সংশোধিত ২০১০) এর ৭ ধারা প্রয়োগ করে সমগ্র বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ, অবৈধভাবে পাহাড় কাটা ও জলাধার ভরাটসহ পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধনের জন্য জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/শিল্প কলকারখানা/প্রকল্প-এর নিকট হতে জুলাই, ২০২২ - জুন, ২০২৩ সময়ে এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ২৬৭১ টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৩৫.৭৩ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করে ১৩.৯৮ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

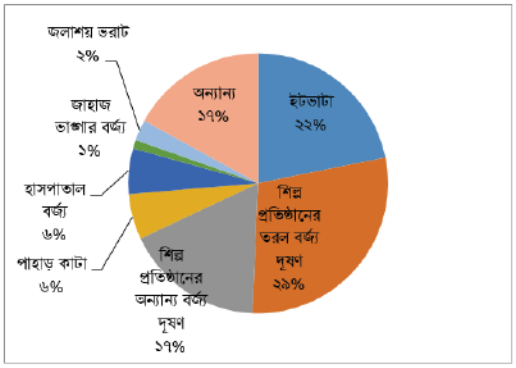

চিত্র-২.১৭: ২০২২-২০২৩ প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক এনফোর্সমেন্ট অভিযান

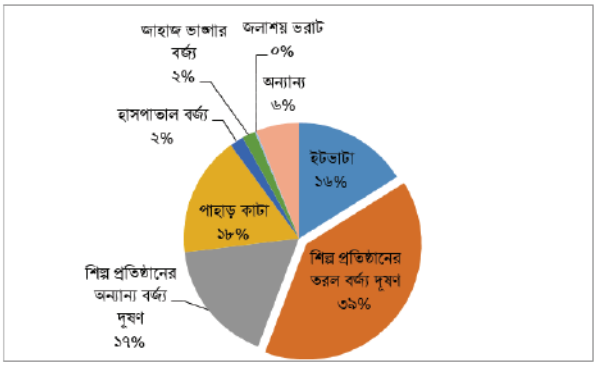

চিত্র-২.১৮: ২০২২-২০২৩ এনফোর্সমেন্ট অভিযানে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের হার

২.১৫.৩ জুলাই, ২০২২- জুন, ২০২৩ সময়ে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট কার্যক্রমের তথ্য চিত্র

ক. পলিথিন বিরোধী অভিযান: সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিবছরের ন্যায় এই বছর নিষিদ্ধ ঘোষিত অবৈধ পলিথিন উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, মজুত এবং বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জুলাই, ২০২২ - জুন, ২০২৩ পযন্ত মোট ৩৫৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৮৩৭টি প্রতিষ্ঠান হতে ৯৩,৬০,৩৫০/- (তিরানব্বই লক্ষ ষাট হাজার তিনশত পঞ্চাশ) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানে আনুমানিক ২০৮.৯১ মে: টন পলিথিন /অবৈধ শপিং ব্যাগ জব্দ এবং ১ জনকে ১৫ দিনের কারাদন্ড প্রদান করা হয়। তবে জরিমানা অনাদায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন মেয়াদে জেলও প্রদান করা হয়। এছাড়া জব্দকৃত মালামাল বিশেষ করে পলিথিন এবং পলিথিন তৈরির কাঁচামাল যা দানা হিসেবে পরিচিত তা পরিবেশ অধিদপ্তরে সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে তা নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করার পর হালনাগাদ পরিবেশগত ছাড়পত্র রয়েছে এমন রিসাইক্লিং প্রতিষ্ঠানে উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয় এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প) নামক প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে হস্তান্তর করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরে পদায়নকৃত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর পাশাপাশি বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর সাহায্যে এই মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়ে থাকে। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে সংশ্লিস্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী অংশগ্রহণ করে থাকেন। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানার আওতায় আনা হয় এবং তাৎক্ষণিক সেই জরিমানা আদায় করা হয়। তবে জরিমানা অনাদায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়। এছাড়াও জেলা প্রশাসনের অধীনে পরিচালিত মোবাইল কোর্টে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী অংশগ্রহণ করে থাকেন।

চিত্র-২.১৯: অবৈধ পলিথিনের উপর মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

খ. ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান: সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিবছরের ন্যায় বায়ুদূষণকারী অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) অনুসারে জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৩৮৬ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৮৬২টি অবৈধ ভাটা হতে ২০.১৪ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং সেই সাথে ৮৯টি ভাটার কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরে পদায়নকৃত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর পাশাপাশি বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর সাহায্যে এই মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়ে থাকে। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে সংশ্লিস্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী অংশগ্রহণ করে থাকেন। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানার আওতায় আনা হয় এবং তাৎক্ষণিক সেই জরিমানা আদায় করা হয়। তবে জরিমানা অনাদায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়। এছাড়াও জেলা প্রশাসনের অধীনে পরিচালিত মোবাইল কোর্টে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী অংশগ্রহণ করে থাকেন।

চিত্র-২.২০: অবৈধ ইটভাটার উপর মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

গ. পাহাড় কর্তনকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ: সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিবছরের ন্যায় অবৈধভাবে পাহাড় কর্তনের দায়ে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৬খ ধারা অনুসারে জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ২৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ২৫টি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ৯,৬৯,০০০/-(নয় লক্ষ উনসত্তর হাজার) টাকা জরিমানা আদায় এবং ২৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরে পদায়নকৃত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর পাশাপাশি বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর সাহায্যে এই মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়ে থাকে। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে সংশ্লিস্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী অংশগ্রহণ করে থাকেন। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানার আওতায় আনা হয় এবং তাৎক্ষণিক সেই জরিমানা আদায় করা হয়। তবে জরিমানা অনাদায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়। এছাড়াও জেলা প্রশাসনের অধীনে পরিচালিত মোবাইল কোর্টে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী অংশগ্রহণ করে থাকেন

ঘ. কালো ধোঁয়া নির্গতকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ: সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিবছরের ন্যায় জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ড় যানবাহন থেকে নির্গত কালো ধোয়া দ্বারা বায়ু দূষণের দায়ে মোট ৫৫ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৪৬১ টি মামলা দায়ের করা হয়। এর মাধ্যমে মোট ১০,৯৬,৩০০/- (দশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার তিনশত) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরে পদায়নকৃত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর পাশাপাশি বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর সাহায্যে এই মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়ে থাকে। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে সংশ্লিস্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী অংশগ্রহণ করে থাকেন। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানার আওতায় আনা হয় এবং তাৎক্ষণিক সেই জরিমানা আদায় করা হয়। এছাড়াও জেলা প্রশাসনের অধীনে পরিচালিত মোবাইল কোর্টে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী অংশগ্রহণ করে থাকেন।

চিত্র-২.২১: যানবাহনের কালো ধোঁয়া দ্বারা বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

ঙ. জলাশয়/পুকুর ভরাট বন্ধঃ সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিবছরের ন্যায় জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত অবৈধভাবে জলাশয়/পুকুর ভরাটের দায়ে মোট ১২ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১৩ টি মামলা দায়ের করা হয়। এর মাধ্যমে মোট ১৪,৪২,০০০/-(চৌদ্দ লক্ষ্য বিয়াল্লিশ হাজার) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরে পদায়নকৃত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর পাশাপাশি বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর সাহায্যে এই মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়ে থাকে। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী অংশগ্রহণ করে থাকেন। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানার আওতায় আনা হয় এবং তাৎক্ষণিক সেই জরিমানা আদায় করা হয়। তবে জরিমানা অনাদায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়। এছাড়াও জেলা প্রশাসনের অধীনে পরিচালিত মোবাইল কোর্টে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী অংশগ্রহণ করে থাকেন

চ. নির্মাণ সামগ্রীর দ্বারা বায়ু দূষণ রোধঃ ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের আদেশের প্রেক্ষিতে ঢাকা শহর ও এর আশেপাশে বায়ুদূষণ রোধকল্পে বায়ুদূষণকারী প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প বা নির্মাণাধীন ভবনের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প বা ভবন মালিককে জরিমানার আওতায় আনা হয় এবং তাৎক্ষণিক সেই জরিমানা আদায় করা হয়। জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ঢাকা শহরে নির্মাণ সাম্রীর দ্বারা বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে মোট ১৮৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৪৮৯ টি মামলা দায়ের করা হয়। এর মাধ্যমে মোট ৫৯,৪০,৮০০/-(উনষাট লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশত) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

চিত্র-২.২২: নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা বায়ু দূষণের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

ছ. শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্টঃ সচিবালয় ও আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা নিরব এলাকা ঘোষনা করা হয়েছে। এছাড়া সমগ্র বাংলাদেশে এই বছর জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত শব্দ দূষণ রোধে সারা দেশে গাড়ির হর্ণ ও হাইড্রোলিক হর্ণ এর বিরুদ্ধে মোট ৬৭০ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ২৮৫১ টি মামলা দায়ের করা হয়। এর মাধ্যমে মোট ৩২,৮৯,৯০০/- টাকা জরিমানা আদায় ও ২৬১১টি হর্ণ জব্দ করা হয়।

চিত্র-২.২৩: শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

জ. অতিরিক্ত দূষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট: সমগ্র বাংলাদেশে জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত অতিরিক্ত দূষণ রোধে অবৈধভাবে পরিচালিত ব্যাটারীর সীসা ভাট্টি, টায়ার পোড়ানো, অ্যালুমেনিয়াম পোড়ানো, কাঠ কয়লা প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি কারখানায় মোট ১৩২ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ২৬৮ টি মামলা দায়ের করা হয়। এর মাধ্যমে মোট ১,১১,৯১,৫০০/- (এক কোটি এগার লক্ষ একানব্বই হাজার পাচঁশত) টাকা জরিমানা আদায় করা হয় ও ১৩৫ টি অবৈধ কাঠ, কয়লা, কার্বন টায়ার তৈরির কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ঝ. স্টোন ক্রাশার এর বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট: সমগ্র বাংলাদেশে জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত পরিবেশ দূষণ রোধে অবৈধভাবে স্টোন ক্রাশারের বিরুদ্ধে মোট ২ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১৯টি মামলা দায়ের করা হয়। এর মাধ্যমে মোট ২,৬২,০০০/-(দুই লক্ষ বাষট্টি হাজার) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ঞ. সেইন্টমার্টিনে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট: কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ অনুসারে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা কক্সবাজার জেলার সেইন্টমার্টিনে জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৯টি প্রতিষ্ঠান হতে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা মাত্র) জরিমানা আদায় এবং ৮ টি অবৈধ স্থাপনা বন্ধ করা হয়।

ঞ. সেইন্টমার্টিনে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট: কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ অনুসারে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা কক্সবাজার জেলার সেইন্টমার্টিনে জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৯টি প্রতিষ্ঠান হতে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা মাত্র) জরিমানা আদায় এবং ৮ টি অবৈধ স্থাপনা বন্ধ করা হয়।

চিত্র-২.২৪: প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

ট. হাসপাতাল কর্তৃক সৃষ্ট বর্জ্য/কঠিন বর্জ্যরে বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট: সমগ্র বাংলাদেশে এই বছর জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত হাসপাতাল কর্তৃক সৃষ্ট বর্জ্য/কঠিন বর্জ্যরে দূষণ রোধে সারা দেশে এর মোট ১৯ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ২৮ টি মামলা দায়ের করা হয়। এর মাধ্যমে মোট ৩,১৯,০০০/-(তিন লক্ষ উনিশ হাজার) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ঠ. বিপদজনক বর্জ্য এবং সীসা/ব্যাটারি কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট দূষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট: ২০২১ সাল হতে এ বিষয়ে মোবাইল কোর্ট শুরু করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় সমগ্র বাংলাদেশে জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত বিপদজনক বর্জ্য এবং সীসা/ব্যাটারি কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট দূষণ রোধে অবৈধভাবে পরিচালিত বিপদজনক বর্জ্য এবং সীসা/ব্যাটারি কারখানায় মোট ২৭ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৩৩ টি মামলা দায়ের করা হয়। এর মাধ্যমে মোট ১৮,৯৩,০০০/- (আঠার লক্ষ তিরানব্বই হাজার) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়, ১ জনকে ৭ দিনের কারাদন্ড দেওয়া হয় এবং ৭৮৩ টি পুরাতন ব্যাটারি, সিসা বার, বিভিন্ন সাইজের ফর্মা, হাতল জব্দ ও ৫ টি কারখানা উচ্ছেদ করা হয়।

চিত্র-২.২৫: সীসা/ব্যাটারি কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট দূষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট

ছকঃ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের মোবাইল কোর্টের বিবরণ কোর্টের

অভিযানের ধরণ	মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দন্ড		আদায়কৃত অর্থের পরিমান (টাকা)	অনাদায়ী অর্থের পরিমান	জব্দকৃত মালামাল
			অর্থ দন্ড (টাকা)	কারাদন্ড			
১। পলিথিন বিরোধী অভিযান	৩৫৬	৮৩৭	৯৩.৬০ লক্ষ	১ জনকে ১৫ দিনের কারাদন্ড	৯৩.৬০ লক্ষ	০	আনু: ২০৮.৯১ মে.টন পলিথিন
২। যানবাহনের কালো ধোঁয়া	৫৫	৪৬১	১০.৯৬ লক্ষ	-	১০.৯৬ লক্ষ	০	-
৩। ইটভাটা	৩৮৬	৮৬২	২০১৪.৫২ লক্ষ	-	১৯৫৪.৫২ লক্ষ	৬০ লক্ষ	৮৯ টি ভাটার কার্যক্রম বন্ধ এবং ১৫ লক্ষ ইট ও ২৪০ টন কয়লা জব্দ করা হয়েছে।
৪। পহাড় কর্তন	২৫	২৫	৯.৬৯ লক্ষ	২৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে	৯.৬৯ লক্ষ	০	২ টি মোবাইল ও ৫ টি কোদাল জব্দ করা হয়।
৫। জলাশয় ভরাট	১২	১২	১৪.৪২ লক্ষ	-	১৪.৪২ লক্ষ	০	-
৬। স্টোন ক্রাশার	২	১৯	২.৬২ লক্ষ	-	২.৬২ লক্ষ	০	-
৭। অতিরিক্ত দূষক	১৩২	২৬৮	১১১.৯১ লক্ষ	-	১১১.৯১ লক্ষ	০	১৩৫ টি বিভিন্ন ধরণের কারখানা বন্ধ করা হয়।
৮। নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা বায়ুদূষণ	১৮৫	৪৮৯	৫৯.৪০ লক্ষ	-	৫৯.৪০ লক্ষ	০	-
৯। হাসপাতাল বর্জ্য/কঠিন বর্জ্য	১৯	২৮	৩.১৯ লক্ষ	-	৩.১৯ লক্ষ	০	-
১০। শব্দ দূষণ	৬৭০	২৮৫১	৩২.৯০ লক্ষ	-	৩২.৯০ লক্ষ	০	২৬১১ টি হর্ণ জব্দ করা হয়।
১১। সেন্ট মার্টিন	৫	৯	১ লক্ষ	-	১ লক্ষ	০	৮ টি স্থাপনা বন্ধ করা হয়।
১২। বিপদজনক বর্জ্য	১	১	২ লক্ষ	-	২ লক্ষ	০	-
১৩। সীসা/ব্যাটারী কারখানা	২৬	৩২	১৮.৭৩ লক্ষ	১ জনকে ৭ দিনের	১৮.৭৩ লক্ষ	০	৭৮৩ টি পুরাতন ব্যাটারী, সীসা বার, বিভিন্ন সাইজের ফর্মা, হাতল জব্দ এবং ৫টি কারখানা উচ্ছেদ করা হয়েছে।
মোট	১৮৭৪	৫৮৯৫	২৩৭৩.১৫ লক্ষ	২৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে	২৩১৩.১৫ লক্ষ	৬০ লক্ষ	বর্ণনা মোতাবেক

পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধন রোধকল্পে এবং পরিবেশ সুরক্ষায় আইন, বিধি ও নীতিমালা বাস্তবায়ন ও প্রণয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ সংশোধন করে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও, উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রীট মামলা, পরিবেশ আদালতের মামলা ও স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদলতের মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

ক. পরিবেশ আদালতে দায়েরকৃত মামলা সংক্রান্ত তথ্য

	পূর্ব থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত		জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত	
ক্রমিক নং	মোট মামলার সংখ্যা	চার্জশিট দাখিলকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	চার্জশিট দাখিলকৃত মামলার সংখ্যা
১	৯৪২	৮৩৩	৩৮	৯৪

খ. স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দায়েরকৃত মামলা সংক্রান্ত তথ্য

	পূর্ব থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত		জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত	
ক্রমিক নং	মোট মামলার সংখ্যা	চার্জশিট দাখিলকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	চার্জশিট দাখিলকৃত মামলার সংখ্যা
১	৬৭৮	৪৯৭	১৩২	১৪৬

গ. জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত রিট পিটিশন সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত রিট পিটিশনের জের		২০২২-২০২৩			মন্তব্য (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)
	মোট রিট মামলা	দফাওয়ারি জবাব/Compliance Report প্রেরণের সংখ্যা	রিট মামলা	দফাওয়ারি জবাব/Compliance Report প্রেরণের সংখ্যা	খারিজ/নিষ্পত্তি	সর্বমোট খারিজ/নিষ্পত্তি করা হয়েছে
১	১৩৬০	১০৭৬	১৬২	৫৬	১২৮	৭৮৮

২.১৬ তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন তথা জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০০৯ অনুসরণে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে উন্নীত করতে বর্তমান সরকার সকল ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার ও সম্প্রসরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উল্লিখিত লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর পর্যায় ক্রমিক ভাবে সকল কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। সে লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল সেবা পর্যায়ক্রমে অনলাইনে প্রদান করার উদ্যোগ গহণ করে। পরিবেশ অধিদপ্তর ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন ইতোমধ্যে অনলাইনে নিষ্পত্তি করার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তর ইহার ধারাবাহিকতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সকল সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে যে সকল অনলাইনভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করে তার তথ্যাবলি প্রদান করা হল:

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বিভিন্ন ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য

ক. অনলাইনে পরিবেশগত ছাড়পত্রের ট্রেজারি চালান ও গবেষণাগার রিপোর্ট ফি প্রদান

অনলাইনে মোবাইল ব্যাংকিং (Bkash/Nagad/Rocket), পধৎফং (Mastercard/VISA/AMEX), Sonali bank online transaction এর মাধ্যমে পরিবেশগত ছাড়পত্রের ট্রেজারি চালান ও গবেষণাগার রিপোর্ট ফি প্রদান করা হয়।

খ. সেবা সহজিকরণ

পরিবেশগত ছাড়পত্রের ন্যায় EIA approval, TOR approval, Zero discharge approval, ETP/STP approval এর জন্য অনলাইনে উদ্যোক্তা কর্তৃক আবেদনের প্রক্রিয়ার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। একই সাথে ডিজিটাল অনুমোদন পত্র প্রদান করা হয়।

গ. কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন

অধিদপ্তরে Central Data Centre স্থাপন করা হয়েছে। এই ডাটাসেন্টার হতে ল্যান ম্যানেজমেন্ট করা হয়। বিভিন্ন Network service সচল করা হয়েছে। যেমনঃ ADC, DC, DHCP, FTP, Web server, File server, surveillance camera, WiFi, Firewall security, Backup server, antivirus server.

ঘ. ক্লাউড সার্ভিস

১০ এঞই স্টোরেজ এর একটি ক্লাউড সার্ভিস National data center হতে গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে সদর দপ্তর, বিভাগীয় অফিস, জেলা অফিস নিজেদের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ ও শেয়ার করা সম্ভব হবে। এতে কার্যালয়সমূহে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

ঙ. ইন্টারনেট

০১. নিরবচ্ছিন্ন ডুপেক্স ইন্টারনেট সেবা ১০০ সনঢ়ং, BTCL হতে গ্রহণ করা হয়েছে;

০২. LAN & WAN Connectivity Check;

চ. ওয়েব মেইল

অধিদপ্তরের ওয়েব মেইল নিয়মিত রক্ষণাবক্ষেণ এবং নতুন ই-মেইল আইডি খোলা, ই-মেইল আইডি লক/বন্ধ থাকলে আনলক করা, ইউজারের পাসওয়ার্ড পুনরুদ্ধার, Quota Management ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

ছ. কম্পিউটার

অধিদপ্তররে ল্যানভুক্ত ২০০ টি কম্পিউটার ও ল্যাপটপ রয়েছে। এই ডিভাইসগুলো সচল রাখার জন্য নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

জ. ই-ফাইলিং

আইটি অধিশাখার অধিকাংশ ডাক ও নথির কর্যক্রম ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিস্পন্ন হয়ে থাকে। ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার ফলে সময় ও দূরত্ব হ্রাস পেয়েছে।

ঝ. ফেসবুক

পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি দাপ্তরিক ফেসবুক পেজ রয়েছে। ফেসবুকের ঠিকানা https://www.facebook.com/doebd ফেসবুকের মাধ্যমে অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম (নোটিশ, গণবিজ্ঞপ্তি, সচেতনতামূলক তথ্য ইত্যাদি) প্রচার শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

ঞ. ওয়েবসাইট

পরিবেশ অধিদপ্তরের দাপ্তরিক ওয়েবসাইট রয়েছে। ওয়েবসাইট ঠিকান www.doe.gov.bd। ওয়েবসাইটে অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়মিত প্রকাশ করা হয়।

২.১৭ তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন

ক. বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ উদযাপন:

পরিবেশ সংরক্ষণে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ৫ জুন ২০২৩ তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়েছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) কর্তৃক নির্ধারিত এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল "Solutions to Plastic Pollution" যার বাংলা ভাবার্থ করা হয় "পাস্টিক দূষণের সমাধানে সামিল হই সকলে" এবং স্লোগান ছিল "Beat Plastic Pollution" যার বাংলা ভাবার্থ করা হয় "বন্ধ হবে পাস্টিক দূষণ। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত কর্মসূচিসমূহের মধ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, পরিবেশ মেলা, পরিবেশ পদক প্রদান, শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, পরিবেশ বিষয়ক স্লোগান প্রতিযোগিতা, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সেমিনার ও আলোচনা সভা আয়োজন এবং ক্রোড়পত্র প্রকাশ অন্যতম।

পরিবেশ দিবসসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান:

দিবসের শুরুতে সকাল ৯.৩০ টায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে দিবসের র্কমসূচি শুভ উদ্বোধন করেন। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে ৫ জুন ২০২৩ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০২৩' এবং 'জাতীয় বৃক্ষ রোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা ২০২৩'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো. শাহাব উদ্দিন, এমপি। এছাড়াও অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার, এমপি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সর্ম্পকিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি এবং মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, 'আমাদের দেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে রক্ষা করতে হলে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও প্রয়াস দরকার। পরিবেশ, প্রকৃতি সংরক্ষণ, বন সৃজন অন্য কারও জন্য নয়, নিজেদের ওভিবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যই করা প্রয়োজন। অন্যথায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আসামির কাঠগড়ায় আমাদের দাঁড়াতে হবে। তিনি আরও বলেন, বছরে পৃথিবীতে ৪০০ মিলিয়ন টন এবং এর মধ্যে বাংলাদেশে প্রায় ৩ হাজার টন পাস্টিক উৎপাদন হয়। বিশ্বব্যাপী ১১ মিলিয়ন টন পাস্টিকবর্জ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। এ অবস্থা চললে বিশেষজ্ঞদের মতে, ৫০ বছরে অনেক জায়গা মৎস্যশূন্য হয়ে যাবে। আবার প্রতিদিন দেড় শ থেকে দুই শ প্রজাতির প্রাণী প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে প্রায় ১৩৭টি প্রজাতি বিলুপ্ত হচ্ছে বনভূমি উজাড় হওয়ার কারণে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন, এমপি'র সভাপতিত্বে সভায় উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার, এমপি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিষেশ দূত, জলবায়ু বিষয়ক ও মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী বিশেষ অতিথি এবং সম্মানিত সচিব ড. ফারহিনা আহমদ স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

চিত্র-২.২৬: বিশ্ব পরিবেশ দিবসের শুরুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে বৃক্ষরোপণ করেন।

চিত্র-২.২৭: বিশ্ব পরিবেশ দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

খ. জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদান:

সরকার পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রবর্তন করে। পরিবেশ পদক নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি বছর ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ০৬ (৩+৩) ক্যাটাগরিতে মোট ৬টি জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়। জাতীয় পরিবেশ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ২১ (একুশ) ক্যারেট মানের ২ (দুই) তোলা ওজনের স্বর্ণের বাজার মূল্য ও আরো ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার চেক, ক্রেস্ট এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়। এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ২০২২ সালে ০৫টি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় পুরস্কার পদান করা হয়।

চিত্র-২.২৮: প্রধান অতিথি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচার (ব্যক্তিগত পর্যায়) ক্যাটাগরিতে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২২ প্রাপ্ত অধ্যাপক ড. তুহিন ওয়াদুদ (ড. আবু ছালেহ মোহাম্মদ ওয়াদুদুর রহমান), ডিন, কলা অনুষদ, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

চিত্র-২.২৯: প্রধান অতিথি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচার (প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে) ক্যাটাগরিতে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২২ গ্রহণ করেন প্রধান নির্বাহী জনাব মো: মাকছুদুর রহমান, বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (বেডস), বাড়ি-৬/৩, রোড নং ২০, নিরালা, আ/এ, খুলনা।

২০২২ সনে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান:

ক্যাটাগরি	পর্যায়	মনোনয়ন
পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ		জনাব জীবানন্দ রায়, উপসহকারী কৃষি অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপজেলা: বটিয়াঘাটা, জেলা: খুলনা।
	প্রাতিষ্ঠানিক	ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, ধামরাই ইউনিট, কৃষ্ণপুরা, সাহাবেলীশ্বর, ধামরাই, ঢাকা।
পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচার	**ব্যক্তিগত**	অধ্যাপক ড. তুহিন ওয়াদুদ (ড. আবু ছালেহ মোহাম্মদ ওয়াদুদুর রহমান), ডিন, কলা অনুষদ, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।
	প্রাতিষ্ঠানিক	বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (বেডস), বাড়ি-৬/৩, রোড নং ২০, নিরালা, আ/এ, খুলনা।
পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি	**ব্যক্তিগত**	ড. এস এম মফিজুল ইসলাম, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, সাতক্ষীরা।

গ. পরিবেশ মেলা ২০২৩ আয়োজন:

জনসাধারণ ও বিভিন্ন অংশীজনকে পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করার পাশাপাশি পরিবেশ সম্মত বিভিন্ন টেকনোলজির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিবছর পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে মেলা আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ বছরও বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র সংলগ্ন মাঠে ৫ থেকে ১১ জুন, ৭ দিন ব্যাপী পরিবেশ মেলা আয়োজন করা হয়। মেলায় পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন টেকনোলজি ও সেবা নিয়ে ৬৩টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো. শাহাব উদ্দিন, এমপি ৫ জুন ২০২৩ তারিখ মেলার শুভ উদ্বোধন করেন এবং মেলা পরিদর্শন করেন। এ সময় একই মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার, এমপি ও সম্মানিত সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ-সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ৭ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত মেলায় প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ পরিদর্শন করেন। মেলা শেষে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য হতে ০৩ (তিন) টি শ্রেষ্ঠ স্টলকে পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে নির্বাচিত করে পুরস্কার প্রদান করা হয়। নির্বাচিত স্টলগুলো হলো: ১। গ্রীণটেক কর্পোরেশন, ২। ইমেক্সকো ইন্টারন্যাশনাল লিঃ ও ৩। রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) এছাড়াও মেলায় অংশগ্রহণকারী ৬৩ টি প্রতিষ্ঠানকেও পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

চিত্র-২.৩০: পরিবেশ মেলার শুভ উদ্বোধন করছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি।

চিত্র-২.৩১: পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ পরিবেশ মেলায় বিজয়ী শ্রেষ্ঠ স্টলকে পুরস্কার প্রদান করছেন।

ঘ. বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান:

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ এবং ৫-১১ জুন, ২০২৩ খ্রি: পর্যন্ড় পরিবেশ মেলা ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে ১৪ জুন, পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০২৩ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সঞ্জয় কুমার ভৌমিক, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ড. আবদুল হামিদ। সকাল ১১.০০ ঘটিকায় কোরআন তেলওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উপর একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এবছর পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচি: স্মরণিকা ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ, শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, পরিবেশ বিষয়ক শ্লোগান প্রতিযোগিতা, পরিবেশ বিষয়ক ০৩টি সেমিনার, ঢাকা শহরসহ সারা দেশের ২২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহায়তা প্রদান এবং শিল্প উদ্যোক্তাদের নিয়ে সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানকালে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি বলেন, সব ধরনের পাস্টিক ও পলিথিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে প্রণীত অ্যাকশন পানে ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ পাস্টিক বর্জ্য রিসাইকেল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ পাস্টিক বর্জ্য হ্রাস করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২৬ সালের মধ্যে ৯০শতাংশ সিঙ্গেল ইউজ পাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ ভার্জিন ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এরপর প্রধান অতিথি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাহাব উদ্দিন, এমপি ৪টি ক্যাটাগরি- শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, পরিবেশ বিষয়ক শ্লোগান প্রতিযোগিতা এবং পরিবেশ মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অর্জনকারীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করেন। শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় ১২ জন বিজয়ীদের মধ্যে সনদ, ক্রেস্ট, প্রাইজমান/প্রাইজবন্ড ও উপহার-জলরং প্রদান করা হয়। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অর্জনকারী ৩ জনের প্রত্যেককে ৩০০০/- এবং উত্তম স্থান অর্জনকারী ৯ জনের প্রত্যেককে ২০০০/- প্রাইজমানি প্রদান করা হয়। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহন করে তার মধ্যে বিজয়ী দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রানাস্ আপ হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। বিজয়ী দলকে ৪০,০০০ টাকা এবং রানাস্ আপ দল পায় ৩০,০০০ টাকার প্রাইজমানি, ক্রেস্ট এবং সনদ প্রদান করা হয়। পরিবেশ বিষয়ক শ্লোগান প্রতিযোগিতায় পাচঁশত এর অধিক বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হতে শ্লোগান পাওয়া যায়। যাচাই বাছাই শেষে ৩ জনকে বিজয়ী নির্ধারণ করা হয় এবং তাদের ১ম, ২য়, ৩য় স্থান অর্জনকারীদের মাঝে যথাক্রমে-১০,০০০, ৮,০০০, ৭,০০০ টাকার প্রাইজমানি, ক্রেস্ট এবং সনদ প্রদান করা হয়।

চিত্র-২.৩২: বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো: শাহাব উদ্দিন, এমপি।

চিত্র-২.৩৩: বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রাপ্তদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো: শাহাব উদ্দিন, এমপি।

ঙ. কুরবানীর বর্জ্য দ্বারা পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রসংশনীয় উদ্যোগঃ

পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপন উপলক্ষ্যে কুরবানিকৃত পশুর উচ্ছিষ্টাংশ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও অপসারণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে করণীয় বিষয়ে গত ১৩ জুন ২০২৩ তারিখে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থার মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কুরবানীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় করণীয় সংক্রান্ত ০৪ (চার) লক্ষ প্রচারপত্র পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে স্থানীয় সরকার বিভাগ (সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ), গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং জেলা প্রশাসন এর মাধ্যমে সারাদেশে বিতরণ করা হয়। বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের মসজিদের ইমামগণ ঈদের আগের জুমা এবং ঈদের নামাজের খুৎবার সময় নির্দিষ্ট স্থানে পশু কুরবানীসহ সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা উল্লেখপূর্বক বক্তব্য রাখেন। জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি চ্যানেল-এ পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র (Video Clip) প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও প্রামাণ্যচিত্রটি পরিবেশ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের উদ্যোগে জেলা তথ্য অফিসারের মাধ্যমে স্থানীয় হাট-বাজার ও জনসমাগমপূর্ণ উন্মুক্ত এলাকায় প্রদর্শন করা হয়। জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারপত্রের স্লোগানসমূহ সকল সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ও বেতারে প্রচার করা হয়। "পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় কুরবানির পশুর রক্ত ও বর্জ্য যথাযথভাবে পরিষ্কার করি এবং কুরবানির বর্জ্য নির্ধারিত স্থানে ফেলি- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়" বার্তাটি সকল সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের স্ক্রলবারে প্রচার করা হয়।

চিত্র-২.৩৪: কুরবানির পশুর বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণের লক্ষ্যে মুদ্রিত প্রচারপত্র

চিত্র-২.৩৫: কুরবানির পশুর বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণের লক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন হাট-বাজারে গণসচেতনতামূলক প্রচারপত্র বিতরণ

কুরবানির বর্জ্য অপসারণে জনসচেতনতার উদ্দেশ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত ১০ (দশ) টি দৈনিক পত্রিকায় প্রচারপত্রটি বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা হয়। জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল মোবাইল ফোন অপারেটর এর মাধ্যমে "পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় কুরবানির পশুর রক্ত ও বর্জ্য যথাযথভাবে পরিষ্কার করি এবং কুরবানির বর্জ্য নির্ধারিত স্থানে ফেলি-পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়" ক্ষুদেবার্তাটি প্রেরণ করা হয়। কুরবানির পশুর বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণের জন্য সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বিনামূলে পর্যাপ্ত পরিমান পরিবেশসম্মত (Biodegradable) ব্যাগ সরবরাহ করা হয়। কুরবানির পশুর বর্জ্য এবং কুরবানির বর্জ্য পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা ও অপসারণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল বিভাগ ও জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে প্রচারপত্র বিতরণ করেছেন। পশু কুরবানির ফলে সৃষ্ট সকল বর্জ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অপসারণের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে। কুরবানি পরবর্তী সময়ে কুরবানির পশুর চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য স্থাপিত ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং করা হয়।

চ. ১০ম আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক, ২০২৩

প্রতি বছরের মতো এবারও বিশ্ব পরিবেশ দিবস জাতীয়ভাবে উদযাপনের জন্য পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির অংশ হিসেবে পূর্বের ধারাবাহিকতায় পরিবেশ অধিদপ্তর ১০ম অন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক, ২০২৩ আয়োজন করছে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আন্ত: বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় দেশের ১ম সারির ১১টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (প্রত্যেক বিভাগ থেকে নূন্যতম ১টি) ৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ২টি সরকারি মেডিকেল কলেজসহ মোট ১৬টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহন করছে। বিগত ১৭ ও ১৮ মে ২০২৩, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অডিটোরিয়ামে প্রতিযোগিতার ১ম রাউন্ড, কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সেমিফাইনাল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতার্কিক দল ফাইনাল রাউন্ডে উত্তীর্ণ হয়। বিতর্ক প্রতিযোগিতার ফাইনাল রাউন্ড বিগত ২৭ মে ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এর অডিটেরিয়ামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে যা ৫ জুন ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এ সম্প্রচার করা হয়েছে। ফাইনাল রাউন্ডে বিতর্কের বিষয় ছিল আইনের প্রয়োগ নয় জনসচেতনতাই পলিথিন দূষণ নিয়ন্ত্রনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। এ বিষয়ের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছে চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতার্কিক দল এবং বিপক্ষে যুক্তির অবতারণা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতার্কিক দল। উক্ত ১০ম আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতার্কিক দল এবং রানার-আপ হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতার্কিক দল।

চিত্র-২.৩৬: ১০ম আন্ত:বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতাটির ফাইনাল রাউন্ড বিগত ২৭ মে ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এর অডিটেরিয়ামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিতর্ক প্রতিযোগিতার ফাইনাল অনুষ্ঠানে সম্মানিত বিচারকমন্ডলী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মানিত অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব কাজী আবু তাহের, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তানভির আহমেদ এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শেখ তৌহিদুল ইসলাম। মডারেটর হিসেবে ১০ম আন্ত:বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বটি পরিচালনা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ।

ছ. বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরে ৩টি সেমিনার অনুষ্ঠিত

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ উদযাপনের অংশ হিসাবে এ বছরের প্রতিপাদ্য 'Solution to Plastic Pollution'-কে সামনে রেখে গত ০৬ জুন ২০২৩ থেকে ০৮ জুন ২০২৩ তারিখব্যাপি জনসচেতনতামূলক ৩টি পৃথক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও, এসোসিয়েশন, পরিবেশবাদী সংগঠনসহ বিভিন্ন ধরণের সংস্থার সহযোগিতায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে এ সকল সেমিনারসমূহ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম সেমিনার: ০৬ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত "Integrated Pollution and Management for a Clean and Healthy Bangladesh and Green Growth" বিষয়ক সেমিনার

উদ্বোধনী দিনে "Integrated Pollution and Management for a Clean and Healthy Bangladesh and Green Growth" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে "Environmental priorities in Bangladesh: Air Pollution (PM 2.5) and lead contamination" বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংক, "Lead Pollution in Bangladesh: From Evidence to Action" বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, Exposure and Sources to Lead Pollution" বিষয়ে পিউর আর্থ, "Automatic Brick Production: Unveiling the Opportunities and Challenges"

বিষয়ে বাংলাদেশ অটো ব্রিকস ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন, "Breaking the Cycle: Innovations in Cookstoves for Effective Air Pollution Control" বিষয়ে বাংলাদেশ বন্ধু ফাউন্ডেশন উপস্থাপনা প্রদান করেন। সমুদ্র দূষণ এবং ন্ত্রতিকার সংক্রান্ত উপস্থাপনা প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের International Centre for Ocean Governance (ICOG) ও সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ। এছাড়া "Presentation on the Use of Unrecyclable Plastic Waste for Roads Construction" বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংক উপস্থাপনা প্রদান করেন। পরবর্তীতে সকল অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম দিনের সেমিনারটি পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ব ব্যাংক, ইউনিসেফ, পিউর আর্থ এবং বাংলাদেশ বন্ধু ফাউন্ডেশন এর সম্মিলিত উদ্যোগে আয়োজিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব আতিকুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত, জলবায়ু বিষয়ক এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, বাংলাদেশ ইউনিসেফের প্রতিনিধি শেলডন ইয়েট, বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর আব্দুলায়ে সেক উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও এবং মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-২.৩৭: Healthy Bangladesh and Green Growth" বিষয়ক সেমিনার ।

দ্বিতীয় সেমিনার ''একবার ব্যবহার্য পাস্টিক বর্জন করি" বিষয়ক সেমিনার

সেমিনারের দ্বিতীয় দিনে "একবার ব্যবহার্য পাস্টিক বর্জন করি, পরিবেশবান্ধব বিকল্প ব্যবহার করি" বিষয়ে সেমিনার আয়োজিত হয়। বাংলাদেশ রিসোর্স সেন্টার ফর ইনডেজিনাস নলেজ (বারসিক), বন্ধু ফাউন্ডেশন, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট (ডবিউবিবি ট্রাস্ট), বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা), এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এসডো), এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফরমস্ এন্ড ডেভেলোপমেন্ট (এএলআরডি) এবং গ্রীন সেভারস সম্মিলিতভাবে সেমিনারটি আয়োজন করেছে।

উক্ত সেমিনারে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী, বেগম হাবিবুন নাহার, এম.পি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারটি সভাপতিত্ব করেছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ। সেমিনারে বিশিষ্ট আলোচকবৃন্দের পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীগণ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও এর প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের আচরণ পরিবর্তন করে পলিথিন থেকে বের হয়ে আসতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। ম্যাক্রো ও ন্যানো পাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ এবং পাশাপাশি সকল প্রকার পাস্টিকের বিকল্প ব্যবহারে আমাদের আগামী প্রজন্মকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

চিত্র-২.৩৮: ০৭ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ''একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক বর্জন করি'' বিষয়ক সেমিনার সেমিনার।

তৃতীয় সমাপনী সেমিনার: "Adopting Circular Economy for Sustainable Plastic Management in Bangladesh" বিষয়ক সেমিনার

সেমিনারের সমাপনী দিন ০৮ জুন ২০২৩ তারিখে বিশ্ব ব্যাংক, ইউনিডো, ইউনিলিভার, বাংলাদেশ পাস্টিক ম্যানুফ্যাকচারার এন্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন এর সহযোগিতায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত "Adopting Circular Economy for Sustainable Plastic Management in Bangladesh" বিষয়ক সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দীন এম.পি.। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো: জসিম উদ্দিন, প্রেসিডেন্ট এফবিসিসিআই, Dr. Rene Van Berkel, UNIDO Representative and Head of Regional Office এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব সঞ্জয় কুমার ভৌমিক। সেমিনারে দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও এবং মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর আব্দুলায়ে সেক। তিনি টেকসই উন্নয়নে সার্কুলার ইকোনমির ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত সেমিনারে "Circularity as the Solution to the Plastic Pollution" বিষয়ক একটি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এম মাসরুর রিয়াজ, চেয়ারম্যান, পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ। সেমিনারে "Enabling Policy to Tackle Plastic Pollution" বিষয়ক একটি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন Kartik Kapoor, Member WGGLI, ISWA, Independent Consultant for waste management, Waste expert GIZ India। তিনি Extended producer responsibility (EPR) বিষয়ে ভারত ও জার্মানির মডেল উপস্থাপন করেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের পাস্টিক উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারীগণ পাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে কিভাবে অংশগ্রহণ করবেন তার বিস্তারিত মডেল উপস্থাপন করেন। "Integrated Approach towards Sustainable Plastics Use and Marine Litter Prevention in Bangladesh" বিষয়ক একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. আবদুল্লাহ আল মামুন।

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দীন এমপি। তিনি বলেন, পণ্য ব্যবহারের পর বর্জ্য সংরক্ষণ ও পুন: প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত পরিবেশ দূষণের মাত্রাকে কমিয়ে আনবে এবং টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে কার্যকর হাতিয়ার হবে।
তিন দিন ব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডঃ আবদুল হামিদ। সমাপনী দিনে তিনি ৩জ (Reduce, Recycle, Reuse) policy কে সর্বস্তরে ব্যবহারের আহবান জানান। তিনি বলেন সকলের সহযোগিতা ও সচেতনতার সমন্বয়ে প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম বিশেষ উদ্যোগ 'পরিবেশ সুরক্ষা' কে সফল করার নিমিত্তে প্লাস্টিক বাতিল নয় ব্যবস্থাপনাই হতে পারে পাস্টিক দূষণ রোধের অন্যতম মাধ্যম।

চিত্র-২.৩৯: ০৮ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত "Adopting Circular Economy for Sustainable Plastic Management in Bangladesh" বিষয়ক সেমিনার।

জ. শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা:

'পাস্টিক দূষণ সমাধানে সামিল হই সকলে" এই প্রতপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকাস্থ জাতীয় চিত্রশালা প্লাজা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, সেগুনবাগিচায় ১২ মে ২০২৩ (শুক্রবার) বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচাক ড. আবদুলহামিদ (গ্রেড-১) এবং পরিচালক (বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনা) মিজ্ রাজিনারা বেগম। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় শিশু-কিশোর কর্তৃক আঁকা ছবি মূল্যায়ন করেন বরেণ্য চিত্রশিল্পী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সাবেক ডীন অধ্যাপক সৈয়দ আবুল বারক আলভী, বাংলাদেশ শিল্পকলাএকাডেমির পরিচালক সৈয়দা মাহবুবা করিম এবং দেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিচালক (প্রশিক্ষণ), জনাব খন্দকার রেজাউল হাশেম।

চিত্র-২.৪০: জাতীয় চিত্রশালা পাজায় শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ২০২৩ আয়োজন

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় তিনটি গ্রপে প্রায় ২৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা নিম্নবর্ণিত ০৩(তিন)টি গ্রপে যথাক্রমে: (ক) অনুর্ধ্ব ৭ বছর; (খ) গ্রপে: ৭ বছর থেকে অনুর্ধ্ব ১১ বছর; এবং (গ) গ্রপে: ১১ বছর থেকে অনুর্ধ্ব ১৬ বছর ও অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু-কিশোররা অংশগ্রহণ করে। বিজয়ী প্রার্থীদের ১৪ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপনী অনুষ্ঠানের দিন পুরস্কার প্রদান করা হয়।

৭.১৮ প্রকল্প বাস্তবায়ন:

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ১১টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। যার ২টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ৯টি কারিগরী প্রকল্প। এ অর্থ বছরে ১১টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৬১০২.০০ (জিওবি ১৭৩৩.০০, প্রকল্প সাহায্য ৪৩৬৯.০০) লক্ষ টাকা। জুন ২০২৩ মাস পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৩২৮.৯৮ (জিওবি ১৪৫৯.৪৮, প্রকল্প সাহায্য ৩৮৬৯.৫০) লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৮৭.৩৩%। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

বন অধিদপ্তর

৩.১ পরিচিতি

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৩ লক্ষ হেক্টর; যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৫.৫৮%। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৬ লক্ষ হেক্টর; যা দেশের আয়তনের প্রায় ১০.৭৪%। বাংলাদেশের বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ২২.৩৭%। ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর তারতম্যের কারণে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বনাঞ্চল রয়েছে। যেমন- পাহাড়ী বন, প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, সৃজিত উপকূলীয় বন, শালবন, জলাভূমির বন ইত্যাদি।

৩.২ ভিশন

আধুনিক প্রযুক্তি ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

৩.৩ বন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

৩.৩.১ বন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০২২-২০২৩ অর্থবছর)

দেশের বনজ সম্পদের ঘাটতি পূরণ, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর ইতোমধ্যেই ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এছাড়া বন ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনের জন্য সকল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ কতিপয় কার্যক্রম ডিজিটালাইজডকরণ এ কর্মসূচীসমূহের অন্তর্ভূক্ত। বন এলাকার পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় সরকারী এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন পতিত ও প্রান্তিক ভূমিতে জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ করে বনজ সম্পদ বৃদ্ধিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও জনগণের মধ্যে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা বিষয়ে গণসচেতনতার সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বন অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আওতায় বন ও প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার, বনাচ্ছাদন ও বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাবসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃজন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। পাশাপাশি কয়েকটি প্রকল্পের আওতায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বনের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য সামাজিক বনায়ন ও সহযোগীতামূলক ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহের আওতায় গৃহিত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- বন সম্প্রসারণ এবং বন উজাড় ও অবক্ষয় প্রাপ্ত বন এলাকা পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরণের বনায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যার মধ্যে পাহাড়ি বন পুনরুদ্ধার- ৮৯৫০ হেক্টর, শালবন পুনরুদ্ধার- ১৩৬০ হেক্টর, এএনআর- ৪৯০ হেক্টর, এনরিচমেন্ট- ২১০ হেক্টর, রিড ভূমি- ২৬৯. হেক্টর, আগর বনায়ন- ৩০০ হেক্টর, বাঁশ- ২৫৫ হেক্টর, বেত- ৪০ হেক্টর, স্ট্রীপ বনায়ন- ৮০১ কি.মি., ঔষধি বনায়ন- ৫০ হেক্টর, বিরল ও বিপদাপন্ন প্রজাতি- ৪৮৯ হেক্টর, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন-৫৫০ হেক্টর, বন্যপ্রাণী চলাচলের করিডোর চিহ্নিতকরণ ও বৃক্ষরোপণ- ১৪০ হেক্টর, ম্যানগ্রোভ বনায়ন- ৯৪৫০ হেক্টর, ম্যানগ্রোভ এনরিচমেন্ট- ৫০০ হেক্টর, SvD বনায়ন- ১০০ হেক্টর, গোলপাতা- ৩৫০ কি.মি., তাল- ৬৪,০০০ টি এবং বিক্রয় বিতরণের জন্য চারা - ৭.৮৮ লক্ষ।
- বনায়ন, বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে বন ও রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ৬১৫টি গ্রামের ৪১,০০০ বন নির্ভর পরিবারকে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে বন পুনরুদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) Patrolling এর মাধ্যমে বন পরীবিক্ষণ ও অপরাধ দমন কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। SMART Patrolling কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য ৩টি ফাইবার বডি ট্রলার ক্রয় করা হয়েছে। সুন্দরবনে ২০২২ সালে ৮৪,৩৩২ কি.মি. এবং ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত ১২,৪৮৯ কি.মি. SMART Patrolling কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া SMART Patrolling কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য SMART Strategy প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উদ্ভিদের লাল তালিকা (Red listing of Plants) প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ৫টি রক্ষিত এলাকায় বিদেশী আগ্রাসী প্রজাতি (Invasive Alien Species) নিয়ন্ত্রণের জন্য Invasive Alien Species নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- মাধবকুন্ড ইকো-পার্কের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ভবিষ্যতে টেকসই ব্যবস্থাপনা ও আন্তর্জাতিক মানের ইকোপার্কে উন্নীত করার লক্ষ্যে ২৫ বছর মেয়াদি মাস্টার প্যান প্রণয়ন করা হয়েছে।
- মহামায়া ইকোপার্কের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫ বছর মেয়াদি মাস্টার প্যান প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সামুদ্রিক বিরল ও বিপন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং সুনীল অর্থনীতির সমুদ্র ভ্রমন পর্যটন (Marine Tourism) এর বিকাশ সাধনের জন্য ২টি হাঙ্গর প্রজাতি ও ২টি শাপলাপাতা মাছ প্রজাতির নন-ডেট্রিমেন্ট ফাইন্ডিং (NDF) এবং বাংলাদেশের হাঙ্গর ও শাপলাপাতা মাছের জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা (২০২৩-২০৩৩) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া ডলফিন সংরক্ষণের লক্ষ্যে ডলফিন কনজারভেশন এ্যাকশন প্যানসহ (২০২০-২০৩০) ডলফিন সংক্রান্ত মোট ৪টি গাইডলাইন/পরিকল্পনা দলিল অনুমোদিত হয়েছে।

- টেকসই বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে United States Department of Agriculture Forest Service এবং Bangladesh Forest Department এর মধ্যে আগামী পাঁচ বছরের জন্য Letter of Intent (LOI) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- সুন্দরবনের প্রতিবেশ সুরক্ষা, পুনরুদ্ধার, স্থায়িত্ব প্রদান, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা, বাঘ- মানুষের বিরোধ হ্রাস, বন ও বন্যপ্রাণী বিষয়ক অপরাধ নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে সুন্দরবনে ৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের আওতায় সুন্দরবনে টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য ১০ বছর মেয়াদি সমাপ্তকৃত 'Integrated Resource Management for the Sundarbans' শীর্ষক ম্যানেজমেন্ট প্যান হালনাগাদকরণ এবং প্রতিবেশ ও পরিবেশের অবস্থা পরিমাপক প্যারামিটার নির্ধারনের জন্য ইকোলজিক্যাল মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্ত করণে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা গণনার জন্য ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতিতে তৃতীয়বারের মত বাঘ জরিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সুন্দরবনে আগত দর্শণার্থীদের সুন্দরবন বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তির জন্য করমজলে ১টি ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

- সুন্দরবনসহ বিভিন্ন রক্ষিত বন এলাকায় স্থানীয় বননির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব ইকোট্যুরিজম সংক্রান্ত সুবিধাদির উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ইকোট্যুরিজমের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪০ জন ইকো-টুর গাইডকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১০০ জন বননির্ভর স্থানীয় জনগণকে বন সংরক্ষণ ও টেকসই ইকোট্যুরিজম বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

- সুষ্ঠু বন ব্যবস্থাপনার জন্য বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন অবকাঠামো মেরামত/সংস্কার এবং নতুন অবকাঠামো স্থাপন করার নিমিত্ত একটি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়েছে। যার আলোকে ডিপিপি প্রণয়নের মাধ্যমে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

৩.৩.২ বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের অর্জন

- বন্যপ্রাণী অপরাধ দমনের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর আলোকে ২০১২ সালের জুলাই মাসে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট গঠন করা হয়। সূচনালগ্ন হতেই দেশের যে কোন স্থানে বন্যপ্রাণী অপরাধ সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে অপরাধ দমন ইউনিট অভিযান পরিচালনা করে। পাশাপাশি অপরাধ প্রবণ এলাকা চিহ্নিত করেও সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম; সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, মাইকিং, প্রচার-প্রচারণা, পথসভা, লিফলেট, পোস্টার, বিলবোর্ড স্থাপন, ভার্চুয়াল সভা ও টহল কার্য পরিচালনা করা হয়।

- এছাড়া জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯৯, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ইউনিটের হটলাইন ব্যবহার করে বন্যপ্রাণী সংশ্লিষ্ট অপরাধের তথ্য সংগ্রহ, বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন, গোয়েন্দা নেটওয়ার্কিং সৃষ্টি, ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আসামীদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড ও জরিমানা প্রদান, উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণী সমূহ উপযুক্ত পরিবেশে অবমুক্তকরণ এবং বন্যপ্রাণী অপরাধের ডাটাবেস তৈরির ক্ষেত্রে ইউনিটটি অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত ব্যক্তি, সাধারণ জনগন, স্কুল কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় এর ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেও বন্যপ্রাণী উদ্ধার, অপরাধ দমন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

- যার ফলশ্রুতিতে জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ড় ইউনিটটি সর্বমোট ৪৩,৩৬৪ টি বন্যপ্রাণী উদ্ধার করত: যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রকৃতিতে অবমুক্তসহ নিষ্পত্তি গ্রহনে সক্ষম হয়েছে।

- কোভিড- ১৯ পরবর্তীকালে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট, বন্যপ্রাণী হ্যান্ডেলিং ও অপরাধ বিষয়ক বিভিন্ন জেলায় ১৫ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে এবং ৫৬ টি জেলার ২৪৫ টি (রেঞ্জ/বিট/এসএফএনটিসি/এসএফপিসি/উপজেলা পরিষদ/ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইত্যাদি) স্থানে বন্যপ্রাণী বিষয়ক সচেতনতামূলক ২৮৯ টি কার্যক্রম সম্পন্ন করাসহ সংরক্ষণ ও সচেতনতামূলক লক্ষাধিক পোস্টার, বুকলেট, লিফলেট এবং স্টিকার বিতরণ করা হয় ।

- এরই ধারাবাহিকতায় বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৭৩ টি প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ/অভিযানের মাধ্যমে পাচার/বিক্রিকালে মোট ৪২৫৩ টি বন্যপ্রাণী উদ্ধার করে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করতে সক্ষম হয়ছে। এছাড়াও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ড় অপরাধের দায়ে ১০টি মামলা (পিওআর-০৩ টি, মোবাইল কোর্ট-০২ টি, থানায়-০৪ টি) দায়ের করা হয়।

- ওয়াইল্ডলাইফ ফরেনসিক ল্যাব স্থাপনের পর হতে র্মাচ, ২০২৩ পর্যন্ড় মোট ৩১ (একত্রিশ) টি বিভিন্ন মামলার আলামত কোর্ট এর মাধ্যমে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা থেকে এসেছে।

- এছাড়াও বন্যপ্রাণী রিপ্রোজটিরী উন্নয়নের লক্ষ্যে অদ্যাবধি বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর মোট ৪৬৪ (চারশত চৌষট্টি) টি নমুনা রিপোজিটরি নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছ.

৩.৩.৩ উপকূলীয় বনায়নে অর্জিত সাফল্য

বাংলাদেশ বিশ্বে সর্বপ্রথম উপকূলীয় চরাঞ্চলে সফল বনায়নকারী দেশ। বন বিভাগ ষাটের দশক থেকে উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা চরে বনায়ন শুরু করেছে। উপকূলীয় চরে বনায়ন প্রক্রিয়ায় বনজ সম্পদ সৃষ্টির পাশাপাশি উপকূলবাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা করছে এবং সাগর থেকে ভূমি জেগে ওঠাসহ দৃঢ়ীকরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন এবং এর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসে ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধে সবুজ বেষ্টনী হিসেবে কাজ করছে; সেই সাথে দেশে কার্বন মজুদ বৃদ্ধি পেয়েছে। উপকূলীয় বনায়ন বন্যপ্রাণীর অভয়াশ্রম ও মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

- ★ বনায়নের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর থেকে ১ হাজার ৬৮০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ভূমি দেশের মূল ভূ-খণ্ডের সাথে যুক্ত হয়েছে।
- ★ উপকূলীয় চরাঞ্চলে এ যাবৎ ২ হাজার ৫ শত ২১ বর্গ কি.মি চর বনায়ন করা হয়েছে, যা উপকূলবাসীকে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙ্গন-এর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে রক্ষা করে আসছে।
- ★ উপকূলীয় চর বনায়নের প্রভাবে উপকূলীয় বনের ভূমি স্থায়িত্ব অর্জন করায় উপকূলের ১ লক্ষ ১২ হাজার ৬৩ একর জমি শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে।

৩.৩.৪ সামাজিক বনায়নে অর্জিত সাফল্য

- ★ সামাজিক বনায়নের আওতায় ১৯৮১-১৯৮২ হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ড় মোট ১ লক্ষ ৫ হাজার ২৮৩.০৩ হেক্টর বক/উডলট এবং ৭৮ হাজার ৮৩২.৩৬ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে বন অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশে ৮৯০০ হেক্টর বক বাগান ও ম্যানগ্রোভ পান্টেশন ৪৬০০ হেক্টর এবং ৮০০ সিডলিং কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে; যার কার্যক্রম চলামান রয়েছে।
- ★ সৃজিত বাগানে ৭ লক্ষ ২৬ হাজার ১৮৫ জন উপকারভোগী সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে মহিলা উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৫৯ জন।
- ★ সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সৃজিত বাগান সমূহ হতে মোট ৫০ হাজার ৬৩৫.২৪ হেক্টর বক/উডলট এবং ২৪ হাজার ৫৯৪.৪৮ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান কর্তন করা হয়েছে। যার বিক্রয় মূল্য মোট ১৬৫৬ কোটি ০৭ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯৫১ টাকা মাত্র।
- ★ এ যাবৎ ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮০৬ জন উপকারভোগীর মাঝে মোট ৪৪১ কোটি ২৪ লক্ষ ৭১ হাজার ৬৯২ টাকা মাত্র বিতরণ করা হয়েছে।
- ★ ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত পুনঃবনায়ন কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে বৃক্ষরোপণ তহবিলে (টিএফএফ) মোট ১৩৬ কোটি ৯১ লক্ষ ২২ হাজার ৯৩৩ টাকা জমা করা হয়েছে।
- ★ এযাবৎ সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সরকারের অর্জিত রাজস্ব আয়ের পরিমাণ মোট ৫৮৬ কোটি ৭১ লক্ষ ৮৮৪ টাকা মাত্র।
- ★ ভূমি মালিক ও ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য অংশীজনের মধ্যে বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ মোট ২৪৬ কোটি ২৬ লক্ষ ৪২ হাজার ২০৮ টাকা মাত্র।

৩.৪ বন অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

৩.৪.১ প্রশাসনিক

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে) :

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহ/ সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	১০,৫০৭টি	৬,৮৫৯	৩,৬৬৮ টি		

শূন্যপদের বিন্যাস :

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	১১	১২৭	৩৯০	১৩৮৭	১৭৫২	৩৬৬৮

অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদা সম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকা :

১। প্রধান বন সংরক্ষক - ০১ টি (০১টি পদ চলতি দায়িত্বে পূরণকৃত)

অডিট আপত্তি : অনুন্নয়নখাত

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

টাকার অংক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে

মন্ত্রনালয়/ বিভাগ সমুহের নাম	অডিট আপত্তি (১ লা জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পযন্ত)		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বন অধিদপ্তর	প্রাঃ (৪২২)	৩০০.৪৭	৫৭	৬১	৩২.৮৭	৪১৮	৩০০.০৬
	৫৭	৩২.৪৬					
সর্বমোট =	৪৭৯	৩৩২.৯৩				৪১৮	৩০০.০৬

অডিট আপত্তি : উন্নয়নখাত

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

টাকার অংক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে

মন্ত্রনালয়/ বিভাগ সমুহের নাম	অডিট আপত্তি (১ লা জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পযন্ত)		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বন অধিদপ্তর	২৫৩	২৮২.৬২	২৩২	৭৩	২৫.২০	১৮০	২০৩.৪২

৩.৪.২ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২২-২৩) মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত ও রুজুকৃত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
২৪৪	০২	৪৬	৩১	৭৯	১৬৫

৩.৪.৩ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১৫৮০	২৮	-	১৬৮০	৩১৯০

৩.৪.৪ মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই, ২০২২ থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
৪৭টি	১৩৯৮ জন

৩.৫ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরে প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (২০২২-২০২৩) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা:

ক্র.নং	প্রশিক্ষণের বিবরণ/বিষয়	প্রশিক্ষণের স্থান	মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
০১	সক্ষমতা উন্নয়ন বিষয়ক বন্যপ্রাণী ও আবাসস্থল সম্পর্কে লার্নিং সেশন প্রশিক্ষণ	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বন ব্যবহারিক বিভাগ, চট্টগ্রাম এর দপ্তর	১দিন	১১	
০২	ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	কম্পিউটার ল্যাব, বন ভবন	১দিন	৫৯	৩টি ব্যাচে
০৩	বেসিক ফরেস্ট্রি প্রশিক্ষণ	বন উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কাপ্তাই	১৫দিন	১০৫	৬টি ব্যাচে
০৪	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, বন ব্যবহারিক বিভাগ, চট্টগ্রাম	১দিন	১২	
০৫	কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, বন ব্যবহারিক বিভাগ, চট্টগ্রাম	১দিন	১২	
০৬	বেসিক ফরেস্ট্রি প্রশিক্ষণ	ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনষ্টিটিউট, সিলেট	৫দিন	২৩৩	৬টি ব্যাচে
০৭	বেসিক ফরেস্ট্রি প্রশিক্ষণ	ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনষ্টিটিউট, রাজশাহী	৫দিন	২৪০	৬টি ব্যাচে
০৮	বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ও বন্যপ্রাণী হ্যান্ডেলিং	শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার, গাজীপুর	১০দিন	৩০	
০৯	বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ও ফরেনসিক বিষয়ক প্রশিক্ষণ	শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার, গাজীপুর	১০দিন	৩০	
১০	বন আইন, মামলা দায়ের, মামলা পরিচালনা, স্বাক্ষ্য প্রদান ও জাতীয় শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, সিলেট বন বিভাগ	১দিন	৪০	২টি ব্যাচে
১১	জিপিএস ও বেসিক জিআইএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ	কম্পিউটার ল্যাব, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা	৫দিন	২১	
১২	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও বিভাগীয় বিধি-বিধান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	বন ব্যবহারিক বিভাগ, চট্টগ্রাম	১দিন	১২	
১৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ এর আওতায় আবশ্যিক বিষয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা এবং তথ্য অধিদকার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত প্রশিক্ষণ	করবী সম্মেলন কক্ষ, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা	১দিন	২২	

ক্র.নং	প্রশিক্ষণের বিবরণ/বিষয়	প্রশিক্ষণের স্থান	মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
১৪	Training Prgramme on Capacity Building on Wildlife rescue and handling	শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার, গাজীপুর	৫দিন	২১	
১৫	Smart Patrolling for Forester	শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার, গাজীপুর	৭দিন	২৫	
১৬	Basic Forestry Course for Forests Rangers	ফরেস্ট একাডেমি, চট্টগ্রাম	২ মাস	২৭	
১৭	Wildlife Management	শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার, গাজীপুর	২১দিন	২৫	
১৮	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং চাকুরী বিধি বিধান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনষ্টিটিউট, রাজশাহী	২দিন	৩৫	২টি ব্যাচে
১৯	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ফিল্ড টেস্টিং কর্মসূচী	কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগ	১দিন	৪০	
২০	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	করবী সম্মেলন কক্ষ, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা	১দিন	৬৬	
২১	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯	করবী সম্মেলন কক্ষ, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা	১দিন	৬৪	
২২	Safeguard (ToT) Training for Forest Department Officers	শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার	২দিন	৩০	
২৩	বন আইন ও বিধিমালা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনষ্টিটিউট, রাজশাহী	৫দিন	৩০	
২৪	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	সামাজিক বন অঞ্চল, ঢাকা	১দিন	১৩	
২৫	টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের কমিউনিটি অপারেশন ম্যানুয়াল (Com) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	সিলেট বন বিভাগ	৩দিন	৫০	২টি ব্যাচে
২৬	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	১দিন	১৬	
২৭	Community Operation Manual	উপকূলীয় বন বিভাগ, ভোলা	৬দিন	১৪	
২৮	Office Management	শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার, গাজীপুর	৩দিন	৫৮	২টি ব্যাচে
২৯	Public Procuremednt & Management	শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার, গাজীপুর	৩দিন	৩৫	
		সর্বমোট =		১৪১৭ জন	

৩.৬ অন দ্যা জব প্রশিক্ষন (OJT)

ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, সিলেট ও রাজশাহীতে অন দ্যা জব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সেখানে ফরেস্টারগণ ০২ (দুই) বৎসর মেয়াদী ডিপোমা-ইন-ফরেস্ট্রি (ইন) সার্ভিস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। বর্তমানে বন অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ উপযোগী ফরেস্টার না থাকায় সেখানে ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ আয়োজন সম্ভব হচ্ছে না। তবে বন প্রহরীদের ০৫ দিনব্যাপী বেসিক ফরেস্ট্রি কোর্সে একাধিক ব্যাচে প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

৩.৭ সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য

০১ জুলাই, ২০২২ থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের বিবরণ

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
১০১ টি	৭১৪ জন

৩.৮ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (ডঅঘ) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
ডেস্কটপ কম্পিউটার- ১৫৬ টি ও ল্যাপটপ- ৮৪টি	আছে	আছে	নাই	৫৯	১৮১

১.	বন অধিদপ্তরের রিমস ইউনিট এবং University of Maryland(UMD), টঝঅ যৌথভাবে বাংলাদেশের Tree Cover Monitoring ২০০০-২০১৪ সমাপ্ত করেছিল যার ফলশ্রুতিতে ২০১৪ সালে বাংলাদেশের Tree Cover ২২.৩৭% পাওয়া যায়। রিমস ইউনিট এ বছর থেকে পুনরায় ২০১৪ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত Tree Cover Monitoring Gi Sample based area estimation এর কাজ সমাপ্ত করেছে। বন অধিদপ্তর এবং UMD Area estimation সমূহ যৌথভাবে Validation করছে।
২.	এড়ড়মষব ঊধৎঃয ঊহমরহব পাটফরম ব্যবহার করে ওঈওগঙউ নেপালের সহযোগিতায় রিমস ইউনিট কর্তৃক বাংলাদেশের Land Cover Map প্রস্তুতের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। Land Cover Class সমূহের ভেরিফিকেশনের কাজ যৌথভাবে করা হচ্ছে।
৩.	সুফল প্রকল্পের অধীন ঝঝচ(Site Specific Planning) ওয়েব ভিত্তিক প্যাটফরম তৈরীর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বন বিভাগ সমূহ কর্তৃক এই প্যাটফরমের ড্যাশবোর্ড সমূহ হালনাগাদ করা হচ্ছে।
৪.	বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে যে সমস্ত বন বিভাগে ড্রোন ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে সে সকল বন বিভাগে Drone Based Monitoring এর জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
৫.	আবহুধ Apps ব্যবহার করে সুন্দরবনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বনের ভিতরে ঘধারমধঃরড়হ ও Tracking করতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

৩.৯ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

(টাকার অংকসমূহ কোটি টাকায়)

		২০২১- ২০২২		২০২২- ২০২৩		হ্রাস(-)/বৃদ্ধি(+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স	-	-	-	-	-	-
	নন-ট্যাক্স	১৪৬০২৫	১২৩২৮৭২	১৫৯৫১৮২	১৪৪১৫২	৩০৫৫৪৩	২৬৭৪৩
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)		-	-	-	-	-	-
লভ্যাংশ হিসাব		-	-	-	-	-	-

৩.১০ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট

৩.১০.১ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অনুমোদনের জন্য যে সকল আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

১। বন আইন, ২০২১
২। বন সংরক্ষণ আইন, ২০২২

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অনুমোদনের জন্য যে সকল বিধিমালা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:
১। কাঁকড়া ও কাঁকড়াজাত পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২
২। বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন (সংশোধিত) নীতিমালা, ২০২১

৩.১০.২ সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের ২০২১-২০২২ আর্থিক সালের হালনাগাদ তথ্যাদি:

সৃজিত বাগান (২০২২-২০২৩ সন)	বক/উডলটু ২৩,৯৪৮.৫০ হেক্টর এবং স্ট্রীপ বাগান ১৭০১ কিলোমিটার
উপকারভোগীর সংখ্যা (সৃজিত বাগানে সম্পৃক্ত)	পুরুষ ৮৪৮৪ জন ও মহিলা ২৯৭৬ জন; সর্বমোট = ১১৪৬০ জন
কর্তিত বাগান (২০২২ -২০২৩)	বক/উডলট ৪০৬১.৮৬ হেক্টর এবং স্ট্রীপ বাগান ৩২৭০.১৮ কিলোমিটার
এঃঋঋ এর অর্থায়নে পুনঃ বনায়ন (২০২২-২০২৩)	বক/উডলট ২০৫৫.৭০ হেক্টর এবং স্ট্রীপ বাগান ৩৬৩.২০ কিলোমিটার
মোট বিক্রয় মূল্য	২৮১,৪০,১০,৮১৮ টাকা
উপকারভোগীর সংখ্যা (কর্তিত বাগানে সম্পৃক্ত)	পুরুষ - ৫৬৫৯ জন ও মহিলা ১৯৩৭ জন ; সর্বমোট = ৭৫৯৬ জন
উপকারভোগীর লভ্যাংশ	৩৬,০০,২২,৯১৯ টাকা (প্রদান)
ট্রি ফার্মিং ফান্ড (টিএফএফ)	১৬,২৬,৮৫,২৯১ টাকা (প্রদান)
রাজস্ব আয়	৭৫,৮৭,০৮,৩৭০ টাকা (সরকারি কোষাগারে জমাকৃত)
ভূমি মালিক প্রতিষ্ঠান /সংস্থার লভ্যাংশ	৫,৫০,৩৬,৯২৩ টাকা (প্রদান)
ইউনিয়ন পরিষদ এর লভ্যাংশ	৮৫,৬৪,২৭৭ টাকা (প্রদান)
অন্যান্য সংস্থার লভ্যাংশ	১,৬৪,০৬৯ টাকা (প্রদান)

৩.১০.৩ বন অধিদপ্তরের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর পূনর্বিন্যাস

২০২১-২২ অর্থ-বছরে বন অধিদপ্তরের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর পূনর্বিন্যাস করে ১৭৩৫০ (সতের হাজার তিনশত পঞ্চাশ) জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

৩.১১ উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের জন্য)

৩.১১.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই, ২০২২ থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
১৭টি	৫৪২.৬২	৮৭.১৮%	১১টি

৩.১১.২ প্রকল্পের অবস্থা (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
১) সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প (এপ্রিল ২০২২ হতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত)	১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুরের এ্যাপ্রোচ সড়ক প্রশস্তকরণ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (জানুয়ারী ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত) ২) বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর ২০১৭ হইতে ডিসেম্বর ২০২২) ৩) বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা নতুন চরসহ উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী ২০১৮ হইতে ডিসেম্বর ২০২২) ৪) চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-ব্রিজিং (সিডিএসপি-বি) (বন অধিদপ্তর অঙ্গ) (সিডিএসপি-অতিরিক্ত অর্থায়ন) (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২০ হইতে জুন ২০২৩) ৫) ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড রিনোভেশন ওয়ার্কস অব এক্সিস্টিং স্ট্রাকচার অব ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২১ হইতে ডিসেম্বর ২০২২)	প্রযোজ্য নয়।	প্রযোজ্য নয়।

৩.১২ অবকাঠামো উন্নয়ন

(অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ, ২০২১-২২ অর্থ-বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে (২০২২-২৩) লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি)

অর্থনৈতিক কোড	খাতের বিবরণ	বরাদ্দকৃত অর্থ লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়িত অর্থ	অগ্রগতি
৪১১১১০১	আবাসিক ভবন	২০০০০০০০	২০০০০০০০	জুন/২০২৩
৪১১১১০১	আবাসিক ভবন	৩৫৭০০০০০	৩৫৭০০০০০	জুন/২০২৩
	মোট =	৫৫৭০০০০০	৫৫৭০০০০০	

৩.১৩ বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা, রক্ষিত এলাকা ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এলাকা সংরক্ষণ, আইন প্রণয়ন ও এর সঠিক প্রয়োগের লক্ষ্যে সৃষ্ট বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা এর অধীন এ অঞ্চলের কার্যক্রমসহ ৭টি বিভাগ যথা: বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, ঢাকা; বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, খুলনা; বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, চট্টগ্রাম; বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, মৌলভীবাজার; বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, হবিগঞ্জ; বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, শেরপুর ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, রাজশাহী; এবং জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, ঢাকা এর ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা কর্তৃক বাস্তবায়িত ''বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প'' এর আওতায় বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট, ঢাকা ও শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার, গাজীপুর এর সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৩.১৩.১ বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

- বন্যপ্রাণী সংরক্ষনের জন্য সরকার কর্তৃক ৫২ টি রক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে এবং উক্ত রক্ষিত এলাকাসমূহে বন্যপ্রাণী শিকার, হত্যা, ধরা বন্ধ করা সহ তাদের অবাধ বিচরণ ও প্রজননের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা কর্তৃক বাস্তবায়িত ''বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প'' এর আওতায় কাপ্তাই অঞ্চলে ৮ কিলোমিটার ও শেরপুর জেলার বালিজুড়ি এলাকায় ২ কিলোমিটার বৈদ্যুতিক বেড়া বা সোলার ফেন্সিং স্থাপন করা হয়েছে।
- Smart (Spatial Monitoring and Reporting tool) টহল পদ্ধতির মাধ্যমে বাঘ-হরিণ সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর শিকার, পাচার ও নিধন বন্ধ কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া বাঘ সংরক্ষণে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- সুন্দরবন ও বাঘ সংরক্ষণের জন্য বন অধিদপ্তর এর কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- শেরপুর-জামালপুরের সীমান্তবর্তী হাতি উপদ্রুত এলাকায় Bio-fencing ও সৌরশক্তি চালিত বৈদ্যুতিক বেড়া নির্মাণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বন্যপ্রাণী রক্ষায় নিয়োজিত সেচ্ছাসেবক সংগঠনের সদস্যদের প্রদান করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য এ সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি দেশব্যাপি নানাবিধ সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- বন্যপ্রাণী উদ্ধার, বন্যপ্রাণী বিষয়ক গবেষণা ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল রক্ষায় বিভিন্ন সেচ্ছাসেবক সংগঠনের সদস্যরা বন অধিদপ্তরের সদস্যদের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে দেশব্যাপী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনদের কার্যক্রমকে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিয়োজিত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- সুন্দরবনে কর্মরত মাঠপর্যায়ের বনকর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, লোনাপানি, জলদস্যু, বনদস্যুর সাথে সংগ্রাম করে সুন্দরবন ও সুন্দরবনের বাঘ রক্ষা করে যাচ্ছে। তাদের ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে সরকার ৩০% ঝুঁকিভাতা প্রদান করছে।
- সুন্দরবন ব্যবস্থাপনার জন্য ইকোলজিক্যাল মনিটরিং এবং SMART Patrolling এর কাজে ড্রোন ব্যবহারের জন্য ১২ জন বনকর্মী ফরেস্টার/ফরেস্ট গার্ড-কে ড্রোন পরিচালনার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষনার্থীদের ৪টি ড্রোন সরবরাহ করা হয়েছে। ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে সুন্দরববনের মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে নতুন দিগন্তের সূচনা হবে।
- ''বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প'' এর আওতায় হাতি সমৃদ্ধ বনাঞ্চলে হাতির খাদ্য উপযোগী বাগান ও ANR (Assisted Natural Regeneration) সৃজন করা হয়েছে।
- লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে প্যারালাল লাইট সার্চের মাধ্যমে শতাধিক বিপদজনক মেটাল স্প্রেয়ার (বন্যপ্রাণী শিকারের ফাদঁ যা দিয়ে সহজেই হরিণ, শূকরের মত বন্যপ্রাণী ধরা যায়) অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া লাউয়াছড়া ও সাতছড়ি জাতীয় উদ্যানের মধ্যে বিদ্যামান বৈদ্যুতিক তারে বন্যপ্রাণীর মৃত্যুঝুঁকি এড়াতে সাতছড়ি জাতীয় উদ্যানের ভিতরের সকল অনাবৃত বিদ্যুতের তার প্রতিস্থাপন করে রাবার কোটেড তারে রুপান্তর করা হয়েছে।
- সরকার ২০১০ সাল থেকে মূলতঃ বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা, গবেষণা ও সংরক্ষণ কার্যক্রম; বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উনয়ন ও সংরক্ষণে অবদান, বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ দমন কার্যক্রম, মানুষ-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব নিরসনে বিশেষ অবদান এবং তৃণমূল পর্যায়ে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গণসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান-এর বিষয় সমূহ বিবেচনা করতঃ ৩টি ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এ পুরষ্কার প্রদান করে আসছে। প্রতিবছর পুরস্কার প্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ২ ভরি (২৩.৩২ গ্রাম) ওজনের স্বর্ণের বাজার মূল্যে ও সমপরিমাণ নগদ অর্থ ও ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়। ২০১০ হতে ২০২২ সাল পর্যন্ড় নিম্নোক্ত ৩টি ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ৪০ (চল্লিশ) ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

৩.১৩.২ বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১ মোতাবেক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ

অর্থ বছর	মোট ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্তের সংখ্যা						বাড়িঘর ও ফসলের ক্ষতি	মোট প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ (লক্ষ টাকায়)
		বাঘ		হাতি		কুমির			
		পঙ্গু	নিহত	পঙ্গু	নিহত	পঙ্গু	নিহত		
২০২১-২০২২	৩১২	১	০	১৪	২০	০	০	১৭৭	১২২.৩১৫

- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ১৯৮১ সালে CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) সনদে স্বাক্ষর করে। CITES এর তিনটি পরিশিষ্টভুক্ত প্রাণী বা ট্রফি আমদনি, রপ্তানি ও পুন:রপ্তানির ক্ষেত্রে CITES এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর এর তত্ত্বাবধানে বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা কর্তৃক CITES রিপোর্টিং এবং CITES পারমিট প্রদান সংক্রান্ত এ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গবেষণার অনুমতি প্রদান, বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে রক্ষিত বনাঞ্চল বা সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণা, বিদেশে নমুনা প্রেরণ, বিদেশী বন্যপ্রাণী আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি বিষয়ে অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- মহাবিপন্ন এশিয় শিলা কচ্ছপ, আরাকান পাতা/জংলী কচ্ছপ, ডিবা কচ্ছপ ও হলুদ পাহাড়ী কচ্ছপ সংরক্ষণের জন্য বন অধিদপ্তর এবং Creative Conservation Alliance এর যৌথ উদ্যোগে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, গাজীপুর ১টি Turtle Conservation Breeding Center স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত Breeding Center এ জুন/২০২৩ সাল পর্যন্ত Captive Breeding এর মাধ্যমে এশিয় শিলা কচ্ছপ এর ৩৪টি বাচ্চা ও হলুদ পাহাড়ী কচ্ছপের ১২টি বাচ্চা পাওয়া গেছে। উক্ত Breeding Center এ প্রজননকৃত ১০টি এশিয় শিলা কচ্ছপের বাচ্চা স্যাটেলাইট ট্রান্সমিটার সংযুক্ত করে ২০২১ সালে মাতামুহুরী সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবমুক্ত করা হয়েছে। Turtle Conservation Breeding Center টি তে জন্ম নেয়া অন্যান্য এশিয় শিলা কচ্ছপ ও হলুদ পাহাড়ী কচ্ছপ এর বাচ্চাগুলোকে পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে অবমুক্ত করা হবে।
- বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা এর উদ্যোগে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন, অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা চিড়িয়াখানা এবং Turtle Survival Alliance (TSA) এর সহযোগিতায় Long-term Conservation of the Northern River Terrapin (Batagur baska) in Bangladesh কার্যক্রমের আওতায় মহাবিপন্ন বড় কাইট্টা সংরক্ষণের জন্য নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অদ্যাবধি সুন্দরবনের করমজল এবং ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের কাছিম প্রজনন কেন্দ্র দুইটিতে ৫৩৮টি বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে যা পর্যায়ক্রমে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রজনন কেন্দ্র দুইটিতে মোট ২২টি পূর্ণবয়স্ক (১৪টি পুরুষ ও ০৮টি স্ত্রী) কাছিম রয়েছে। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির স্যাটেলাইট ট্রাকিংয়ের মাধ্যমেও এদের সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, কাছিমের প্রজননভূমি চিহ্নিতকরণ, অবৈধ শিকার ও বাণিজ্য বন্ধে জনসচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- সুন্দরবনের করমজলে অবস্থিত (২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত; ৮.০ একর) বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্রে কুমির এর কনজারভেশন বিডিং এর মাধ্যমে কুমির এর সংখ্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। এই প্রজনন কেন্দ্রে লোনা পানির কুমিরের কৃত্রিম প্রজনন, লালন-পালন ও পরবর্তীতে প্রকৃতিতে অবমুক্তকরণের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পুকুরের পাড় হতে অরক্ষিত ডিম সংগ্রহ করে ইনকিউবেটরের মাধ্যমে ডিম ফুটিয়ে তা হতে বাচ্চার জন্ম দেয়া হয়। বাচ্চা লালন-পালন করার জন্য এখানে পেন রয়েছে। বিভিন্ন বয়সী কুমিরের জন্য আলাদা আলাদা পেন রয়েছে। কুমিরের বয়স যখন ৭/৮ বছর হয় (কিংবা দৈর্ঘ্য ২.০ মিটার বা ততোধিক) তখন এগুলো সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার নদীতে অবমুক্ত করা হচ্ছে। বর্তমানে করমজলে বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্রে ১২২ টি কুমির রয়েছে যার মধ্যে ২টি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও ২টি প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী কুমির এবং অবশিষ্ট কুমির সমূহ বাচ্চা কুমির। মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ১০০টি সহ মোট ২০৬ টি কুমির অদ্যাবধি প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে।

৩.১৩.৩ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিধিমালা ও নীতিমালা

- বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা এর অধীনে বাংলাদেশ কাঁকড়া রপ্তানি নীতিমালা, ১৯৯৮ অনুযায়ী বেসরকারিভাবে বাংলাদেশ থেকে কাঁকড়া ও কাঁকড়াজাত পণ্য রপ্তানির জন্য আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠান/খামার কর্তৃক প্রেরিত কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতঃ রপ্তানির অনুমতি বা No Objection Certificate (NOC) প্রদান করা হয়।
- হরিণ ও হাতি লালন পালন বিধিমালা-২০১৭ অনুযায়ী বেসরকারিভাবে হরিণ ও হাতি লালন-পালনের জন্য আবেদনকারীদের লালন-পালনের স্থান লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা পরিদর্শন এবং কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতঃ লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, বাতিল ও পজেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
- বেসরকারিভাবে কুমিরের খামার স্থাপনের জন্য কুমির লালন-পালন বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী আবেদনকারীদের খামার বা খামারের স্থান লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা পরিদর্শন এবং কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতঃ লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, বাতিল ও পজেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
- বেসরকারিভাবে পোষা পাখির খামার স্থাপনের জন্য পোষা পাখি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২০ আবেদনকারীদের খামার বা খামারের স্থান লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা পরিদর্শন এবং কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতঃ লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, বাতিল ও পজেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

৩.১৪ বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি

সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বিনির্মাণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সুসংহতকরণে সচেষ্ট। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য মর্মে সরকার মনে করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসংস্থান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার পাশাপাশি বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গেও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৫১ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ পর্যন্ত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বন অধিদপ্তর ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকল্পে বন অধিদপ্তর কর্তৃক ১৭,৭৮৫ হেক্টর বক বাগান, ১২,২৯০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান এবং ২০৯৮ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজন করা হয়েছে। এছাড়াও সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীসহ ভূমি মালিক সংস্থা এবং ইউনিয়ন পরিষদকে ৪৪ কোটি ৯৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়েছে। বনায়নের বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বন অধিদপ্তরের অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় ৪,৬০০ হেক্টর ম্যানগ্রোভবাগান সৃজিত হয়েছে। এছাড়াও ৮৯০০ হেক্টর বক বাগান ও ৮০০ সিডলিং কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজনের কার্যক্রম চলাম রয়েছে।

৩.১৫ টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প

দেশের প্রকৃতি ও বনাঞ্চল সংরক্ষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অবিস্মরণীয়। স্বাধীনতার পরপরই তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি দেশের প্রকৃতি ও বনজ সম্পদ রক্ষায় বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে তিনি সারাদেশে বৃক্ষরোপণ, উপকূলীয় বন সৃজন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, জলাভূমি, নদী সংরক্ষণ ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এছাড়া দেশের বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রয়জনীয় আইন প্রণয়ন করেন। তারই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন, বন নির্ভর জনগণকে বিকল্প জীবিকার মাধ্যমে বনের উপর নির্ভরশীলতা কমানো ইত্যাদি নানাবিধ যুগোপযোগী কর্মসূচির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ সকল কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত মেয়াদে মোট ১৫০২৩২.১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প (Sustainable Forests and Livelihoods (SUFAL) Project) গ্রহন করে।

৩.১৫.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

ক) মূল উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয় বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা। এতে সরকারি বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং বন সংরক্ষণ ও পুনপ্রতিষ্ঠায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি বনের উপর সরাসরি নির্ভরশীলতা হ্রাসসহ বনজ সম্পদ উজাড় রোধ ও বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প জীবিকা সুবিধা প্রদান করা সম্ভবপর হবে। ফলে বনের বনাচ্ছাদন বৃদ্ধি পাবে, বনের বাহিরে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে, উপকূলীয় তটরেখা সুরক্ষা পাবে এবং অতিদরিদ্র- বিপদাপন্ন নারী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি সহ সাধারণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

খ) সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

০১. প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান
০২. সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ এবং রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন
০৩. প্রকল্প এলাকার বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয় বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি, বন সম্প্রসারণ এবং বনের বাহিরে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি এবং
০৪. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ এবং রিপোর্টিং

৩.১৫.২ প্রকল্পের মেয়াদ

জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৪

৩.১৫.৩ প্রকল্প এলাকা

সমগ্র বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৩২টি জেলার ১৮৪টি উপজেলায় এবং ২টি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৩.১৫.৪ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি

(১) বনায়নে অগ্রগতি

০১. প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত ৮০,৫৮৮ হেক্টর বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে পাহাড়ি অঞ্চলে ৪০,৯২৩ হেক্টর, সমতল (শাল) অঞ্চলে ৯৫৪০ হেক্টর এবং উপকূলীয় অঞ্চলে ৩০,১২৫ হেক্টর অর্থাৎ ৯৪.৭৮% বাগান সৃজনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে

০২. ১৬৮০ সি.কি.মি গোলপাতা এবং ৩,৯৯১ সি.কি.মি স্ট্রিপ বনায়ন করা হয়েছে

০৩. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ৩৩.৫৪ লক্ষ চারা বিতরণসহ ৬২.৮০ লক্ষ চারা বিতরণ করা হয়েছে।

০৪. প্রকল্পের আওতায় সাইট-স্পেসিফিক পানিং সম্পাদনের পর বনায়ন করা হচ্ছে

০৫. স্থানীয় ৫০-৬০ সংখ্যক প্রজাতির সংমিশ্রণে নার্সারি উত্তোল ও বাগান সৃজন করা হচ্ছে, যা বিভিন্ন পরিদর্শনে (আইএমইডি, জেলা প্রশাসক, মন্ত্রণালয়, বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ইত্যাদি) প্রশংসিত হয়েছে

০৬. বন্যপ্রাণী আবাসস্থল ও করিডোর উন্নয়ন, বিরল ও সংকটাপন্ন প্রজাতি নির্বাচন, ঔষধি গাছ ইত্যাদি সম্প্রসারণে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে

০৭. বিদেশী ও আগ্রাসী প্রজাতির চারা নির্বাচনে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে

০৮. বনায়নের শুরু হতে অন-লাইন (ওডিকে) পর্যবেক্ষণের সুবিধা চালু করা হয়েছে

(২) প্রকল্পের বনায়ন কাজে Site Specific Plan (SSP) প্রণয়ন

০১. প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রারম্ভে (Site Specific Plan (SSP) প্রণয়ন করা হয়েছে

০২. মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষিত ৬৫৬ জন বন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্তৃক প্রকল্পের সরবরাহকৃত ২০০টি বাকভিউ ট্যাব ব্যবহার করে সরেজমিনে এসএসপি কার্যক্রম চলমান রয়েছে

০৩. অনলাইনে এসএসপি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও অনুমোদনের জন্য একটি ড্যাসবোর্ড প্রণয়ন করা হয়েছে। এ অনুমোদন প্রক্রিয়ায় মাঠ-পর্যায়ে কর্মরত বিট কর্মকর্তা হতে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা পর্যন্ত সকল কর্মকর্তার ইউজার একাউন্ট খোলা হয়েছে

০৪. ৩২৪ টি বন বিটের ইনডেক্স ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে

চিত্র-৩.১: সাইট স্পেসিফিক প্যানিং(এসএসপি)

(৩) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় ৩২টি রক্ষিত এলাকায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শক্তিশালী করা হচ্ছে। এছাড়া বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ও কোরিডোর উন্নয়নের জন্য বিশেষ বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৩,৫৮০ হেঃ বাগান সৃজন করা হয়েছে। পাশাপাশি সংকটাপন্ন ও বিপদাপন্ন নিম্নলিখিত ৮টি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

হাতি সংরক্ষণ:

০১. হাতি সংরক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মানুষ-হাতি দ্বন্দ নিরসণে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও ময়মনসিংহে ৭২টি এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম (ইআরটি) গঠন করা হয়েছে

০২. প্রতিটি ইআরটিকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জমাদি যেমন হ্যান্ড মাইক, সার্চলাইট, টর্চ, ভেস্ট, বাঁশি, ক্যাপ, টিশার্ট,ট্রাউজার ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে

০৩. চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের বিভিন্ন স্থানে সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে

০৪. মানুষ-হাতি দ্বন্দ বিষয়ক তথ্য ২০১৬-২০২১ সাল অবধি সংগ্রহ করা হয়েছে

০৫. মানুষ-হাতি দ্বন্দ নিরসণে ইআরটি সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে

সার্ক ও রে সংরক্ষণ:

০১. প্রকল্পে সার্ক ও রে সংরক্ষণে জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এ কাজে ৯৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
০২. ২ টি'সার্ক ও ২টি রে' প্রজাতির এনডিএফ প্রণয়ন ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে
০৩. সার্ক ও রে সংরক্ষণ বিষয়ে জাতীয় সংরক্ষণ কর্মকৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে
০৪. উপকূলীয় মৎস জীবির মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে

শকুন সংরক্ষণ:

০১. শকুন সংরক্ষণে ০৭ টি ভিসিটির ওপর সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে।
০২. ভালচার নেষ্টিং ও রুষ্টিং গাছের জরীপ সম্পন্ন হয়েছে।
০৩. ৭২টি অসুস্থ শকুন সেবাপ্রদান পূর্বক প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে।
০৪. সচেতনতা বৃদ্ধিতে পোষ্টার ও ভিডিও ডকুমেন্টারী তৈরী করা হয়েছে। শকুন সংরক্ষণে সচেতনতা দিবস পালিত হয়েছে। শকুন সংরক্ষণে মেলোক্সিকাম প্রচারে ঔষধ কোম্পানির সাথে সভা করা হয়েছে।

পাখি সংরক্ষণ:

০১ প্রকল্পের আওতায় ক) শিকারী পাখি সংরক্ষণ, খ) পরিযায়ী পাখির এশিয়ান ফ্লাইওয়ে, এবং গ) পাখি শুমারি ও রিংগিং বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
০২. ৩২টি এলাকায় সকল পাখির জরীপ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ৪টি রিংগিং ক্যাম্প সম্পন্ন হয়েছে
০৩. ৪টি শিকারী পাখির জরীপ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৮টি আরটিসি গঠন করা হয়েছে
০৪. ২৬৬টি সোয়াপ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে
০৯. ৬টি পরিযায়ী পাখির ফ্রাইওয়ে সাইট জরিপ করা হয়েছে এবং ৬টি সাইট ব্যবস্থাপনা কমি টি গঠন করা হয়েছে।
১০. ৭টি ডাবিং ডাককে ও ৫টি শোরবার্ডকে জিপিএস-ট্যাগ পরানো হয়েছে এবং ৩৭২টি পাখির রিংগিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে
১১. শিকারী পাখি, পরিযায়ী এবং জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য কৌশলগত সংরক্ষণ পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে
১২. প্রতি বছর পরিযায়ী পাখি দিবস পালন করা হচ্ছে।

চিত্র-৩.২: পাহাড়ী অঞ্চলে হাতি সংরক্ষণ

চিত্র-৩.৩: সার্ক ও রে সংরক্ষণ

চিত্র-৩.৪: অসুস্থ শকুন সেবাপ্রদান পূর্বক প্রকৃতিতে অবমুক্তকরণ

চিত্র-৩.৫: শিকারী পাখি সংরক্ষণ

চিত্র-৩.৬: পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণ

(৪) সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম:

০১. সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত কমিউনিটি অপারেশন ম্যানুয়েল (ঈঙগ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

০২. COM অনুসরণে ৪১,০০০ বন নির্ভর পরিবারকে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে

০৩. ০৭টি এনজিও এর সহায়তায় সিআইপি পদ্ধতি অনুসরণে বন নির্ভর গ্রাম (এফসিভি/ভিসিএফ) নির্বাচন, সুবিধাভোগী পরিবার নির্বাচন, বেইজলাইন সার্ভে, ৬১৫ কমিটি ও ৩০৭৫ সাব-কমিটি গঠন, ৬০০টি ব্যাংক একাউন্ট খোলার কাজ শেষ হয়েছে।

০৪. সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২৫,২২২ জন এবং বিকল্প জীবিকা বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৩৫,৬৮১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে

০৫. ১৯,৭৫৯ জন সুবিধাভোগীকে ৮৬ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা জীবিকা উন্নয়ন তহবিল হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ১৮ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র-৩.৭: সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় জীবিকা উন্নয়ন তহবিল বিতরণ

(৫) সুফল ইনোভেশেন গ্রান্টস:

সুফল প্রকল্পের আওতায় বন ও বন্যপ্রাণী বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম ইনোভেশন গ্রান্ট ম্যানুয়াল অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে।

০১. প্রথম রাউন্ডে নির্বাচিত ০৮টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

০২. দ্বিতীয় রাউন্ডে নির্বাচিত ১৫ টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬) প্রশিক্ষণ:

সুফল প্রকল্পে আওতায় ২৫৪১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আইবাস, ইজিপি, প্রকিউরমেন্ট, বন ব্যবস্থাপনা, বন পুনপ্রতিষ্ঠা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, টেকসই উন্নয়ন, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, স্মার্ট প্যাট্রোলিং, জলবায়ু পরিবর্তন, এসএসপি, বু-ইকোনমি, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৭) স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্বারক অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক) বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

০১. ১০০০ উদ্ভিদের রেডলিষ্ট প্রণয়ন করা হয়েছে

০২. নির্বাচিত ৫টি রক্ষিত এলাকায় (পূর্ব বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য, কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান, মধুপুর জাতীয় উদ্যান, এবং হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান) ১৭টি আগ্রাসী প্রজাতির উদ্ভিদ শনাক্তসহ নিয়ন্ত্রন কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে

০৩. ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডলিষ্ট ইউনিটের তত্ত্বাবধানে ৭৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে

চিত্র-৩.৮: বন্যপ্রাণী দ্বারা সংক্রমিত জুনটিক রোগ বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম

চিত্র-৩.৯: সহকারী বন সংরক্ষকগণের প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন এম, পি

চিত্র-৩.১০: ন্যাশনাল রেডলিস্ট অব প্যান্ট এর চূড়ান্ত অবহিতকরণমূলক কর্মশালা

খ) গণপূর্ত অধিদপ্তর

সুফল প্রকল্পের আওতায় গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মাণ ও পূর্তকাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৯৪টি ভবনের মধ্যে ৮২টি ভবনের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ০২টি ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৫৩ টি ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

চিত্র-৩.১১ :সুফল প্রকল্পের আওতায় গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মাণ ও পূর্তকাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে

গ) বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট

০১. ব্যক্তিমালিকানাধীন নার্সারী মালিক ও বন বিভাগের কর্মীসহ মোট ৫৪০ জনকে নার্সারি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে

০২. স'মিল ও উড প্রসেসিং বিষয়ক ৫০ জন করাতকল মালিক ও স্টাফগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

০৩. বিভিন্ন বিষয়ে ১০টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রনয়ন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে, বাঁশের কঞ্চিকলম, টিস্যু কালচার, গোলপাতা নার্সারি, নার্সারিতে বালাই দমন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

০৪. ৮টি বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের (বৈলাম, চন্দন, রক্তন, হলদু, সাদা গর্জন, সিধা জারুল, পাদক ও রিঠা) টিস্যু কালচার প্রটোকল প্রণয়ন কাজ শুরু করা হয়েছে

চিত্র-৩.১২: উন্নত প্রযুক্তির চারা উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সুফল প্রকল্পটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান দিয়ে সজ্জিত যা আধুনিক টেকসই বন ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতার দৃষ্টিভঙ্গির আইকন হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। অনলাইন ভিত্তিক ডিজিটাল সাইট স্পেসিফিক প্যান (এসএসপি) তৈরি করে এ প্রকল্পের অধীনে একটি বিশাল এলাকায় বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবর্ষ স্মরণে বনায়ন, এএনআর, স্ট্যান্ড ইম্প্রুভমেন্ট, সমৃদ্ধকরণ প্যান্টেশন, মিশ্র প্রজাতির দ্রুত এবং ধীরে বর্ধনশীল বৃক্ষরোপণ, এনটিএফপি বৃক্ষরোপণ, ঔষধি বৃক্ষরোপণ, বিরল এবং বিপন্ন প্রজাতির বৃক্ষরোপণের মতো বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। অধিকন্তু, বনের বাইরে গাছ (ToF) রোপণের মাধ্যমে সারা দেশে সামাজিক বনায়নকে বেগবান করেছে। সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার অধীনে বন সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য, ৪১০০০ জন বন নির্ভর সুবিধাভোগী নির্বাচিত করা হয়েছে। বিকল্প আয় সৃষ্টি কার্যক্রমের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সুবিধাভোগীরা এই সময়ের মধ্যে ঘূর্ণায়মান তহবিল হতে আর্থিক সুবিধা পেয়েছে। ফলে বর্তমানে বন নির্ভর মানুষ বনের সব ধরনের উন্নয়নে সর্বোচ্চ আগ্রহ দেখাচ্ছে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ যেমন অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে আরও ভাল কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য এই প্রকল্পের অধীনে গণপূর্ত বিভাগ দ্বারা অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রায় ২৩টি উদ্ভাবনী গবেষণা কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে যা বন ও বন্যপ্রাণীর উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। সুফল প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে তা স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে সুস্পষ্ট অবদান রাখবে ।

৩.১৫.৫ বাংলাদেশের ডলফিন সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

দেশের জলজ জীববৈচিত্র্য, বিশেষ করে ডলফিন সংরক্ষণের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান প্রধান কার্যক্রমগুলো হলো:

১। বাংলাদেশের বিদ্যমান ছয়টি ডলফিন অভয়ারণ্যের সাথে সুন্দরবনের ডলফিনের হটস্পট গুলো চিহ্নিত করে নতুন তিনটি রক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। ডলফিনের জন্য ঘোষিত বাংলাদেশের মোট নয়টি রক্ষিত এলাকা হলো:

ক্রমিক নং	রক্ষিত এলাকার নাম	অবস্থান	আয়তন (হেঃ)
০১.	দুধমুখী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	১৭০
০২.	চাঁদপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৫৬০
০৩.	ঢাংমারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৩৪০
০৪.	নাজিরগঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	বাপনা	১৪৬
০৫.	শিলন্দা-নাগডেমরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	বাপনা	২৪.১৭
০৬.	নাগরবাড়ি-মোহনগঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	বাপনা	৪০৮.১১
০৭.	পানখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৪০৪
০৮.	শিবসা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	২১৫৫
০৯.	ভদ্রা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৮৪৮
	মোট =		৫০৭৫.২৮

২। ডলফিনের গবেষণা ঘাটতি বিশ্লেষন এবং আবাসস্থল সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩। হালদা নদীতে ডলফিনের সংখ্যা নির্ণয় এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪। সমাজ ভিত্তিক সম্পদ ব্যবহার ও কার্যকরী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন ও তার বাস্তবিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

৫। পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর অর্থাৎ ট্যুরিজম, ফিসারিজ, একুয়াকালচার, কমার্স ও ইন্ডাস্ট্রি এবং ম্যারিটাইম ট্রাফিকিং এর জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬। ডলফিন এ্যাকশন প্ল্যান এবং সমগ্র বাংলাদেশের জন্য এটলাস প্রস্তুত করা হয়েছে।

৭। ডলফিন সংরক্ষণের জন্য ৭০ (সত্তর) জন সদস্য বিশিষ্ট ০৭ (সাতটি) ডলফিন কনজারভেশন দল গঠন করা হয়েছে।

৮। মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল ১০০০ (এক হাজার) টি পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিকল্প আয় বৃদ্ধিমূলক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি পরিবারকে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৯। ডলফিন কনজারভেশন দল এবং সংশ্লিষ্ট বন কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ডলফিন মেলা আয়োজন সহ বিভিন্ন

১০। ডলফিন সহ অন্যান্য জলজ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য Integrated Management Plan for the Swatch-of-no-ground Marine Protected area (২০২৩-২০৩২) প্রণয়ন করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত কার্যক্রমসমূহ সফলতার সাথে সম্পন্ন করার ফলে সুন্দরবনে ডলফিনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দরবনের তিনটি অভয়ারণ্য (ঢাংমারী, ঘাঘরামারী ও চাঁদপাই)-তে এই বৃদ্ধির হার ৫৫%; যা দেশের ডলফিন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

চিত্র-৩.১৩: শুশুক বা গাঙ্গেয় ডলফিন।

৩.১৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করার নিমিত্ত বন অধিদপ্তরে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো তৈরীপূর্বক যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর, বন সংরক্ষকগণের দপ্তর এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণের দপ্তরে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটি এবং অংশীজনের মিটিং নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নৈতিকতা কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেবা প্রত্যাশী নাগরিকদের নিকট বন ও বন্যপ্রাণী বিষয়ক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য বন অধিদপ্তরের প্রবেশ মুখে ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং দর্শনার্থীদের জন্য আধুনিক মানের অপেক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য পৃথক নামাজের ব্যবস্থাসহ শিশুদের জন্য মানসম্মত বিনোদন সম্বলিত ডে-কেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিটিজেন চার্টারে উল্লিখিত প্রদেয় সেবা সহজীকরণ এবং সেবার মান বৃদ্ধি করার জন্য প্রধান বন সংরক্ষকের সঙ্গে অংশীজনের অংশ গ্রহণে নিয়মিতভাবে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া ইনোভেশন এর দ্বারা বিভিন্ন সেবাকে সহজীকরণ করা হচ্ছে। সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীদেরকে বনায়নের লভ্যাংশের চেক অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে এবং উপকারভোগীদের ডাটাবেজ সম্বলিত অ্যাপস তৈরীর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বন অধিদপ্তরসহ এর আওতাধীন বন সংরক্ষক এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণের দপ্তরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল হাজিরা যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। বন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিতভাবে চাকুরী এবং সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক উত্তোলিত বন বাগানে চারার প্রজাতির বৈচিত্র্য রক্ষা এবং গুণগতমান রক্ষাসহ বনভূমিতে জবরদখল প্রতিরোধ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের উর্ধতন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিদর্শন নিশ্চিত করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী বাছাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্ণিত নীতিমালার আলোকে বন অধিদপ্তরসহ এর আওতাধীন বন সংরক্ষক এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাদের দপ্তরে নিয়োজিত কর্মকর্তা / কর্মচারীদের

উদ্ভাবনী কাজ ও ভাল কাজে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চিত্র-৩.১৪: সম্মানিত প্রধান বন সংরক্ষক মহোদয়ের সঙ্গে অংশীজনের অংশগ্রহণে গণশুনানি

চিত্র-৩.১৫: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর আওতায় কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

৩.১৬ বন অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারনা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ

০১. সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীদের মাঝে লভ্যাংশের চেক অন-লাইনে বিতরণ
০২. সুন্দরবনে অপ্রধান বনজদ্রব্য আহরণের জন্য বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট (বিএলসি) প্রাপ্তি সহজিকরণ
০৩. সামাজিক বনায়নের নির্বাচিত উপকারভোগী এবং অন্যান্য পক্ষগণের মধ্যে চুক্তিনামা সম্পাদন ও হস্তান্তর প্রক্রিয়া সহজিকরণ
০৪. বন অধদপ্তরের ইকোট্যুরিজম সাইট ও নার্সারীর তথ্যাদি সম্বলিত অ্যাপ চালুকরণ
০৫. উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসাবে বন্যপ্রাণী চলাচলের জন্য ক্যানোপী ব্রীজ নির্মাণ
০৬. ডিজিটাল প্রকাশনা হিসাবে অরন্য বার্তা প্রকাশ
০৭. বন অধদপ্তরের সকল বনভূমির গেজেট সংগ্রহপূর্বক বন বিভাগোয়ারী ওয়েব-সাইটে প্রকাশ
০৮. নার্সারী ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অ্যাপ চালুকরণ

৩.১৭ ই-নথি (অফিস ব্যবস্থাপনা)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত a2i প্রোগ্রামের আওতায় বন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ২০১৭ সাল থেকে ই-নথি (অফিস ব্যবস্থাপনা) কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়ে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। বন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহকে এখনও ই-নথি সিস্টেমে যুক্ত করা সম্ভব হয়নি। শুধুমাত্র সদর দপ্তরের কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে বন অধিদপ্তর বাংলাদেশের মধ্যম ক্যাটাগরির ১৮টি দপ্তরের মধ্যে ৫ম অবস্থানে উঠে এসেছে। চলতি অর্থ বছরে তিন ধাপে ৬০ জন কর্মচারীকে ই-নথির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ছে। বন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের যে সকল কর্মচারী ই-নথিতে যুক্ত ছিল না তাদের ই-নথিতে যুক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ছে। স্মার্ট (Smart) বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে নথি সিস্টেমকে আরো বেশি গতিশীল এবং আধুনিক করার নিমিত্তে ডিজিটাল নথিতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে গত ১৬-১৭ এপ্রলি ২০২৩ ধ২র এর উদ্দেশ্যে ডি-নথির ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশক্ষিণে বন অধিদপ্তররে ০৩ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং ইতোমধ্যে ডি-নথিতে সকল র্কাযক্রম পরিচালনা করছেন।

বন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তর সমূহকে ই-নথি সিস্টেমের আওতায় আনা হলে বন অধিদপ্তর এর পক্ষে অপেক্ষাকৃত বড় ক্যাটাগরির অধিদপ্তরের মধ্যে একটি বিশেষ অবস্থানে পৌছানো সম্ভব হবে।

৩.১৮ বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার

জাতীয় পুরস্কার

বৃক্ষরোপণে বিশেষ অবদান এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে

১। বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার

২। বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন পুরস্কার।

আন্তর্জাতিক পুরস্কার

বন সংরক্ষণ ও সহব্যবস্থাপনায় সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বন বিভাগ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে । যথা:

i. UN declared Equitor Award 2012
ii. Wangiri Mathai Award 2012
iii. JSW Earth Care Award 2012
iv. Solution Search 2013
v. HSBC-Daily Star Climate Award
vi. Champion of the Earth 2015

৩.১৯ বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার

বাংলাদেশের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে বৃক্ষরোপণ অভিযানের গুরুত্ব অনুধাবন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'বৃক্ষরোপণ' কে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বৃক্ষরোপণ অভিযানকে একটি টেকসই স্বতঃস্ফূর্ত কার্যক্রমে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুপ্রাণিত ও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নব্বই দশক হতে বৃক্ষরোপণে যাঁরা বিশেষ অবদান রাখেন তাঁদেরকে "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার" প্রদান করা হয়।

"বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার" কে আরো প্রতিযোগিতামূলক, উৎসাহব্যঞ্জক এবং অধিক সংখ্যক জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় এবং ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে সংশোধন করে ১৬ টি শ্রেণিতে জাতীয় পুরস্কার প্রদানের সংস্থান রাখা হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে নীতিমালাটি পুনঃ সংশোধন পূর্বক ১৬ টি শ্রেণির পরিবর্তে ১০ টি শ্রেণিতে জাতীয় পুরস্কার প্রদানের সংস্থান রাখা হয়। পরবর্তীতে "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদানের নীতিমালা (সংশোধনী)-২০২১" প্রণয়ন পূর্বক ১০ টি শ্রেণির পরিবর্তে ০৭ টি শ্রেণিতে পুরস্কার প্রদানসহ পুরস্কারের অর্থ পুনঃ নির্ধারণ করা হয়। পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ, প্রথম পুরস্কার-১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা), দ্বিতীয় পুরস্কার-৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার টাকা) ও তৃতীয় পুরস্কার-৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) নির্ধারণ করা হয়।

চিত্র-৩.১৬: বৃক্ষরোপণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার-২০২১ প্রদান করছেন মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাহাব উদ্দিন, এমপি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি।

৩.২০ বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন

জাতীয়ভাবে প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত ব্যক্তি/সংস্থাকে সম্মানিত করা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে "Bangabandhu Award for Wildlife Conservation" পদক প্রদান করা হচ্ছে। পরবর্তীতে জাতীয় এই পদক প্রদানের বিষয়টিকে আরও জোরদার করার অভিপ্রায়ে ২০১২ সালে "Bangabandhu Award for Wildlife Conservation" নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়।

সরকার ২০১০ সাল থেকে মূলতঃ বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা, গবেষণা ও সংরক্ষণ কার্যক্রম, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন ও সংরক্ষণে অবদান, বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ দমন কার্যক্রম, মানুষ-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব নিরসনে বিশেষ অবদান এবং তৃণমূল পর্যায়ে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গণসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান-এ বিষয়সমূহ বিবেচনা করে মোট ৩টি ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কার প্রদান করে আসছে। প্রতি বছর প্রত্যেক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে একটি ২ ভরি (২৩.৩২ গ্রাম) ওজনের স্বর্ণ পদক অথবা পদকের ওজন পরিমাণ স্বর্ণের বাজারমূল্যের সমপরিমাণ নগদ অর্থ ও ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকার অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক এবং সদনপত্র প্রদান করা হয়। ২০১০ হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত নিম্নোক্ত ৩টি ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ৩৪ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র-৩.১৭: বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন পুরস্কার-২০২২ প্রদান করছেন মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাহাব উদ্দিন, এমপি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি।

ক্যাটাগরিসমূহ

ক. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা, খ্যাতিমান গবেষক, বিজ্ঞানী, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবাদী ব্যক্তি ও গণমাধ্যম কর্মী/ব্যক্তিত্ব;

খ. বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা এবং

গ. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান।

৩.২১ উদযাপিত আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ

জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিকভাবে ঘোষিত দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। এ দিবসগুলোর উপলক্ষ্যে বন অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। দিবসগুলোর তাৎপর্য ও অবদান সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন বিভাগ বিভিন্ন সমাবেশ, শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকে। নিম্নে বন বিভাগে পালনকৃত সংশ্লিষ্ট দিবসের ছবি ও তথ্য দেয়া হল:

৩.২১.১ আন্তর্জাতিক বন দিবস

২০১২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২১ মার্চকে আন্তর্জাতিক বন দিবস হিসাবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালেও বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক বন দিবস পালন করা হয়। ২০২৩ সালে আন্তর্জাতিক বন দিবসের প্রতিপাদ্য ছিলো "সুস্থ শরীর সুস্থ মন, যদি থাকে সমৃদ্ধ বন"। প্রতিবারের মতো বাংলাদেশ বন বিভাগ দিবসটিকে আর্ন্তজাতকিভাবে উদযাপন করে। বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক বন দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে বন ভবন, আগারগাঁওস্থ হৈমন্তী সম্মেলন কক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপ মন্ত্রী, বেগম হাবিবুন নাহার, এমপি; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব, জনাব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান, উপ উপাচার্য, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি)। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ জাকির হোসেন, , প্রাক্তন পরচিালক, আইইউসিএন এশিয়া রিজিয়ন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

চিত্র-৩.১৮: আন্তর্জাতিক বন দিবস-২০২৩

৩.২১.২ বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস

২০১৩ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৮তম অধিবেশনে ৩ মার্চকে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তখন থেকে প্রতি বছরই পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর এই দিবসটি পালন করে আসছে। এ উপলক্ষে ২০২৩ সালে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের হৈমন্তি মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেগম হাবিবুন নাহার, এমপি, মাননীয় উপ মন্ত্রী, পরবিশে, বন ও জলবায়ূ পরর্বিতন মন্ত্রণালয়, ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব এবং জনাব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ূ পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনাব মুকিত মজুমদার বাবু, চেয়ারম্যান, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন এবং জনাব মোহাম্মদ মেস্তফা ফিরোজ, প্রফেসর, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর। এ বছর বন্যপ্রাণী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "সকলের অংশগ্রহণ বন্যপ্রাণী হবে সংরক্ষণ"।

চিত্র-৩.১৯: বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস-২০২৩

৩.২১.৩ বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস

২০০৬ সালে আন্তর্জাতিকভাবে এ দিবস উদযাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলাদেশে ২০১০ সাল হতে জাতীয়ভাবে বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। তবে ২০১৭ সাল থেকে প্রতি বছর মে মাসের দ্বিতীয় শনিবার এবং অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শনিবার অর্থাৎ বছরে দু'টি দিন বিশ্বব্যাপী পালিত হয় এ দিবসটি। বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস-২০২২ এর প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে- "Dim the lights for birds at night", যার বাংলা ভাবার্থ করা হয়েছে- ''রাতের বেলা কম আলো, পাখিদের জন্য বেশী ভালো"। বন অধিদপ্তর কর্তৃক নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণঃ

০১. পরিযায়ী পাখিসহ উপকূলীয় এলাকার পাখি সংরক্ষণে বাংলাদেশের ৬টি এলাকাকে "East Asian-Australasian Flyway Site" ঘোষণা করা হয়েছে।

০২. এলাকাগুলো হলো- সোনাদিয়া, নিঝুম দ্বীপ, টাংগুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, হাইল হাওর এবং গাঙগুইরার চর।

০৩. এছাড়া বাংলাদেশ বন বিভাগ এবং আই,ইউ,সি,এন এর যৌথ উদ্যোগে দেশের দ্বিতীয় রামসার সাইট টাংগুয়ার হাওরে পাখি শুমারি ও পাখির গায়ে রিং পড়ানো এবং জিপিএস স্যাটেলাইট ট্যাগ স্থাপন করা হয়েছে।

০৪. অবৈধভাবে পাখি শিকার ও বাণিজ্য বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা, জনসচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.২১.৪ আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস

২০১০ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত বাঘ সমৃদ্ধ ১৩টি দেশের (Tiger Range Country) সরকার প্রধানদের সম্মেলনে বাঘ সংরক্ষণকে বেগবান করার জন্য তৈরি ঘোষণাপত্রের আলোকেই প্রতি বছর বিশ্ব বাঘ দিবস উদযাপন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালের ২৯ জুলাই বিশ্ব বাঘ দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের হৈমন্তি মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার, এমপি। ২০২৩ সালের বিশ্ব বাঘ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ ছিল-"বাঘ করি সংরক্ষণ, সমৃদ্ধ হবে সুন্দরবন"।

৩.২১.৫ বিশ্ব হাতি দিবস

২০১১ সালে থাইল্যান্ডের Elephant Reintroduction Foundation, কানাডার চলচিত্রকার Patricia Sims এবং Michael Clark এর উদ্যোগের ফলে প্রতি বছর ১২ আগস্ট বিশ্ব হাতি দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ফলশ্রুতিতে, ২০১২ সাল থেকে প্রতি বছর ১২ আগস্ট পৃথিবীর হাতি সমৃদ্ধ দেশসমূহে বিশ্ব হাতি দিবস পালন করা হচ্ছে। প্রতি বছরের ন্যায় ২০২২ সালেও বিশ্ব হাতি দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন সচতেনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৩.২১.৬ আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস

বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে বন ভবন, আগারগাঁওস্থ হৈমন্তী সম্মেলন কক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেগম হাবিবুন নাহার, এমপি, মাননীয় উপ মন্ত্রী, পরবিশে, বন ও জলবায়ূ পরর্বিতন মন্ত্রণালয়, ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব এবং জনাব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ূ পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিাত ছিলেন জনাব মুকিত মজুমদার বাবু, চেয়ারম্যান, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন এবং জনাব রাকিবুল আমিন, কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ, আই,ইউ,সি,এন বাংলাদেশ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর । আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস ২০২২ এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে-"শুশুক ডলফিন রক্ষা করি, জলজ প্রতিবেশ ভালো রাখি"।

৩.২১.৭ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান পরিযায়ী পাখি

বাংলাদেশে প্রায় ২৫০-৩০০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি আছে। এর মধ্যে প্রায় ২১০টি শীতকালীন অতিথি পাখি এবং অবশিষ্ট পাখি বৎসরের অন্য সময়, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে এসে থাকে। অতিথি পাখির মধ্যে উল্লখযোগ্য হলো- রাজহাঁস, দাগী রাজহাঁস, রাজ সরালি, পাতি সরালি, মান্দারিন হাঁস, ঝুঁটি হাঁস, চকাচকি, লেঞ্জা হাঁস, খুন্তে হাঁস, বালি হাঁস, তিলি হাঁস, লালশির, নীলশির, গিরিয়া হাঁস, পিয়ং হাঁস, ভূতি হাঁস, স্মিউ হাঁস, পাতি মারগেঞ্জার, শুমচা, পাপিয়া, খঞ্জন, ফুটকি, সাহেলি, চ্যাগা, গুলিন্দা, সারস, গ্রিধিনি, মানিকজোড়, এশিয় শামোকখোল, নীলকণ্ঠ, বৈরী, চামচ ঠুটো বাটান ও বিভিন্ন জাতের সৈকত-পাখি (shore bird) ইত্যাদি।

৩.২২ বাংলাদেশে East Asian-Australasian Flyway Sites

বাংলাদেশ ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১ সালে EAAFP (East Asian-Australasian Flyway Sites) এর সদস্য হয়েছে এবং ৬ টি এলাকাকে (টাংগুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, হাইল হাওর, সোনাদিয়া, নিঝুম দ্বীপ ও গাঙগুইয়ার চর) Flyway Site হিসেবে ঘোষণা করেছে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট

৪.১ ভূমিকা

অপার সৌন্দর্যের লীলাভুমি বাংলাদেশ। ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও ইতিহাস এবং সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের কারণে এই দেশ সোনার বাংলা হিসেবে পরিচিত। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানা কারণে আবহমান বাংলার সেই রুপ-লাবণ্য মলিন হতে বসেছে। বর্তমানে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ একটি দেশ। ইতোমধ্যে এদেশের কৃষি, পানি, জীববৈচিত্র্য, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামোসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সমগ্র মানবজাতির উন্নয়নের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে প্রতিনিয়ত নষ্ট হচ্ছে পৃথিবীর জলবায়ুর স্বাভাবিক আচরণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের নির্দোষ শিকার।

বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল পৃথিবীর বৃহত্তম নদী অববাহিকার মোহনায় গঠিত হওয়ায় দেশটির প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত হওয়ার প্রবণতা বেশি। অধিকন্তু, এই ভূ-খন্ড এশিয়ার বৃষ্টিবহুল এলাকা দ্বারাও পরিবেষ্টিত। এ দেশের ৬০ শতাংশ ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে মাত্র ৫ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। HCCPR (Headley Center for Climate Prediction and Research) এর প্রাক্কলন অনুযায়ী বাংলাদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২০৮০ সাল নাগাদ ৪০ সেন্টিমিটার (১৫ ইঞ্চি) বৃদ্ধি পাবে (Streatfield, ২০১৮)।

বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিকে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। যার ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০০৯-১০ সালে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড গঠন করা হয়। এই তহবিল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ বলবৎ করা হয়। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট (BCCT), জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় BCCSAP-২০০৯ এর বিভিন্ন থিমেটিক এরিয়া অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করার মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এর বিধান অনুযায়ী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১১ জন মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, অর্থ সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য ও সিভিল সোসাইটির দুই জন বিশেষজ্ঞসহ মোট ১৭ জন সদস্য নিয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। উক্ত বোর্ডকে সহায়তা করার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বস্তুত: তাদের সুযোগ্য নেতৃত্বে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের সার্বিক কর্মকান্ডে যথেষ্ট গতিশীলতা এসেছে এবং প্রকল্পের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্বল্পোন্নত দেশ হওয়া সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত দেশের তহবিল প্রাপ্তির উপর নির্ভর না করে নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তনের বৈরি প্রভাব মোকাবেলার জন্য সরকারের রাজস্ব বাজেট হতে গঠন করা হয় 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (সিসিটিএফ)'। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক অভিঘাত মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকারের গৃহীত এ উদ্যোগ সমগ্র বিশ্বে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুরদর্শী সিদ্ধান্ত ও নেতৃত্ব প্রদান এবং পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য জাতিসংঘ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার "Champions of the earth-২০১৫" প্রদান করা হয়েছে।

৪.২ পরিচিতি

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০ এর ধারা ৩ মোতাবেক ২৪ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) গঠন করা হয়। ইতিপূর্বে গঠিত ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট এর জনবল সহ সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত ট্রাস্টে স্থানান্তর করা হয়েছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এর আওতায় গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি বোর্ড এবং কারিগরি কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালনসহ এ ট্রাস্ট ফান্ডের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করে আসছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ট্রাস্টের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

৪.৩ বিসিসিটি'র লক্ষ্য

- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের জনসাধারণের বা জনগোষ্ঠীর খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন ও দীর্ঘ মেয়াদি ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে মানুষ, জীববৈচিত্র্য ও প্রকৃতির উপর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজন, প্রশমন, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা করার পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৪.৪ বিসিসিটি'র উদ্দেশ্য

- সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের বাইরে বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় এ ট্রাস্ট তহবিল ব্যবহার;
- জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প বা কর্মসূচি গ্রহণ;
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন (Adaptation), প্রশমন (Mitigation), প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer), এবং অর্থ বিনিয়োগ (Finance & Investment) এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক গবেষণা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের আলোকে উপযুক্ত বিস্তারসহ পাইলট কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং ক্ষতিগ্রস্থতা মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর ভিত্তিতে কর্মসূচি বা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সম্ভাব্য পরিবেশ বিপর্যয় সম্পর্কে জন সচেতনতা সৃষ্টি ও বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি কার্যক্রমে সহায়তা করা।

৪.৫ ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের সার্বিক ব্যবস্থাপনা;
- জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড এবং কারিগরি কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমুহ কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপন এবং কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রকল্প প্রস্তাব সমুহ ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় উপস্থাপন;
- ট্রাস্টি বোর্ড এর সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়ন করা;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ফোকাল পয়েন্টদের সাথে সমন্বয় সাধন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত সুবিধাভোগী, সিভিল সোসাইটি, এনজিও, প্রাইভেট সেক্টর এবং আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন;
- বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৪.৬ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্গানোগ্রাম এবং লোকবলের বিবরণ

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ অনুযায়ী বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত সচিব পদ মর্যাদার একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক রয়েছেন এবং তিনি ট্রাস্টের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত আছেন। এছাড়াও যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, একজন সচিব ও ২ (দুই) জন পরিচালক রয়েছেন। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্গানোগ্রামে মোট ৮২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংস্থান রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

গ্রেড	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্যপদ
১ম শ্রেনী (গ্রেড ২ হতে ৯)	২৫	১৬	০৯
২য় শ্রেনী (গ্রেড ১০)	০৩	০১	০২
৩য় শ্রেনী (১১ হতে ১৬)	২৯	২০	০৯
৪র্থ শ্রেনী (১৭ হতে ২০)	২৫	২১	০৪
মোট =	**৮২**	**৫৮**	**২৪**

৪.৭ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের ২০২১-২২ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক্রম.	কার্যক্রমের বিবরণ	২০২১-২০২২
০১.	জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড এর সভা অনুষ্ঠিত হয়	০১ টি
০২.	জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় সরকারি প্রকল্পে অর্থায়নের পরিমান	১১৫.৯৮ কোটি টাকা
০৩.	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ২০২২-২৩ অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা	৬৮ টি
০৪.	গৃহীত প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্থছাড়ের পরিমাণ	১৩১.৪৬০৩৮১৪
০৫.	২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট হতে প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে	১৩৫ টি
০৬.	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা	৬৫ টি
০৭.	প্রকল্প পরিচালক, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সংখ্যা	০৪ টি
০৮.	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০ অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ৯৯.৩৭৯৮৬৬১ কোটি টাকার ৩৪% সমপরিমাণ অর্থ স্থায়ী আমানত করা হয়েছে যার পরিমাণ	১৭.০০ কোটি টাকা

৪.৮ বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে (ঈঙচ-২৭) অংশগ্রহণ

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এ স্বাক্ষরকারী সকল দেশের অংশগ্রহণে প্রতিবছর Conference of the Parties (COP-26) অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন নামে অভিহিত। বিগত ০৬-১৮ নভেম্বর ২০২২ সময়ে মিশরের শার্ম-আল শেখ শহরে অনুষ্ঠেয় বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (COP-27) অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতি বছরের মতো জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে একটি প্যাভিলিয়ন স্থাপন করেছে। কপ-২৭ এ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন স্থাপন করায় বিভিন্ন সাইড ইভেন্ট ও উচ্চ পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক সভা করা সহজতর হয়েছে। তাছাড়া উক্ত প্যাভিলিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সাইড ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ডেলিগেশনের সাথে অত্র ট্রাস্টের ১ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষে প্যাভিলিয়ন স্থাপন, সাইড ইভেন্ট আয়োজনসহ বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করেছে। বিসিসিটির পক্ষ থেকে প্যাভিলিয়নে ও সাইড ইভেন্টে আগত ডেলিগেটদের মাঝে ট্রাস্টের কার্যক্রম সম্বলিত ২০টি পেনড্রাইভ এবং বিসিসিটির প্রকাশনাসমূহ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত সম্মেলন বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের কার্যক্রমের উপর প্রামাণ্য ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।

৪.৯ কর্মশালার আয়োজন

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের দৈনন্দিন কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য ৫০ ঘন্টার অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার লক্ষ্য ছিল। নিম্নে ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

ক্রম.	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার শিরোনাম	দিন	অনুষ্ঠানের তারিখ	ঘন্টা	অংশগ্রহণকারী
০১.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১ দিন ব্যাপি	১২/০৯/২০২২	৭	৫৫
০২.	ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ প্রশিক্ষণ	১ দিন ব্যাপি	১৭/১১/২০২২	৭	২৮
০৩.	"শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ"	১ দিন ব্যাপি	০৬/১২/২০২২	৬	৫৬
০৪.	তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১ দিন ব্যাপি	১৯/১২/২০২২	৭	৫৬
০৫.	"জি.আর.এস সফটওয়্যার"	১ দিন ব্যাপি	২০/১২/২০২২	৭	৫৬
০৬.	"সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ"	১ দিন ব্যাপি	২১/১২/২০২২	৭	৫৬
০৭.	"ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন বিষয়ক"	১ দিন ব্যাপি	২৯/০৫/২০২৩	৭	২৮
০৮.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও জিআরএস সফটওয়ার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ দিন ব্যাপি	৩০/০৫/২০২৩	৭	৫৫
০৯.	তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ দিন ব্যাপি	৩১/০৫/২০২৩	৭	৪০
১০.	"তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ"	১ দিন ব্যাপি	১১/০৬/২০২৩	৭	৪০
১১.	"সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ"	১ দিন ব্যাপি	১২/০৬/২০২৩	৭	৫৩
১২.	৪র্থ শিল্প বিপবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা	১ দিন ব্যাপি	১৩/০৬/২০২৩	৩.৪৫	২৭
১৩.	ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা	১ দিন ব্যাপি	১৫/০৬/২০২৩	৬.৩০	২৩

৪.১০ পরিবেশ মেলায় অংশগ্রহণ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ০৫ জুন, ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাণিজ্য মেলার মাঠে সাত দিনব্যাপি পরিবেশ মেলার আয়োজন করা হয়। প্রতিবারের ন্যায় উক্ত মেলায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কর্তৃক একটি স্টল স্থাপন করা হয়। স্টলে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের ডামি, অনুমোদিত প্রকল্প সমূহের প্রজেক্ট প্রোফাইল, ট্রাস্টের কার্যক্রমের উপর পুস্তিকা, বুকলেট, ব্রুশিয়ার ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন জনিত নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার অংশ হিসেবে কুইজ প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়েছে।

৪.১১ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ড ও কারিগরি কমিটির সভা

২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বমোট ২টি কারিগরি কমিটি ও ১টি ট্রাস্টি বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বমোট ৬৮ টি প্রকল্প বাস্ড়বায়নের জন্য অনুমোদন করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ড এবং কারিগরি কমিটির সভার বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

২০২২-২৩ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ড সভার বিবরণ

ক্র.নং	সভা নং	সভার তারিখ	সভাপতি	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা
১.	৫৭ তম সভা	২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	জনাব মো: শাহাব উদ্দনি, এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৬৮ টি

২০২২-২৩ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ড সভার বিবরণ

ক্র.নং	সভা নং	সভার তারিখ	সভাপতি	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা
১.	৫৯ তম সভা	০৪, জানুয়ারি ২০২৩	জনাব ড. ফারহিনা আহমেদ সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৭১ টি
২.	৬০ তম সভা	১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	জনাব ড. ফারহিনা আহমেদ সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	

৪.১২ মন্ত্রণালয় ভিত্তিক প্রকল্প

২০২২-২৩ অর্থ বছরে অনুমোদিত মোট ৬৮টি প্রকল্পের মধ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়- ৩৫টি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়- ৫টি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-৫টি, কৃষি মন্ত্রণালয়-৪; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ০২টি; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ২টি; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় -১ টি; মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকল্প বস্তবায়ন করছে। নিম্নে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক চলমান প্রকল্পের বিবরণ তুলে ধরা হলো:

ক্র:	মন্ত্রণায়ের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	অনুমোদিত ব্যায় (কোটি টাকায়)	মন্তব্য
০১.	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	৬৩টি	৯৬.৫০	
০২.	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	২টি	১৩.৪৮	
০৩.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২টি	৪.০০	
০৪.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১টি	২.০০	
	সর্বমোট =	৬৮টি	১১৫.৯৮	

৪.১৩ থিমেটিক এরিয়া ভিত্তিক প্রকল্প

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯ (বিসিসিএসএপি-২০০৯) এ ৬টি থিমেটিক এরিয়া রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৬টি থিমেটিক এরিয়ায় ৬৮ টি প্রকল্প অনুমোদিত যার বর্ণনা নিম্নরূপ:

ক্র.নং	থিমেটিক এরিয়া	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা	অনুমোদিত ব্যয় (কোটি টাকায়)
১.	খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য	০২ টি	৬.০০
২.	অবকাঠামো	০৫ টি	৯.০০
৩.	গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা	০২ টি	৪.০০
৪.	প্রশমন ও কম কার্বন নিঃসরণ	৫৭ টি	৮৩.৫০
৫.	সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা জোরদারকরণ	০২ টি	১৩.৪৮
	সর্বমোট =	**৬৮ টি**	**১১৫.৯৮**

৪.১৪ বিভাগ ভিত্তিক প্রকল্পের তালিকা

২০২২-২৩ অর্থবছরে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ৬৮টি প্রকল্পের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১১টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৫টি, বরিশাল বিভাগে ০৫টি, রাজশাহী বিভাগে ১০টি, খুলনা বিভাগে ০৭টি, রংপুর বিভাগে ০৫টি, সিলেট বিভাগে ০৯ টি, ময়মনসিংহ বিভাগে ০৪টি এবং একাধিক বিভাগে ০২টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। যার বিন্যাস নিম্নরুপ:

ক্র.নং	বিভাগের নাম	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা	অনুমোদিত ব্যয় (কোটি টাকায়)
১.	ঢাকা	১১ টি	২৬.৯৮
২.	চট্টগ্রাম	১৫ টি	২৩.৫০
৩.	বরিশাল	০৫ টি	৭.৫০
৪.	খুলনা	০৭ টি	১৩.৫০
৫.	রাজশাহী	১০ টি	১৩.৫০
৬.	রংপুর	০৫ টি	৭.৫০
৭.	সিলেট	০৯ টি	১৩.৫০
৮.	ময়মনসিংহ	০৪ টি	৬.০০
৯.	একাধিক বিভাগ	০২ টি	৪.০০
	মোট =	**৬৮ টি**	**১১৫.৯৮**

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন

৫.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে বিএফআইডিস'র তিনটি জোনের (চট্টগ্রাম,সিলেট ও মধুপুর) আওতায় ১৮টি রাবার বাগান ও একটি রাবার ট্রেনিং সেন্টার এবং ০৮টি শিল্প ইউনিট রয়েছে। রাবার বাগান সংলগ্ন এলাকাকে কেন্দ্র করে হাট-বাজার, শিক্ষাঙ্গণ, ধর্মীয় উপাসনালয়সহ নানা ধরনের অবকাঠামো গড়ে ওঠায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্প্রসারিত হবার ফলে উত্তরোত্তর দেশের দুর্গম পাহড়ি ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে জীবন যাত্রার মান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। পৃথিবীর মানুষ বিভিন্নভাবে রাবারকে কাজে লাগিয়ে খেলার সামগ্রী থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ প্রায় ৪৬ হাজার পণ্যসামগ্রী তৈরি করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রফতানি করছে। রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর মাধ্যমে উচ্চফলনশীল রাবার ক্লোন আমদানী এবং রাবার বাগান ও শিল্প ইউনিটসহ বিএফআইডিসির সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) শক্তিশালীকরণ" প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে এবং প্রায় ৯ লক্ষ জীবনচক্র হারনো রাবার গাছ দ্রুত কর্তনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সম্ভাব্য সকল সেক্টরের উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। সে ধারাবাহিকতায় আধুনিক সভ্যতা বিকাশে রাবারের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনার বিষয় অনুভব করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সে লক্ষে ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ খ্রি. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রামু রাবার বাগানের বিশ্রামাগারে বসে তৎকালীন দায়িত্বরত বন কর্মকর্তাকে জরুরি কর্মসূচির মাধ্যমে পরবর্তী ৮ (আট) বছরে রাবারে স্বনির্ভর হবার নির্দেশ দেন। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বিএফআইডিসি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংস্থার মধ্যে অন্যতম প্রাচীন এবং মুনাফা অর্জনকারী রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান।

৫.২ পরিচিতি

- ★ বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।
- ★ বর্তমান বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন The Forest Industries Development Corporation Ordinance, ১৯৫৯-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত এবং Bangladesh Law (Revision and Declaration) অপঃ, ১৯৭৩ (Act No. VIII of ১৯৭৩) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
- ★ ১৯৬০-৬১ সনে কাপ্তাইস্থ কাঠ (লগ) আহরণ প্রকল্পের মাধ্যমে বিএফআইডিসি'র যাত্রা শুরু হয়।
- ★ দেশের রাবার চাষ ও এর উন্নয়ন কার্যক্রম ১৯৬১-৬২ সনে বন বিভাগ হতে বিএফআইডিসি এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।
- ★ ১৯৭২ সালের ৪৮ নম্বর অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন নামকরণ করা হয়।
- ★ এর প্রধান কার্যালয় ৭৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় নিজস্ব ভবনে অবস্থিত।

৫.৩ কর্পোরেশন এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

গবেষেনা, উন্নয়ন, কার্যকর প্রযুক্তির ব্যবহার, দক্ষতা অর্জন ও মানসম্মত সেবার মাধ্যমে রাবার ও রাবার কাঠ শিল্পকে টেকসই ও উন্নত করা এবং পাহাড়ী ও প্রত্যন্ত গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা এবং বিএফআইডিসিকে একটি প্রতিযোগিতামূলক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করাই কর্পোরেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

৫.৪ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন চেয়ারম্যান ও যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার তিনজন পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত একটি বোর্ডের মাধ্যমে এই সংস্থাটি পরিচালিত হয়।

গ্রেড	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত / বিদ্যমান সংখ্যা	শূন্যপদ
১ম শ্রেণী (১-৯ গ্রেড)	২৩৩	৯৯	১৩৮
২য় শ্রেণী (১০ গ্রেড)	১৩	-	১৩
৩য় শ্রেণী (১১-১৬ গ্রেড)	৪৮২	১৮৮	২৯৮
৪র্থ শ্রেণী (১৭-২০ গ্রেড)	৫৫৮	১৮৩	৩৭৬
উপমোট (পে-কমিশন) =	১২৮৬	৪৭০	৮১৭
শ্রমিক (মজুরি কমিশন)	৪৮৭৭	নিয়মিত ১২৭২	-
		অনিয়মিত ৩৬০৫	-
সর্বমোট =	**৬১৬৩**	**৫৩৪৩**	**৮১৭**

৫.৫ কার্যাবলী

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের সকল কার্যাবলী কৃষি (রাবার) ও শিল্প সেক্টরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

শিল্প সেক্টর

- বন বিভাগ ও বিএফআইডিসি'র রাবার বাগান হতে বনজ ও রাবার কাঠ আহরণ;
- আহরিত কাঠের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিজনিং ও প্রক্রিয়াজাতকরণ;
- আসবাবপত্র, দরজা-জানালা, চৌকাঠ, ডানেজ ইত্যাদি উৎপাদন করে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে থাকে;
- অপরদিকে কৃষি (রাবার) সেক্টর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রাবার চাষ ও রাবার উৎপাদনের মাধ্যমে রাবারে বাংলাদেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করণ;
- এছাড়াও, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদন।

কৃষি (রাবার) সেক্টর

বিএফআইডিসি কর্তৃক ১৯৬২ সাল থেকে অদ্যবধি বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় এবং নিজস্ব অর্থায়নে নিম্নোক্ত ০৩টি জোনের ১৮টি রাবার বাগানে মোট ৩৩,৩৪০.০০ একর রাবার বাগান সৃজন করা হয়েছে।

- রাবার বাগানের সংখ্যা ১৮টি;
- (চট্টগ্রাম জোনে-৯টি, মধুপুর জোনে-৫টি ও সিলেট জোনে- ৪টি)
- মোট জমির পরিমাণ- ৩৯৩৮৮.৯৬ একর;
- সৃজিত বাগানের পরিমাণ প্রায় ৩৩,৩৪০.০০ একর;
- রাবার গাছের সংখ্যা প্রায় ৩৯৩৩৬৫০ টি;
- উৎপাদনশীল গাছ ১৪২৩৬৯৭টি;
- অপরিপক্ক গাছ ২৫০৯৯৫৩ টি;
- অর্থনৈতিকভাবে জীবনচক্র হারানো গাছের সংখ্যা প্রায় ৯,২৩,৩৮৪ টি।

চট্টগ্রাম জোন

ক্রঃ নং	বাগানের নাম	অবস্থান	বাগান সৃষ্টির পরিমাণ (একর)	বাগান সৃষ্টির সন	উৎপাদন শুরুর সন
১.	রামু রাবার বাগান	রামু, কক্সবাজার	২১৫৩.০০	১৯৬১-৮৮	১৯৬৮
২.	রাউজান রাবার বাগান	রাউজান, চট্টগ্রাম	১৩৭৮.০০	১৯৬১-৮৮	১৯৬৮
৩.	ডাবুয়া রাবার বাগান	রাউজান, চট্টগ্রাম	২১২০.০০	১৯৬৯-৮৮	১৯৭৬
৪.	হলুদিয়া রাবার বাগান	রাউজান, চট্টগ্রাম	২২৪৬.০০	১৯৮৩-৮৮	১৯৯১
৫.	কাঞ্চননগর রাবার বাগান	হোয়াখো, চট্টগ্রাম	১১৩০.০০	১৯৮৩-৮৮	১৯৯১
৬.	রাঙ্গামাটিয়া রাবার বাগান	হোয়াখো, চট্টগ্রাম	১২৪১.০০	১৯৮৩-৮৮	১৯৯১
৭.	তারাখো রাবার বাগান	হোয়াখো, চট্টগ্রাম	২৪০৬.০০	১৯৮৩-৮৮	১৯৯১
৮.	দাতমারা রাবার বাগান	হোয়াখো, চট্টগ্রাম	৩৯৬৫.০০	১৯৭০-৮৮	১৯৭৮
৯.	রাউজান-রাঙ্গুনিয়া রাবার বাগান	রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম	৬৮৩.০০	২০১২-১৩	২০১৯
	উপমোট =		**১৭,৩২২.০০**		

সিলেট জোন

ক্রঃ নং	বাগানের নাম	অবস্থান	বাগান সৃষ্টির পরিমাণ (একর)	বাগান সৃষ্টির সন	উৎপাদন শুরুর সন
১.	ভাটেরা রাবার বাগান	কুলাউড়া, মৌলভীবাজার	২৪৬৭.০০	১৯৬৬-৮৮	১৯৭৪
২.	সাতগাঁও রাবার বাগান	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	১৭৪৪.০০	১৯৬১-৮৮	১৯৬৮
৩.	শাহাজীবাজার রাবার বাগান	মাধবপুর, হবিগঞ্জ	২০৪০.০০	১৯৬৯-৮৮	১৯৭৬
৪.	রূপাইছড়া রাবার বাগান	পুটিজুড়ি, বাহুবল, হবিগঞ্জ	১৮৩২.০০	১৯৮৩-৮৮	১৯৯১
	উপমোট =		**৮০৮৩.০০**		

টাঙ্গাইল-শেরপুর জোন

ক্রঃ নং	বাগানের নাম	অবস্থান	বাগান সৃষ্টির পরিমাণ (একর)	বাগান সৃষ্টির সন	উৎপাদন শুরুর সন
১.	পীরগাছা রাবার বাগান	মধুপুর,টাংগাইল	২৯০৬.০০	১৯৮৭-৯৭	১৯৮৬
২.	চাঁদপুর রাবার বাগান	মধুপুর,টাংগাইল	২৩৭৯.০০	১৯৮৯-৯৭	১৯৯৭
৩.	সন্তোষপুর রাবার বাগান	ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ	১০৩৬.০০	১৯৮৯-৯৭	১৯৯৭
৪.	কমলাপুর রাবার বাগান	মধুপুর,টাংগাইল	৯৯৪.০০	১৯৮৯-৯৭	১৯৯৭
৫.	কর্ণঝোড়া রাবার বাগান	শ্রীবর্দী, শেরপুর	৬২০.০০	১৯৮৯-৯৭	১৯৯৭
	উপমোট =		৭৯৩৫.০০		
	সর্বমোট =		৩৩,৩৪০.০০		

৫.৬ বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে রাবার সেক্টরের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের বিবরণ

সন	রাবার উৎপাদন (মে.টন)	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
২০১৭-১৮	৫৫৬৫.০০	৫০৬৮.৩৬
২০১৮-১৯	৫৬৮৮.০০	৫১২৭.৮৫
২০১৯-২০	৭০০০.০০	৫৫৮১.৮৭
২০২০-২১	৭০০০.০০	৫৫১২.৬৭
২০২১-২২	৭০০০.০০	৫০৩০.০০
২০২২-২৩	৬৪০৫.০০	৫৮০৪.০০

৫.৭ বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে নার্সারী ও পুনর্বাসন বাগান সৃজনের কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সন	নার্সারী সৃজন (একর)		পুনর্বাসন বাগান সৃজন (একর)	
	কর্মসূচি	বাস্তবায়ন	কর্মসূচি	বাস্তবায়ন
২০১৭-১৮	১৬.৫০	৬.১৫	১২১০.০০	২০০.৪৮
২০১৮-১৯	২২.৬০	১৭.৮০	৫৯১.০০	২৫৬.০০
২০১৯-২০	২৭.৭৫	১২.৮০	১৪৭০.০০	৮৭৬.০০
২০২০-২১	১৫.৬০	১৩.৭৫	৭২৬.০০	৭৩৮.০০
২০২২-২৩	২৩.৭০	২২.০০	৬৬৫.০০	৬৫৮.০০
মোট =	১০৫.৫০	৭৬.৪৮	৪২৬২.০০	৩২২৫.০০

৫.৮ রাবার বাগানের কার্যক্রম

রাবারের সাধারণ পরিচিতি

রাবার হলো প্রাকৃতিক উপায়ে সংগৃহীত একটি জৈব পদার্থ। সহজ করে বলতে গেলে রাবার গাছের কষই হচ্ছে রাবার। রাবার গাছ হতে প্রাপ্ত ল্যাটেক্স বা কষ কারখানায় প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত আর.এস.এস (ধুমায়িত রাবার শীট) দেশে বিক্রয় ও বিদেশে রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়।

বাণিজ্যিক ভাবে রাবার চাষ

রাবার চাষের উপযোগী ভূমি বেলেদোঁয়াশ মাটি, রাবার চাষ এলাকায় পানি নিষ্কাশন ও যাতায়াতের সুব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে ঐ জমিতে পানি জমতে না পারে। অপরিহার্য আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাতের উপর রাবার চাষের সফলতা নির্ভর করে। প্রস্তাবিত বাগন এলাকায় জঙ্গল পরিস্কার করা ও পোড়ানোর পর অবশিষ্ট ষ্ট্যাম্প ও আগাছা ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক ঔষধ নিয়মিত বিরতিতে প্রয়োগ করে জমিকে রাবার চাষ উপযোগী করা হয়।

রাবার বাগান সৃজন ও কাঁচা রাবার উৎপাদন পদ্ধতি

বর্তমান পদ্ধতিতে রাবার বাগান সৃজন করা হয় প্রথমত বীজ থেকে রাবার উৎপাদন পদ্ধতি ও গ্রাফটিং পদ্ধতির মাধ্যমে। চারা রোপণের সপ্তম বছর পর মাটি থেকে পাঁচ ফুট উচ্চতায় গাছের বেড় যখন ১৮ ইঞ্চি হয় তখন গাছটি উৎপাদনশীল হিসেবে বিবেচিত হয়। রাবার বাগানে দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টেপার সাধারণত: আগস্ট - এপ্রিল মাসে নতুন গাছ ওপেন করে থাকে।

পরিপক্ব রাবার গাছ নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে কাটার মাধ্যমে কষ সংগ্রহ করার পদ্ধতিকে টেপিং বলে। রাবার চারা রোপণ থেকে ৬ থেকে ৮ বছর পর সাধারণত রাবার গাছ টেপিং উপযোগী হয়ে থাকে। রাবার গাছের ছাল হচ্ছে রাবারের একমাত্র উৎপাদনশীল অংশ। উক্ত ছালের ভেতরের অংশে রয়েছে ল্যাটেক্স ভেসেল বা রাবার উৎপাদনকারী কষনালী। এই কষনালীগুলোতেই দুধের মতো সাদা রাবার কষ সঞ্চিত থাকে। একটি পরিপক্ক রাবার গাছ থেকে বেশি কষ সংগ্রহ করতে হলে, টেপিং কাজটা সূর্য উঠার আগে খুব ভোরে করতে হয় কারণ এ সময় সূর্যের আলো পর্যাপ্ত না থাকায় এবং গাছের প্রস্বেদন ক্রিয়া শুরু না হওয়ায়, কষনালীতে অধিক কষপ্রবাহ চালু থাকে। টেপিং করার সময় ছালের বাইরের দু'টি স্তর ভেদ করে এই কষনালীর স্তর কেটেই রাবার কষ সংগ্রহ করা হয়। এ ক্ষেত্রে গাছের কষ সংগ্রহ করতে গাছের সাথে বাটি বেঁধে একটি স্পাউট লাগিয়ে সাদা আঠালো কষ সংগ্রহ করা হয়। সঠিক টেপিংয়ে মাধ্যমে রাবার গাছ হতে সর্বাধিক পরিমাণ কষ আহরণ করা সম্ভব। কিন্তু ভুল পদ্ধতিতে টেপিয়ের ফলে গাছের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

উৎপাদন ও টেপিং

রাবার গাছ থেকে পরিষ্কার আবর্জনামুক্ত ল্যাটেক্স বা কষ সংগ্রহ করে নিয়ে আসার পর ছাকনির মাধ্যমে পরিষ্কার করে, কোয়াগুলেশন করার জন্য এলুমিনিয়াম এলয় দিয়ে বিশেষ ভাবে তৈরি কোয়াগুলেটিং ট্যাংকে প্রায় সমপরিমাণ পানি মিশিয়ে তরলীকরণ করা হয়। পরবর্তীকালে কষ জমাট বাধানোর জন্য প্রতি লিটার কষে ১ থেকে ১.৫ সিসি তরল ফরমিক অ্যাসিড ভালোভাবে মিশিয়ে ১ ইঞ্চি পুরুত্বে পার্টিশন পেট বসিয়ে ঢেকে রাখা হয়। কষ সাধারণত দশ থেকে বারো ঘণ্টার মধ্যেই জমাট বাঁধে। জমাট বাধানো শিট কুয়াগুলেটিং ট্যাংক থেকে উঠিয়ে অটোশিট রোলিংমেশিনের মাধ্যমে রোলিং করে, অতিরিক্ত এসিডের মাধ্যমে পানি নিঃসরণ করে ৬ থেকে ৭ মিলিমিটার পুরো সিটে পরিণত করা হয়। রোলিং কৃত শিট পরিষ্কার পানিতে ধৌত করে ড্রিপিং সেড বা কাঠ/বাঁশের তৈরি হ্যাঙ্গারে পরপর সাজিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

ড্রিপিং সেডে প্রায় ২৪ ঘন্টা হালকা আলো-বাতাসে শিটগুলো শুকানোর পর, তা ধুমঘরে ধুমায়নের জন্য নিয়ে আসা হয়, ধুমঘরের আধুনিক ট্রলিতে শিটগুলো ভালোভাবে সাজিয়ে ১০০ থেকে ১৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ৪৮ ঘন্টা অনবরত ধুমায়ন করা হয়। পরবর্তীতে রাবারের গুনগত মানের উপর ভিত্তি করে গ্রেড ১, গ্রেড ২ ও গ্রেড ৩ এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে বান্ডিল করা হয়। একই শ্রেণীর ২৫ কেজি রাবার শীট দিয়ে একটি বান্ডিল তৈরী করা হয়, পরবর্তীতে এই রাবার ট্রাকযোগে ঢাকাস্থ মিরপুরের বিভাগীয় তিনটি রাবার জোনের নিজস্ব গুদামে সংরক্ষণ করা হয়। বিএফআইডিসির উৎপাদিত রাবার মাসে দুইবার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও খোলা দরপত্রের মাধ্যমে এবং নির্ধারিত দরে দেশের বিভিন্ন রাবারভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান ও রাবার ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় এবং বিদেশে রপ্তানী করা হয়।

৫.৯ রাবার থেকে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী

স্বাধীনতার পূর্বে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১০-১৫টি রাবারভিত্তিক ছোট ছোট কারখানা ছিল। স্বাধীনতাত্তোর সময়ে পর্যায়ক্রমে রাবারের উৎপাদন ও চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে বেসরকারি মালিকানায় বিভিন্ন সময়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের প্রায় ৪০০টির মতো রাবারভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। এসব কারখানা থেকে তৈরি হচ্ছে নানা প্রকারের রাবার সামগ্রী। বাংলাদেশে বিএফআইডিসি'র উৎপাদিত রাবার মিনিবাস, প্রাইভেটকার, বেবিট্যাক্সি, মোটরসাইকেল, রিক্সা, বাইসাইকেলের টায়ার-টিউব, চপ্পল, হোস পাইপ, রাবার সোল, বাকেট, গ্যাসকেট, অয়েলসিট ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত

পাট ও বস্ত্রশিল্প এবং রাবারজাত শিল্পের ব্যবসায়ীগণ, বিএফআইডিসি'র কাঁচা রাবার, ট্রিলেছ-কাপলাম্প টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় করে এ থেকে বিভিন্ন প্রকার পণ্য যেমন: টেক্সটাইল ও জুট মিলের স্পেয়ার পার্টস, রাবার ম্যাট ও রাবার জাতীয় বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ, অটোমোবাইলের টায়ার-টিউব, বক রাবার, জুতার সোল, স্যান্ডেল, রাবার শিট, গ্যাসকেট ইত্যাদি এবং সরকারি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এসেনশিয়াল ড্রাগস লিমিটেড কনডম উৎপাদন এবং বাজারজাত করছে।

৫.১০ রাবার থেকে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী

রাবার দেশের প্রধান অর্থকরী ফসলের মধ্যে অন্যতম। বিএফআইডিসির ১৮টি রাবার বাগানে বছরে প্রায় ৫ হাজার ৫০০ মেঃ টন রাবার উৎপাদিত হয়। যা দেশে বিক্রয় ও বিদেশে রফতানি করা হয়ে থাকে।

রাবার গাছ বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে, কারণ এ গাছ অন্য যেকোনো গাছের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি পরিমাণ অক্সিজেন উৎপাদন এবং কার্বন শোষণ করে থাকে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি হেক্টর রাবার বাগান বায়ু মন্ডল থেকে বার্ষিক ৩৯.০২ মে. টন কার্বন শোষণ করে। প্রকৃতির অপূর্ব সৃষ্টি রাবার গাছ যেমন আমাদের অর্থনীতি বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে, তেমনি পরিবেশরক্ষার ক্ষেত্রে সমান অবদান রেখে যাচ্ছে।

৫.১১ শিল্প সেক্টর

বর্তমানে চলমান শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ৮ টি (ঢাকায়-২টি, চট্টগ্রামে-৪টি, কাপ্তাই-১টি, শ্রীমঙ্গলে-১টি)

ক্রমিক নং	শিল্প ইউনিট এর নাম	স্থাপন সন
০১.	ক্যাবিনেট ম্যানুফেকচারিং প্ল্যান্ট, মিরপুর, ঢাকা।	১৯৬২
০২.	ইস্টার্ন উড ওয়ার্কস, তেজগাঁও , ঢাকা।	১৯৭২
০৩.	ফিডকো ফার্নিচার কমপ্লেক্স, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম।	১৯৬৪
০৪.	কেবিনেট মেনুফ্যাকচারিং প্লান্ট, কালুরঘাট।	১৯৬২
০৫.	সাঙ্গু মাতামুহুরী কাঠ আহরণ ইউনিট, কালুরঘাট।	১৯৬০
০৬.	কাষ্ঠ সংরক্ষণ ইউনিট, কালুরঘাট।	১৯৬১
০৭.	লাম্বার প্রসেসিং কমপ্লেক্স, কাপ্তাই, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।	১৯৬৬
০৮.	প্রেসার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।	২০১৮

০৩টি শিল্প ইউনিট রাবার কাঠ সংগ্রহ, সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট কাজে এবং ০৫টি ইউনিট সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী আসবাবপত্র তৈরি ও সরবরাহ কাজে নিয়োজিত।

৫.১২ জীবনচক্র হারানো রাবার গাছ প্রক্রিয়াকরণ

অতীতে জীবনচক্র হারানো রাবার গাছ শুধুমাত্র জ্বালানী কাঠ হিসেবে ব্যবহার হত। ফলে পরিবেশ দূষণ সহ রাজস্ব আয় কম হতো। কিন্তু বর্তমানে উক্ত রাবার গাছ হতে প্রাপ্ত কাঠ প্রক্রিয়াকরণ করে প্রথম শ্রেণীর কাঠে রূপান্তর পূর্বক আধুনিক ডিজাইনের আসবাবপত্র তৈরি করা হচ্ছে।

৫.১৩ বিএফআরআই কর্তৃক রাবার কাঠ গবেষণার ফলাফল

মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও শ্রীলংকা সহ বিভিন্ন দেশের গবেষণাগারের নিয়ম অনুসরণ করে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) এর রাবার বাগানের রাবার কাঠ নিয়ে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। তারই ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, রাবার কাঠ মধ্যমমানের শক্ত কাঠ এবং এর বিভিন্ন গুণাবলী সেগুন কাঠের কাছাকাছি।

৫.১৪ বিএফআরআই এর বুলেটিং নং-৬, ৭ ও ১৩-১৯৯২ খ্রি. মোতাবেক গুণাবলী

(ক) রাবার কাঠের সাধারণ গুণাবলী

- রাবার কাঠ লগ আকারে প্রকিউর করা যায়।
- হ্যান্ড টুলস্ দ্বারা রাবার কাঠের মেশিনিং এবং ফিনিশিং করা যায়।
- রাবার কাঠ চিরাই, পরিশোধন ও মৌসুমীকরণ সহজ।
- রাবার কাঠের তক্তা ১২% আদ্রতায় আনা যায়।

(খ) রাবার কাঠের টেকনিক্যাল গুণাবলী

- রাবার কাঠ চমৎকাররূপে রাঁদা করে ছিদ্র ও খাঁজ কেটে বিভিন্ন আকৃতি ও নমুনায় রূপান্তর করা যায়।
- কাঠের সার্ফেস ফিনিসিং করতে হালকা স্যান্ডিং (শিরিষ কাগজ দ্বারা ঘষা) করলেই চলে। তারপর চক পাউডার এবং স্পিরিট দ্বারা সার্ফেস মসৃণ করে চূড়ান্ত কোটিং হিসেবে শেলাক ও কারপা প্রয়োগ করলে চকচকে হয়।
- কাঁচা রাবার কাঠ চিরাই করে তাড়াতাড়ি ট্রিটমেন্ট ও সিজনিং করলে ভাল হয়।

(গ) রাবার কাঠ শুকানোর পদ্ধতি

- সঠিক প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ২.৫০ সেঃমিঃ পুরুত্বের রাবার কাঠ যান্ত্রিক উপায়ে শুকাতে ৬ দিন এবং খোলা বাতাসে শুকাতে ৪৫ থেকে ৬০ দিন সময় লাগে।

(ঘ) রাবার কাঠের ব্যবহার

- ফার্নিচার যথা: চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমিরা, সোফাসেট ইত্যাদি তৈরিকরণ।
- দরজা-জানালা তৈরিকরণ।
- প্লাইউড এবং পার্টিক্যাল বোর্ড তৈরিকরণ।
- রাবার কাঠের মণ্ড থেকে প্রিন্টিং, প্যাকেজিং এবং ওয়ার্কিং পেপার তৈরিকরণ।

৫.১৫ বিএফআরআই এর বুলেটিং নং-৬, ৭ ও ১৩-১৯৯২ খ্রি. মোতাবেক গুণাবলী

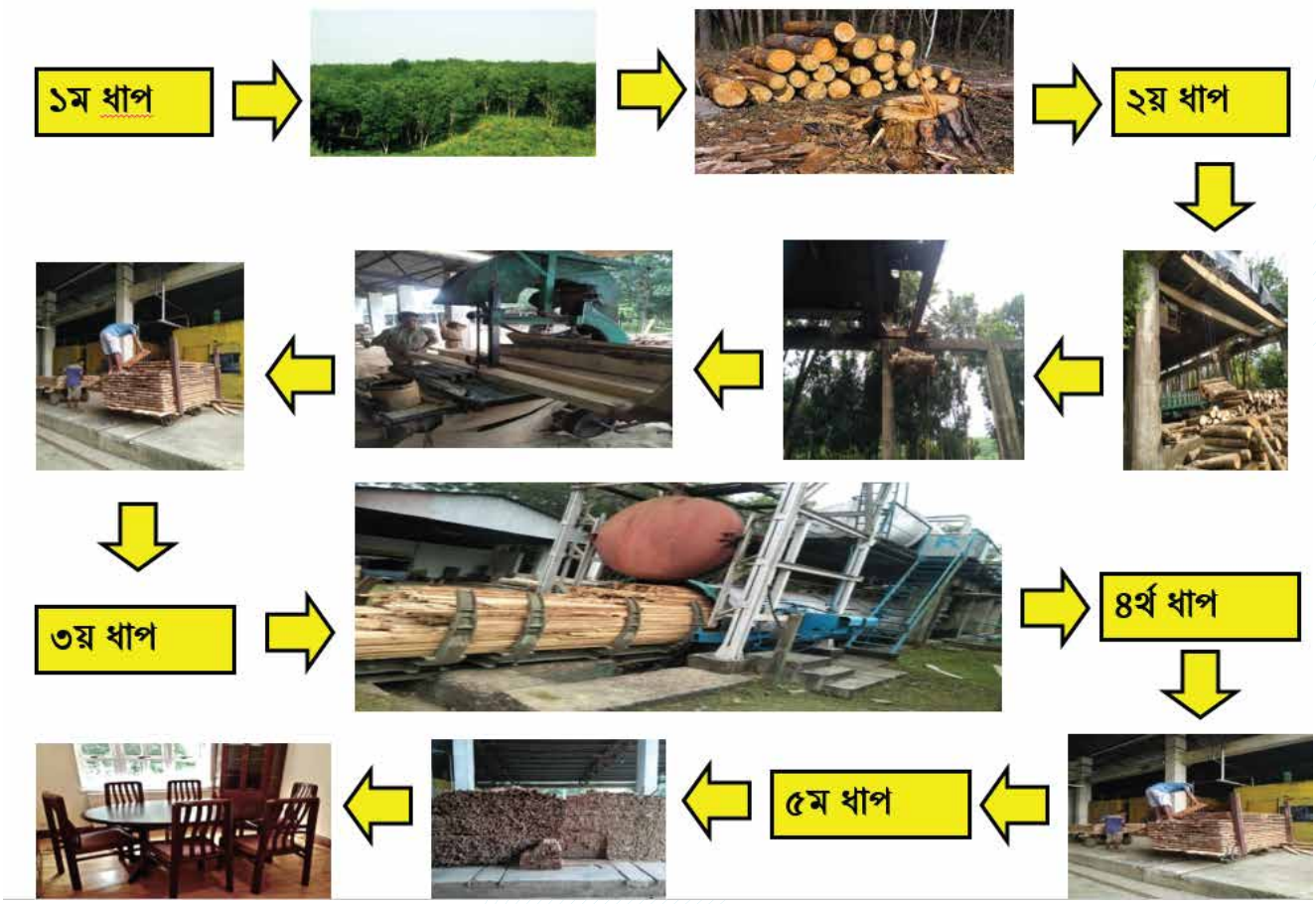

৫.১৬ বিগত ৫ বছরে প্রসেসিংকৃত রাবার সাইজ কাঠ আন্ত:ইউনিটে সরবরাহের চিত্র

বিএফআইডিসি'র ৩টি শিল্প ইউনিটি রাবার কাঠ প্রক্রিয়াকরণ করে (সাইজ কাঠ) অপর ৫টি শিল্প ইউনিটে সরবরাহ সম্পর্কিত তথ্য

সন	ঘনফুট	টাকা
২০১৮-১৯	৫৮,৫৯৮	৭২,৬৩,০৯,২৮৬.০০,৬৩
২০১৯-২০	৬৬,১৪৮	৮৩,৪৬,০৯,৬৩২.০০
২০২০-২১	৮৯,৭৮৮	১০৭,৩৯,০৭,৩৫৫.০০
২০২১-২২	৯১,১৬৯	১১০,৬৭৭,৫৪৭.০০
২০২২-২৩	৬১,৭২৭	৭৮৬, ৩৬,৭৫০.০০

৫.১৭ বিগত ৫ বছরে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ফার্নিচার সরবরাহের চিত্র

সন	ঘনফুট	টাকা
২০১৮-১৯	৪৪৫৪৯০	৮৩ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০	৪৯৪৭৯০	৭৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা
২০২০-২১	৫৪০২০০	৯৯ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা
২০২১-২২	৪৭৬৪৬০	৯১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা
২০২২-২৩	৩৮৯০০০	৯৬ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা

৫.১৬ ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিএফআইডিসি'র রাবার সেক্টরে চলমান উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	দপ্তর/বাগানের নাম	জোনের নাম	মূল্য ও কার্যাদেশের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ
১.	হলদিয়া রাবার বাগান চট্টগ্রাম এর ০৩ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আধুনিক ধূমঘর	হলদিয়া রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম জোন	৩৯,০০,০০০.০০	০৯-১১-২০২২
২.	দাঁতমারা রাবার বাগান, চট্টগ্রাম এর ০৩ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আধুনিক ধূমঘর	দাঁতমারা বাবার বাগান, চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম জোন	৩৩,০০,০০০.০০	১৫.০১.২০২৩
৩.	চট্টগ্রাম জোন দপ্তরের আঙ্গিনায় মাটি ভরাট, মেইন গেট তৈরি ও রেস্ট হাউজের ছাদ মেরামত	চট্টগ্রাম জোন দপ্তর	চট্টগ্রাম জোন	২০,৯০,৪০০.০০	৩০-০৪-২০২২
৪.	রাউজান-রাঙ্গুনিয়া রাবার বাগানের ঐইই রোড ও ট্রাক পার্কিংগ্রাউন্ড	রাউজান-রাঙ্গুনিয়া রাবার বাগান	চট্টগ্রাম জোন	১২,০৪,৯২৩.৩১	২০-০৫-২০২২
৫.		ডাবুয়া রাবার বাগান	চট্টগ্রাম জোন	২৪,৪৬,৬৬৬.০০	১৪-০৮-২০২২
৬.	রাউজান রাবার বাগানের ০৩ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আধুনিক ধূমঘর ও মিলিং সেড নির্মাণ	রাউজান রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম জোন	৭৭,২৮,৮৩০.৮৩	৩১-০১-২০২৩
৭.	রাউজান রাবার বাগানের ৫০০ রানিং ফিট ঐইই রাস্তা নির্মাণ	রাউজান রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম জোন	১১,৭৮৭০১.০০	০৮-০৮-২০২২
৮.	১.৫ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আধুনিক ধূমঘর	রাউজান-রাঙ্গুনিয়া রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম জোন	২৪,৯৮,৪২৮.৬৩	কাজ চলমান
৯.	শাহজীবাজার রাবার বাগানে ড্রিপিং শেড কাম গ্যাস চালিত আধুনিক ধূমঘর	শাহজীবাজার রাবার বাগান	সিলেট জোন	১,৩২,২৫,৪৮২.৮৬	১৪-১১-২০২২
১০.	পীরগাছা রাবার বাগানের ০১টি ধূমঘরে চাকা যুক্ত ট্রলি চলাচলের রাস্তা নির্মাণ	পীরগাছা রাবার বাগান, টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল-শেরপুর জোন	অনুমোদিত অর্থ	১৬-০৮-২০২২

এছাড়াও শিল্প ইউনিটে নিম্নোক্ত উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদিত হয়েছে

- লাম্বার প্রসেসিং কমপ্লেক্স, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটিতে অফিস, রেস্ট হাউজ ও করাতকল শেড আধুনিকায়ন।
- কাষ্ঠ সংরক্ষণ ইউনিট, কালুরঘাট, চট্টগ্রামে স'মিল শেড নির্মাণ, বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন আধুনিকায়ন।
- সাঙ্গু মাতামুহুরি কাঠ আহরণী ইউনিট, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম আধুনিকায়ণে উন্নতমানের মেশিনারীজ ক্রয়।
- সিএমপি, মিরপুর, ঢাকা আধুনিকীকরণে উন্নতমানের মেশিনারীজ ক্রয়।
- ইস্টার্ন উড ওয়ার্কস, তেজগাঁও, ঢাকায় আধুনিক সিএনসি রাউটার মেশিন এবং লেকার চেম্বার ও থিকনেচার প্ল্যানার স্থাপন।
- সিএমপি, কালুরঘাট, চট্টগ্রামে নতুন মর্টাইজার মেশিন ক্রয় ও স্থাপন।
- ফিডকো ফার্নিচার কমপ্লেক্স, কালুরঘাট, চট্টগ্রামে আধুনিক লেকার চেম্বার স্থাপন এবং অফিস ও কারখানা সেড মেরামত।
- রাবার কাঠ প্রেসার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজারে স'মিল ও ফার্নিচার সেড নির্মাণ।

বিএফআইডিসি, রাবার বিভাগ, চট্টগ্রাম জোনের নবনির্মিত গেইট উদ্বোধন।

রাবার কাঠ প্রেসার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এর ফার্নিচার ও স'মিল শেড নির্মাণ এর ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন।

কালুরঘাট মহাপ্রকল্পের গেইট নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

কাষ্ঠ সংরক্ষণ ইউনিট এর পাওয়ার স্টেশন উদ্বোধন।

৫.১৭ বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

অর্জনের বিষয়	বিবরণ	অগ্রগতি
গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫)	বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এর ১৮টি রাবার বাগানের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে "অর্থনৈতিকভাবে জীবনচক্র হারানো রাবার গাছ কর্তন, পুন:বাগান সৃজন ও রাবার প্রক্রিয়াকরণ আধুনিকায়ন" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৪৩ কোটি টাকা। প্রকল্পটি বর্তমানে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে।
	বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এর ০৭টি শিল্প ইউনিটের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এর ০৭টি শিল্প ইউনিট আধুনিকায়ন এবং কালিয়াকৈর, গাজীপুরে একটি নতুন শিল্প ইউনিট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০০ কোটি টাকা। প্রকল্পের সম্ভাবতা যাচাইয়ের নিমিত্ত EOI আহ্বান করা হয়েছে।
	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে "জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনে আধুনিক রাবার সংরক্ষণাগার নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	বর্তমানে প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৫.১৮ বিগত ০৫ বছরে সেক্টর ভিত্তিক লাভ-ক্ষতির বিবরণ (লক্ষ টাকায়)

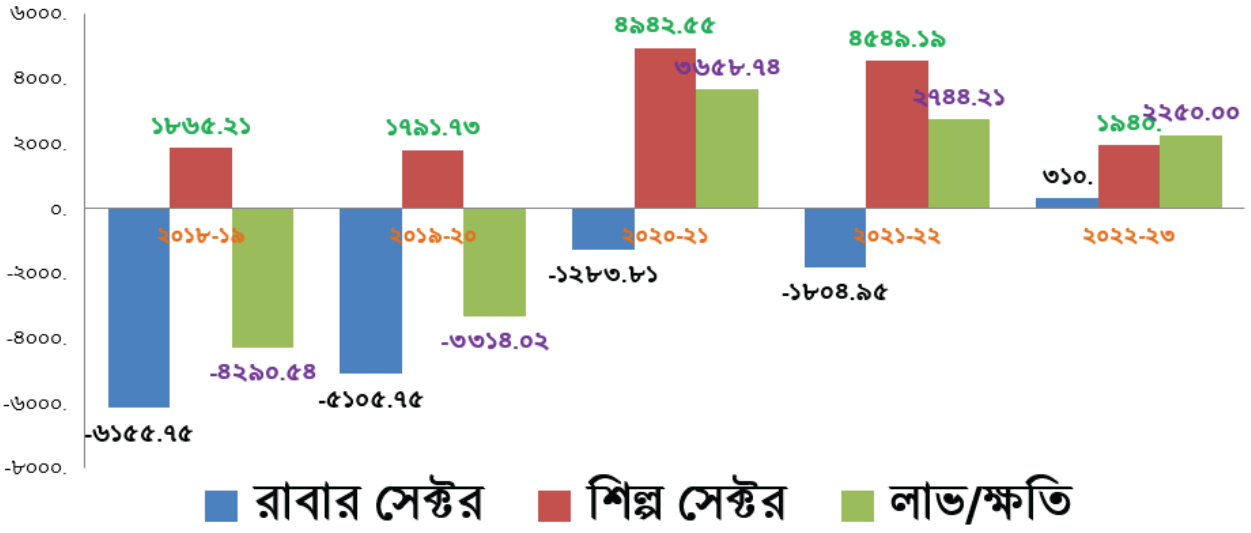

৫.১৯ বিগত পাঁচ বছরে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া রাজস্বের পরিমাণ

ক্র. নং	জমার খাত	অর্থবছর					
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	সর্বমোট
১.	বিক্রয় ভ্যাট	৮২৭.৩০	১০৪৭.৭১	১৮৯৮.৮৬	২১৮৩.৫৩	১৭৮৪.৮৫	৭৭৪২.২৪
২.	বিক্রয় কর	৬.২২	৪.৭৬	১০.৭৪	২৮.৯৪	১৮৮.১১	২৩৮.৭৬
৩.	আয়কর (কর্পো.)	২৭০.০০	১৩৮.৯৩	১৩৪.৭৬	৪৫৫.৪৪	৭১৮.৭৫	৭৪৮.৬৪
৪.	আবগারি শুল্ক	-	-	-	৬৪২.১৯	১৬২.৮২	৮০৫.০১
৫.	আয়কর বেতন	৪.৯২	১০.৮৯	৭.৬৯	৬.৩৮	৬.১৭	১০০৫.৩০
৬.	অন্যান্য শুল্ক	৩০০.০০	৫২৮.১৫	৭২০.৫০	৬৩৮.১৭	৯৮৬.৭৫	৩১৭৩.৫৭
	মোট =	১৪০৮.৮৮	১৭৩০.৮৮	২৭৭২.৫৫	৩৯৫৮.৬৫	৩৮৪৭.৪৫	১৩৭১৩.৫২

৫.২০ বিএফআইডিসি'র তৈরি ফার্নিচারের বৈশিষ্ট্য

- গুণগতমানের দিক থেকে শীর্ষে অবস্থান।
- তৈরীকৃত আসবাবপত্রের মান নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়।
- যেকোন ডিজাইনের অর্ডার নেয়া হয়। প্রয়োজনে আধুনিক সিএনসি মেশিন ব্যবহার করা হয়।
- সময়মত সরবরাহ করা হয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেয়া হয়।
- উন্নতমানের মেশিনারিজ ব্যবহার করে দক্ষ শ্রমিক দ্বারা নিখুঁত আসবাবপত্র তৈরী করা হয়।
- আধুনিক লেকার চেম্বারের মাধ্যমে লেকার বার্নিশ করা হয়।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

৬.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের বন গবেষণা বিষয়ক একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে "ফরেস্ট প্রোডাক্ট ল্যাবরেটরী" নামে চট্টগ্রামে এ প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। পরবর্তীতে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি প্রেক্ষিতে বনজ সম্পদ গবেষণার পাশাপাশি বন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করে ১৯৬৮ সালে বিএফআরআইকে বন বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ সংস্থা হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিএফআরআই এ বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ রক্ষা, জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, বন মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, উন্নত ও গুণগত মানসম্পন্ন বীজ ও চারা উৎপাদন, ঔষধি উদ্ভিদ ও বিপন্নপ্রায় উদ্ভিদের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ, বন ব্যাধি ও কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সেখানে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশের উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকি মোকাবেলায় বিশেষ অবদান রাখছে।

৬.২ রূপকল্প (Vision)

বন ও বনজ সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় মানসম্মত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে বিশ্বমানে রূপান্তর করা।

৬.৩ অভিলক্ষ্য (Mission)

দেশের বন ও বনজ সম্পদের সংরক্ষণ, জলবায়ু সহনশীল প্রজাতি নির্বাচন, টেকসই ব্যবস্তাপনা, উৎপাদন বৃদ্ধি, ও সুষ্ঠু ব্যহারের লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ ভোক্তাগোষ্ঠিকে অবহিতকরণ।

৬.৪ উদ্দেশ্য

- বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক গবেষণা
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন ও বনজ সম্পদ বিপর্যয় রোধকল্পে গবেষণা
- উন্নতমানের বীজ ও চারা উৎপাদন, নার্সারি ও বন বাগানে পোকামাকড় ও রোগ বালাই দমন, বন্যপ্রাণীসহ জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং মৃত্তিকার উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা
- বাঁশ, বেত ও ভেষজ উদ্ভিদসহ অন্যান্য বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা
- কাঠ ও অকাষ্ঠল বনজ সম্পদের গুনাগুণ উন্নয়ন, সুষ্ঠু ব্যবহার ও বাণিজ্যিক পণ্য উদ্ভাবন বিষয়ক গবেষণা
- বন বিষয়ক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে ভোক্তাগোষ্ঠিকে এবং দেশের বনবিদ্যা বিষয়ে গবেষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্টদের পক্রিয়াজাতকরণ

৬.৫ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের জনবল

পদ (গ্রেড ভিত্তিক)	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	শূণ্য পদ
১ম (২য় হতে ৯ম)	১০২	৭২	৩০
২য় (১০ম গ্রেড)	৫৪	২৮	২৬
৩য় (১১ হতে ১৯ম)	৪২১	১৮৪	২৩৭
৪র্থ (২০ম গ্রেড)	১৯২	৭৫	১১৭
মোট =	৭৬৯	৩৫৯	৪১০

৬.৬ প্রধান কার্যাবলী

প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা কার্যক্রম বন ব্যবস্থাপনা ও বনজ সম্পদ উইং এর অধীনে ১৭ টি গবেষণা বিভাগ ও ১ টি শাখার আওতায় এবং নিম্নোক্ত ১৪ টি প্রোগ্রাম এরিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

- Production of quality planting materials
- Plantation technique & forest management
- Breeding and tree improvement
- Bamboo and non-timber economic crops
- Biodiversity conservation
- Forest inventory, growth and yield
- Soil conservation and watershed management
- Ecosystem valuation
- Social forestry and farming system research (FSR)
- Forest pest and diseases
- Post harvest utilization-physical processing
- Post harvest utilization-chemical processing
- Climate change adaptation and mitigation
- Training and transfer of technology

৬.৭ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম এর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সদস্য পদ

Sl.No.	Title	Country	সংস্থার সদস্য হওয়ার তারিখ
01.	Commonwealth Forestry Association	England	১৯৯৪
02.	IUFRO (International Union of Forest Research Organization	Austria	১৯৭৬
03.	APAFRI (Asia-Pacific Forest Invasive Species Network)	Malaysia	২০০১
04.	INBAR (International Network for Bamboo and Rattan)	China	১৯৯৮

৬.৮ বিএফআরআই কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থ বছরে বৈজ্ঞানিক ও পপুলার আর্টিকেল বিভিন্ন দেশী-বিদেশী জার্নাল, বুলেটিন/ বুকলেট ও নিউজলেটার-এ প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্যাবলী

বিভাগ	জার্নাল পেপার	প্রসেডিংস পেপার	পপুলার আর্টিকেল	নিউজলেটার (সংখ্যা)	মোট
বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ	-	-	২	-	২
বন অর্থনীতি বিভাগ	-	-	-	২	২
বন ইনভেন্টরী বিভাগ	১	-	-	২	৩
প্লান্টেশন ট্রায়েল ইউনিট বিভাগ	-	-	১	-	১
গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ	২	-	-	১	৩
বিজ বাগান বিভাগ	১	-	-	-	১
সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ	২	১	-	২	৫
বন রসায়ন বিভাগ	৩	-	-	-	৩
মন্ড ও কাগজ বিভাগ	১	-	-	-	১
কাষ্ঠ যোজনা বিভাগ	১	-	-	-	১
কাষ্ঠ সংরক্ষণ বিভাগ	২	-	-	১	৩
বন্য প্রানী	-	-	১	-	১
মোট =	১৩	১	৪	৮	২৬

৬.৮ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকাশিত বাংলাদেশ জার্নাল অব ফরেস্ট সাইন্স (Bangladesh Journal of Forest Science) এবং নিউজলেটার

চিত্র-৬.১: বিএফআরআই কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থ বছরে কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ জার্নাল অব ফরেস্ট সাইন্স

চিত্র-৬.২: বিএফআরআই কর্তৃক প্রকাশিত নিউজলেটার জুলাই-সেপ্টেম্বর,২০২২

চিত্র-৬.৩: বিএফআরআই কর্তৃক প্রকাশিত নিউজলেটার অক্টোবর-ডিসেম্বর,২০২২

চিত্র-৬.৪: বিএফআরআই কর্তৃক প্রকাশিত নিউজলেটার জানুয়ারি-মার্চ,২০২৩

৬.৯ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি (২০২২-২০২৩)

ক্র:নং	উদ্ভাবিত প্রযুক্তি	উপকারভোগী/প্রযুক্তি ব্যবহারকারী
১.	টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে এ্যাসপার ও মুসো বাঁশের (Dendrocalamus asper I Phyllostachys edulis) seed থেকে direct regeneration এর মাধ্যমে চারা উৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে।	দেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোক্তা
২.	উচ্চ ফলনশীল বাঁশের ৩টি নতুন লাইন BFRI bamboo line BB1, BS1 এবং BN1 উদ্ভাবিত হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।	দেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোক্তা
৩.	উচ্চ ফলনশীল রাবারের ১টি নতুন লাইন BFRI গজ ০০১ উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের জন্য সম্প্রসারণ করা হয়েছে।	দেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোক্তা

৬.১০ উল্লেখযোগ্য গবেষণা সাফল্য (২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের অর্জিত চিত্রসহ)

★ বাংলাদেশের বনাঞ্চলের ঝুঁকিপূর্ণ ৩টি গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষ প্রজাতি বৈলাম, তেলি গর্জন এবং সাদা গর্জন এর জিন পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে ডিএনএ বারকোড সংক্রান্ত গবেষণা অব্যাহত রয়েছে।

★ বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতি আফ্রিকান টিক ওক, বৈলাম এবং ট্যাক্সোডিয়াম এর বংশবিস্তার ও সংরক্ষণে চারা উৎপাদনে টিস্যু কালচার কৌশল উদ্ভাবনে গবেষণা অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে কাটিং এর মাধ্যমে উৎপাদিত ট্যাক্সোডিয়াম এর চারা মাটিতে রোপণ করা হয়েছে।

★ চীনের নতুন ৪টি বাঁশ প্রজাতির দ্রুত বংশবিস্তার ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে টিস্যু কালচার গবেষণা চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ কর্তৃক টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে এ্যাসপার ও মুসো বাঁশের (Dendrocalamus asper I Phyllostachys edulis) seed থেকে direct regeneration এর মাধ্যমে চারা উৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। টিস্যু কালচারজাত চারা নার্সারিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং এবং মাঠ পর্যায়ে লাগানো প্রক্রিয়াধীন আছে।

বিটপ উৎপাদন

পলিব্যাগে চারা স্থানান্তর

নার্সারিতে প্রলিফেরাসন ওপরিচর্যা

চিত্র-৬.৫: টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে এ্যাসপার বাঁশের চারা উৎপাদন কৌশল ।

চিত্র-৬.৬: টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে মুসো বাঁশের চারা উৎপাদন কৌশল।

★ টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে উচ্চ ফলনশীল বাঁশের ৩টি নতুন জাত BFRI bamboo BB1, BN1 এবং BS1 উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের জন্য সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

চিত্র-৬.৭: টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে উৎপাদিত উচ্চ ফলনশীল বাঁশ জাত BFRI bamboo BB1

চিত্র-৬.৮: টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে উৎপাদিত উচ্চ ফলনশীল বাঁশ জাত BFRI bamboo BN1

চিত্র-৬.৯: টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে উৎপাদিত উচ্চ ফলনশীল বাঁশ জাত BFRI bamboo BS1

★ টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে উচ্চ ফলনশীল রাবারের ১টি নতুন জাত BFRI গজ ০০১ উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের জন্য সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

চিত্র-৬.১০: মালয়শিয়ান রাবার ক্লোন PB ৩৫০

চিত্র-৬.১১: বার্ড গ্রাফটিং প্রক্রিয়ায় নার্সারিতে উত্তোলিত রাবার চারা।

চিত্র-৬.১২: মাঠ পর্যায়ে লাগানো নতুন উচ্চফলনশীল রাবার জাত বিফআরআই গজ ০০১।

★ ভোক্তাসাধারণের মাঝে বাঁশের চারা সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে টিস্যু কালচার ও কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে বাঁশের ১৪টি প্রজাতির ১৩,৪৭০টি চারা সরকারি রেভিনিউ সংগ্রহের মাধ্যমে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি পর্যায়ে ভোক্তা সাধারণের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে ও বিতরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। বাঁশের চারা সহজলভ্য হওয়ায় চারার চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতি বছর বাঁশ চাষে ভোক্তাসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

★ সুন্দরবনে লবণাক্ততার পরিমাণ তীব্র লবণাক্ত অঞ্চলে ৪পিপিটি ও মৃদু লবণাক্ত অঞ্চলে ৭পিপিটি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে গেওয়া, গরান ও খলসির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে এবং সুন্দরী, পশুর ও ধুন্দুল প্রজাতির গাছের পরিমাণ কমে যাচ্ছে।

★ ম্যানগ্রোভ আরবোরেটাম এলাকায় সুন্দরী, পশুর, ধুন্দুল, কাকড়া, লাল কাকড়া, ঝানা, আমুর, কিরপা, সিংড়া, গরান, খলসি, আমঢেকুর, মরিচা বাইন এই ১৩টি প্রজাতির (বিলুপ্ত প্রায়) গাছ রোপণ করা হইয়াছে এবং সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

চিত্র-৬.১৩: ১৩টি প্রজাতির (বিলুপ্ত প্রায়) গাছ রোপণ এবং সংরক্ষণ করা বাগান

★ VCF বা পাড়াবনগুলোর উপর বন ব্যবহারকারীদের নিরর্ভশীলতা দিন-দিন কমে আসছে। বান্দরবান জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতির কারণে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। যার ফলে খাবার, পানীয় জল, জ্বালানী ও ঔষধি ইত্যাদির উপর স্থানীয়দের বন নির্ভরশীলতা উল্লেখযোগ্য হারে কমে গিয়েছে। ঘর বাড়ি তৈরীর জন্য বাঁশ এবং ছন ছাড়া আর তেমন কিছুই তারা VCF বা পাড়াবন থেকে সংগ্রহ করে না। এই কারণে VCF বা পাড়াবন গুলোর ভেজিটেশন কম্পোজিসান, বন্য-প্রাণীর সংখ্যা এবং ঝর্ণার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

★ বৈলাম, ধারমারা, হলদু, সিভিট ও গুটগুইট্টা দেশীয় বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির ৬ হেক্টর চারা বীজ বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

চিত্র-৬.১৪: ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে উত্তোলিত বাগান সমূহ

চিত্র-৬.১৫: সংগৃহীত জারুল ফল

চিত্র-৬.১৬: সংগৃহীত তুন ফল

চিত্র-৬.১৭: বিভিন্ন সংরক্ষণী মাধ্যমে বীজ সংরক্ষণ

★ মেহগনি (Swietenia macrophylla) কাঠ থেকে তৈরীকৃত ৯০০ কেজি/মি৩ ঘনত্ব বিশিষ্ট ফাইবার বোর্ড কাঠের বিকল্প হিসেবে আসবাবপত্রের অংশে, ঘরের পার্টিশনে এবং সিলিং তৈরীতে ব্যবহার করা সম্ভব। এতে বনজ সম্পদের সর্বোত্তম ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

চিত্র-৬.১৮: মেহগনি কাঠের ৯০০ কেজি/মি৩ ঘনত্ব বিশিষ্ট ফাইবার বোর্ড

★ গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগে জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত আট (৮)টি উদ্ভিদ প্রজাতি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। সংগৃহীত উদ্ভিদ প্রজাতিগুলো গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের জার্মপাজম সংরক্ষণাগারে সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সংগৃহীত উদ্ভিদ প্রজাতিগুলো নিম্নের ছকে দেয়া হলো:

ক্র:নং	স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	সংগ্রহের স্থান
০১.	আম আদা	Curcuma amada	সাপছড়ি, মাটিরাঙা, রাঙ্গামাটি
০২.	ননীফল	Morinda citrifolia	বেদের ডাঙা, ফুলতলা, খুলনা
০৩.	কাঠ আলু	Dioscorea bulbifera	ম্রো পাড়া, থানচি, বান্দরবান
০৪.	মহা-বরি বচ-আদা	Zingiber zerumbet	মারমা পাড়া, রাজস্থলী, রাঙ্গামাটি
০৫.	রুটিফল	Artocarpus altilis	খোলাবাড়িয়া, নাটোর সদর, নাটোর
০৬.	সাটিন পথোস	Scindapsus pictus	মারমা পাড়া, থানচি, বান্দরবান
০৭.	মকমল	Crotalaria acicularis	ম্রো পাড়া, থানচি, বান্দরবান
০৮.	মোরাং এলাচি	Amomum aromaticum	চাকমা পাড়া, মাটিরাঙা, রাঙ্গামাটি

চিত্র-৬.১৯: গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের

আম আদা
(Curcuma amada)

ননীফল
(Morinda citrifolia)

কাঠ আলু
(Dioscorea bulbifera)

মহা-বরি বচ-আদা
(Zingiber zerumbet)

রুটিফল
(Artocarpus altilis)

সাটিন পথোস
(Scindapsus pictus)

মকমল
(Crotalaria acicularis)

মোরাং এলাচি
(Amomum aromaticum)

৬.১১ নিয়োগ/ পদোন্নতি

বিএফআরআই এর নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি (২০২২-২৩)

পদ (গ্রেড ভিত্তিক)	প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি	প্রতিবেদনাধীন বছরে নতুন নিয়োগ	মন্তব্য
১ম (২য় হতে ৯ম)	০৬ জন	-	
২য় (১০ম গ্রেড)	-	০৫ জন	
৩য় (১১ হতে ১৯ম)	৬৬ জন	-	
৪র্থ (২০ম গ্রেড)	-	-	
মোট =	৭২ জন	০৫ জন	

৬.১২ অডিট আপত্তি

বিএফআরআই এর অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি (২০২২-২৩)

মন্ত্রনালয়/ সংস্থার নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম	৫৮	৪৭.৮৭	৫৪	৮	৯.৪৯	৪৬	৩৮.২৫
সর্বমোট =	৫৮	৪৭.৮৭	৫৮	৮	৯.৪৯	৪৬	৩৮.২৫

৬.১৩ রাজস্ব আদায় সংক্রন্ত তথ্য

বিএফআআই এর রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত তথ্যাদি (২০২২-২৩)

ক্র:নং	পরামর্শ প্রদান / সেবার নাম	সংখ্যা	রাজস্ব আদায়
০১.	কাঠের নমুনা শনাক্তকরণ করা হয়েছে	৯৬ টি	১,২২,০০০.০০
০২.	কাঠের ভৌত ও যান্ত্রিক গুণাগুণ নির্ণয়	৩০ টি	৯৮,০০০.০০
০৩.	গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক চারা বিক্রি(ঔষধি উদ্ভিদ ও বেত)	৬,৩৭২ টি	৩১,৮৬০.০০
০৪.	সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন প্রজাতির বাশেঁর চারা বিতরণ	১১,৯০৬ টি	১,৪২,৮৭২.০০
০৫.	বীজ বাগান বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন বনজ বৃক্ষ প্রজাতির চারা বিতরণ	৩২,১৬৭ টি	১,৬০,৮৭৩.০০
০৬.	সিলভিকালচার গবেষণা বিভাগ কর্তৃক বনজ বৃক্ষ প্রজাতির চারা বিতরণ	৫,৪৫৭ টি	২৪,৯৭৫.০০
০৭.	টেন্ডার ও অন্যান্য দলিল ফি	-	২,০০০.০০
০৮.	পানি ও পয়:প্রণালী	-	১৭,৩১০.০০
০৯.	সরকারী যানবাহনের ব্যবহার	-	৯,৪৫৪.০০
১০.	অতিরিক্ত প্রদত্ত আদায়	-	৮১,৬৩৮৯.০০
১১.	পৌরকর	-	১৯,৬৯০.০০
১২.	বিবিধ রাজস্ব প্রাপ্তি	-	৫৪,০১,০৮৯.০০
		৫৬,০২৮টি	৬৮,৪৬,৪৭৬.০০

৬.১৪ পরামর্শ ও সেবামূলক কর্মকান্ডের তালিকা (২০২২-২৩ অর্থ বছর)

ক্র:নং	প্রদানকৃত পরামর্শ /সেবার নাম	সংখ্যা/ বিভাগ	সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম
০১.	কাঠ শনাক্তকরণ	৯৬ টি	গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, রংপুর এবং মৌলভীবাজার। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, চাঁদপুর। বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহী। বাংলাদেশ রেলওয়ে (পূর্ব), চট্টগ্রাম সিপিডিএ, চট্টগ্রাম। ফিনলে প্রপার্টিজ, চট্টগ্রাম। আমানত টিম্বার, ফিরিঙ্গি বাজার, চট্টগ্রাম। সিকান্দর মিস্ত্রি,কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম।
০২.	কাঠের ভৌত ও যান্ত্রিক গুণাগুণ নির্ণয়	৩০ টি	গণপূর্ত অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে (পূর্ব), চট্টগ্রাম গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত নমুনা কাঠের গুণগত মান নির্ণয়
০৩.	উদ্ভিদ নমুনা, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও হারবেরিয়াম হতে গবেষণা বিষয়ক সেবা প্রদান	৬১ টি	IUCN এর Developing the Red List Plants of Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পে, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী; আন্তজার্তিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম এ উদ্ভিদ প্রজাতি শনাক্তকরণ করা হয়েছে।
০৪.	কাঠ ও বাঁশের শক্তি সম্বন্ধীয় গুণাগুণ ও কাঠ সিজনিং বিষয়ক পরামর্শ প্রদান	কাষ্ঠ শুষ্কিকরণ ও শক্তি নিরূপণ বিভাগ	গণপূর্ত অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে (পূর্ব), চট্টগ্রাম গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত নমুনা কাঠের গুণগত মান নির্ণয়
০৫.	Pulping and Analysis Report on Muli Bamboo (Melocanna baccifera), Gamar (Gmelina arborea Roxb) and Akashmoni (Acacia auriculiformis); চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএস (থিসিস) সম্পাদন	মন্ড ও কাগজ বিভাগ	০১. Engr. Abdul Wadud, FIEB, MBA, Managing Director WASO Engineers & Consultant (BD) Ltd. ০২. নাজিয়া নওশিন, রেজি: নং: ১৬২০৯০৩৭, সেশন: ২০১৯-২০২০ ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-২৩৩১, বাংলাদেশ। ০৩. TITLE: CHEMICAL AND ENZYMATIC DE-INKING OF WASTE BOOKS AND WRITING PAPER BY FLOATATION PROCESS ইখতিয়ার উদ্দিন, রেজি: নং: ১৬২০৯০২৮, সেশন: ২০১৯-২০২০ ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-২৩৩১, বাংলাদেশ। ০৪. TITLE: SUITABILITY OF PINEAPPLE LEAF PULPING FOR PULP AND PAPER MAKING INDUSTRY
০৬.	সাবমেরিন ফ্লিট হেডকোয়ার্টার্স, নিউমুরিং, চট্টগ্রাম।	মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ	নির্মণাধীন বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাঁটির বৃক্ষরোপণ ও সৌন্দর্য বর্ধন সম্পর্কিত কারিগরি সহায়তা প্রদান।
০৭.	বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি, ভাটিয়ারি, চট্টগ্রাম।		আগর ও কফি চাষের জন্য জমির মৃত্তিকা নমুনা বিশ্লেষণ সম্পর্কিত কারিগরি সহায়তা প্রদান।
০৮.	৭৪ স্কোয়াড্রন, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, চট্টগ্রাম।		৭৪ স্কোয়াড্রনের সীমানা জুড়ে জীবন্ত বেষ্টনী স্থাপনের জন্য বেতগাছ রোপণ সম্পর্কিত কারিগরি সহায়তা প্রদান।
০৯.	দি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার, সেন্টার সদর দপ্তর, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম।		দি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনায় কারিগরি সহায়তা প্রদান।

৬.১৫ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ,ওয়ার্কশপ/ সেমিনারের কর্মসূচির সার-সংক্ষেপ (২০২২-২৩)

বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত তথ্য ও প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ/ সেমিনারের তালিকা:

প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ/সেমিনার	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০২টি	১২০ জন
APA নির্ধারিত বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৪টি	৪৮০টি
ওয়ার্কশপ / সেমিনার	০৪টি	২৪০ জন
পরিদর্শন	১৮টি	৯৩৬ জন
মেলায় অংশগ্রহণ	০৩টি	

৬.১৬ চারা ও বীজ বিতরণমূলক সেবা প্রদানের বিবরণ

বিএফআরআই এর নার্সারীতে উত্তোলিত উন্নতমানের বাঁশ, বেত, বনজ বৃক্ষ সহ ঔষধি উদ্ভিদের মোট ৬৬০৫৮টি চারা বিতরণ করা হয়।

ক্র:নং	বিষয়	বিভাগ	সংখ্যা
০১.	বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশের চারা বিতরণ	সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ	১৩,৪৭০ টি
০২.	বিলুপ্তপ্রায় বিভিন্ন বৃক্ষ প্রজাতি ও ঔষধি উদ্ভিদের চারা বিতরণ	গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ	৪৯৫২টি
০৩.	বনজ বৃক্ষ প্রজাতির চারা বিতরণ	সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগ	১১,৯২১টি
০৪.	বনজ বৃক্ষ প্রজাতির চারা বিতরণ	বীজ বাগান বিভাগ	৩৫,৭১৫টি
		মোট =	৬৬,০৫৮টি

৬.১৭ বিএফআরআই এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য (২০২২-২৩)

বিএফআরআই এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ বিভিন্ন সংস্থায় (লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), বিএআরসি ও বিএফআরআই এর অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণসহ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

প্রশিক্ষণের বিষয়ের সংখ্যা (দেশ)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (দেশ)	প্রশিক্ষণের বিষয়ের সংখ্যা (বিদেশ)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (বিদেশ)	মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (দেশ ও বিদেশ)
২৩টি	৪৮ জন	০২ টি	২ টি	৫০ জন

৬.১৮ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের তালিকা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি) অর্থায়নে ০১টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	মেয়াদকাল
০১.	সম্পূর্ণ বৃক্ষে উন্নতমানের আগর রেজিন সঞ্চয়ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন	★ একটি বিশেষায়িত গবেষণাগার স্থাপনের মাধ্যমে কৃত্রিম পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে সম্পূর্ণ-বৃক্ষে উন্নতমানের আগর রেজিন সঞ্চয়নকারী কীট ও এর সফল প্রয়োগ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা। ★ বৈদেশিক বাজারে বাংলাদেশী আগর কাঠ, তেল ও আগর- জাত পণ্যের সহজ প্রবেশার্থে মান পরীক্ষণ ও গুণগত মান নির্ধারণের ব্যবস্থা করা। ★ উদ্ভাবিত কৃত্রিম পদ্ধতিতে আগর রেজিন সঞ্চয়ন প্রযুক্তি আগর- সংশ্লিষ্ট লোকজনের মাঝে হস্তান্তর করা।	জুলাই ২০২১ জুন ২০২৬

৬.১৯ গবেষণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ ২০২২-২৩

পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বিএফআরআই এর কারিগরি কমিটির সুপারিশ ও উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদনক্রমে রাজস্ব বাজেটাধীনে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৭১টি গবেষণা স্টাডি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নিম্নে বাস্তবায়িত ৭১টি গবেষণা স্টাডিসমূহের তালিকা দেওয়া হলো:

SL.	Title of the Study	Division	Year
01	Assessment of Floristic Composition and Natural Regeneration Status of Sheikh Jamal Inani National Park in Cox's Bazar, Bangladesh Assessment of Floristic Composition and Natural Regeneration Status of Sheikh Jamal Inani National Park in Cox's Bazar, Bangladesh	Forest Botany Division	2022-23 To 2023-24
02	Anatomical Properties of Five (Yellow Balau, Barma Teak, Burma Jarul, Burma Segun, Canadian Red Oak) Imported Timber Species in Bangladesh Anatomical Properties of Five (Yellow Balau, Barma Teak, Burma Jarul, Burma Segun, Canadian Red Oak) Imported Timber Species in Bangladesh	-	2022-23
03	Assessment of Invasive Alien Species and its management in Chunati Wild-life Sanctuary of Bangladesh	-	2022-23 To 2023-24
04	Floristic Composition and Natural Regeneration Status of Pablakhali Wild-life Sanctuary in Rangamati Hill District, Bangladesh	-	2021-22 To 2022-23
05	Village Common Forest Restoration and Management by the local Commu-nity People of Itchari Para, Khagrachari Hill District, Bangladesh	-	2021-22 To 2022-23
06	Valuation of Ecosystem Services in Sitakunda Botanical Garden and Eco-park, Chattogram	-	2022-23 To 2023-24
07	Community dependency on the Village Common Forests (VCFs) of Bandar-ban hill district.	-	2021-22 To 2022-23
08	Development of mathematical model for estimating stem volume of jhau (Casuarina equisetifolia L) plantations in Bangladesh.	Forest Inventory Division	2022-23 To 2023-24
09	An Inventory of Bamboo Resources Grown in the Teknaf Wildlife Sanctuary and its Adjacent Villages.	-	2022-23 To 2023-24
10	Tree Resource Assessment of Homestead in the Northern parts of Bangla-desh.	-	2020-21 To 2022-23
11	Trichoderma microbial fertilizer production from organic waste material and its evaluation on plant growth enhancement and disease control	Forest Protection Division	2022-23 To 2024-25
12	Identification and Evaluation of Entomopathogenic Fungi to Control Lepidopteran Pests of Some Important Forest Tree species [Teak (Tectona grandis L.), Koroi (Albizia spp.) and Agar (Aquilaria malaccensis L.)]	-	2020-21 To 2024-25
13	Investigation of Rain Tree Mortality in Bangladesh Due to Pest and Patho-gen and Their Management	-	2021-22 To 2023-24
14	Seed and Seedling Diseases of Five Important Forest Tree Species in Bangladesh and their Management [Garjan (Dipterocarpus spp.), Champa (Michelia champaca), Raj koroi (Albizia richardiana), Gamar (Gmelina arborea) and Telsur (Hopea odorata)]	-	2021-22 To 2023-24

SL.	Title of the Study	Division	Year
15	Biological Control of Three Commercially Cultivated Medicinal Plant diseases in Bangladesh [Shimul (Bombax ceiba L.), Satamuli (Asparagus racemosus) and Tulsi (Ocimum sanctum L.)]	-	2021-22 To 2023-24
16	Phenological observation of mangrove species in the Sundarbans of Bangladesh in the context of climate change.	Mangrove Silviculture Devision	2022-23 To 2024-25
17	Ecological monitoring through establishment of Permanent Sample Plots (PSPs) in the Sundarban of Bangladesh	-	2021-22 To 2025-26
18	Impact of climate change on floral biodiversity in the Sundarban.	-	2019-20 To 2022-23
19	Conservation of mangrove species in the three arboretum areas of three salinity zones in the Sundarban (Third phase).	Mangrove Silviculture Devision	2020-21 To 2024-25
20	Nursery and plantation techniques of Moth goran (Ceriops tagal) in the Sundarbans.	-	2020-21 To 2024-25
21	Ex-situ conservation of major mangrove species at the adjacent char land areas of the Sundarban.	-	2020-21 To 2024-25
22	Enrichment and maintenance of mangrove museum.		2021-22 To 2025-26
23	Development of Suitable Nursery Techniques of Cocoa (Theobroma cacao L.) and Coffee (Coffea arabica L.)	Minor Forest Products Division	2022-23 To 2023-24
24	Screening of host /nurse plants for raising chandan (Santalum album) plantation	Minor Forest Products Division	2022-23 To 2026-27
25	Germplasm conservation and management practices of different medicinal plants (2nd phase)	-	2020-21 To 2024-25
26	Development of vegetative propagation technique for cashew nut (Anacardium occidentale L.)	-	2020-21 To 2024-25
27	Nursery techniques of three medicinal plants: putranjiva (Drypetes roxburghii), painna gula (Flacourtia jangomas) and chaulmoogra (Hydnocarpus kurzii).		2021-22 To 2022-23
28	Growth performance of Avicennia alba and Avicennia marina in the western coastal belt of Bangladesh	Plantation Trial Unite Division	2020-21 To 2024-25
29	Monitoring and maintenance of existing trial plantations in the coastal areas of Bangladesh (2nd phase	-	2018-19 To 2022-23
30	Introduction of Kandelia candel and Bruguiera gymnorrhiza in the western coastal belt of Bangladesh		2021-22 To 2025-26

SL.	Title of the Study	Division	Year
31	Trial plantation of hijal (Barringtonia acutangula), gab (Diospyros peregrine), palash (Butea monosperma) and kaophal (Garcinia cowa) in the coastal raised land of Bangladesh	-	2021-22 To 2025-26
32	Impact of plant growth regulators (PGRs) on seed germination, seedling behavior and establishment of seed orchard of three endangered forest tree species of Bangladesh.	Seed Orchard Division	2022-23 To 2024-25
33	Assessment of latex yield of established clonal and seedling orchard of rubber (Hevea brasiliensis).	-	2022-23 To 2024-25
34	Development of Vegetative Propagation techniques of important forest tree species of Gutgutya and Bandarhola.	-	2020-21 To 2022-23
35	Early evaluation and Production of quality planting materials of nine important forest tree species.	-	2020-21 To 2022-23
36	Development of seed Sources of Boilam, Dharmara, Haldu, Civit and Gutgutya through establishment of seedling seed orchard	-	2020-21 To 2024-25
37	Enhancement of life span of Dharmara, Jarul and Toon seed through different storage media. Enhancement of life span of Dharmara, Jarul and Toon seed through different storage media.	-	2020-21 To 2022-23
38	Effects of seed grading on germination and early growth performance of Tellya-garjan (Dipterocarpus turbinatus), Dholi-garjan (Dipterocarpus alatus) and Baittya-garjan (Dipterocarpus costatus)		2020-21 To 2022-23
39	Assisted Natural Regeneration (ANR) Capacity and its Enhancement by Silvicultural treatments in Degraded Forests of Hazarikhil Wildlife Sanctuary, Chattogram.	Silviculture Research Division	2022-23 To 2024-25
40	Growth assessment of established plantations at four Silviculture Research Station.	-	2020-21 To 2024-25
41	Development of nursery techniques of four important endangered indigenous forest tree species.	-	2020-21 To 2022-23
42	Growth performance of three indigenous fast growing tree species Gamar (Gmelin aarborea), Toon (Toona ciliata), and Shil Koroi (Albizia procera).	-	2020-21 To 2022-23
43	Restoration of degraded Hill and Sal forest site through Assisted Natural Regeneration (ANR)		2021-22 To 2023-24
44	Nursery and Plantation technique of six important Ficus species at Lawachara and Keochia Silviculture Research Stations.	-	2021-22 To 2024-25
45	Development of Nursery and Plantation techniques of two important threatened species Tali and Lombatasbi	-	2021-22 To 2024-25
46	Molecular characterization of endangered forest tree species viz. boilam (Anisoptera scaphula), shada garjan (Dipterocarpus costatus) and telia garjan (Dipterocarpus turbinatus) through DNA barcoding.	Silviculture Genetics Division	2020 -21 To 2022-23

SL.	Title of the Study	Division	Year
47	Micro-propagation and genetic analysis of variation in regenerated plants of african teakoak (Chlorophora excelsa), boilam (Anisoptera scaphula) and taxodium (Taxodium mucronatum).	-	2020 -21 To 2024-25
48	Development of tissue culture techniques for four new bamboo species viz., asper (Dendrocalamus asper), sinicus (D. sinicus), latiflorous (D. latiflorous), and moso bamboo (P. edulis).	-	2020 -21 To 2022-23
49	Optimization of seedling production and mass propagation of ten important village bamboos through branch cutting technique and seedling proliferation	-	2020 -21 To 2022-23
50	Development of improved protocols for in vitro plant regeneration of selected rubber (Hevea brasiliensis) clones.	-	2016-17 To 2022-23
51	Effects of shifting (jhum) cultivation on soil properties, vegetation and livelihood in Rangamati Hill District.	Soil Science Division	2022-23 To 2025-26
52	Development of degraded hill fosoil conservation and watershed management in the Baraiyadhala National Park, Sitakunda, Chattogram and Bandarban Hill District (CHTs)	Soil Science Division	2018-19 To 2022-23
53	Effect of bamboo plantation on soil erosion minimization in the coastal areas of Chattogram	-	2020-21 To 2024-25
54	Assessment of soil quality for sustainable forest ecosystem of hill forest areas at Bandarban hill district	-	2021-22 To 2023-24
55	Assessment of wildlife species diversity of the Kadighar Natinal Park, Mymansing	Wildlife Section	2022-23 to 2023-24
56	Dependency of Birds and Mammals of Mohamaya Eco-Park, Mirsharai, Chattogram in relation to plant diversity.	-	2021-22 To 2022-23
57	Introduction of site suitable bamboo species in Rangpur division of Bangladesh	Regional Bamboo Research and Training Center	2021-22 To 2025-26
58	Development of Latex-based Eco-Friendly Adhesive from Natural Rubber	Forest Chemistry Division	2022-23 To 2023-24
59	Super-hydrophobic Coating of Finished Wood for More Durability and Self-cleaning	-	2019 20 To 2023 24
60	Application of solar heated kiln for determination of seasoning schedule of Ora (Dendrocalamus longispathua) and Talla bansh (Bambusa longispiculata) round bamboo species	-	2021-22 To 2022-23
61	Development of Deinking Process from Used Paper as Fiber Material	Pulp and Paper Division	2021-22 To 2023-24
62	Determination of physical and mechanical properties of Farua (Bambusa polymorpha) and Membra bansh (Dendrocalamus membraceus).	Seasoning and Timber Physics Division	2021-22 to 2022-23

SL.	Title of the Study	Division	Year
63	Application of solar heated kiln for determination of seasoning schedule of Ora bansh (Dendrocalamus longispathus Kurz) and Talla bansh (Bambusa longispiculata Gamble) round bamboo species.	Seasoning and Timber Physics Division	2021-22 To 2022-23
64	Effectiveness of Calcium Fluoride and Magnesium Fluoride Nanoparticles for Wood Protection.	Wood Preservation Division	2022-23 To 2023-24
65	Evaluation of copper-azole as wood preservative.	-	2022-23 To 2024-25
66	Characterization of Tetuya-koroi (Albizia odoratissima Benth.) wood for better utilization.	-	2022-23 To 2023-24
67	Characterization of mitinga (Bambusa tulda) bamboo for making bamboo composite lumber	Veneer and Composite Wood Products Division	2022-23 To 2023-24
68	Suitability of medium density fiberboard (MDF) made from Raintree (Samanea saman) wood	-	2021-22 To 2023-24
69	Suitability of medium density fiberboard (MDF) made from Mahogany (Swietenia macrophylla) wood	-	2020-21 To 2022-23
70	Characterization of Telsur (Hopea odorata) wood for working and finishing properties.	Wood Working & Timber Engineering Division	2022-23 To 2023-24
71	Characterization of Ghora neem (Melia azadarach) wood for working and finishing properties.	-	2021-22 To 2022-23

৬.২১ ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল
০১.	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর অবকাঠামো উন্নয়ন ও গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি (Infrastructure Development and Enhancing Research Capacity of Bangladesh Forest Research Institute)	★ বন বিষয়ক বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বনজ সম্পদের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিকায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর গবেষণা সক্ষমতা বাড়ানো ★ এফএমপি ২০১৭-২০৩৬, পিআরএসপি এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫), প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১), এসডিজি অভীষ্ট ২০৩০, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (ন্যাপ) (২০২৩-২০৫০), ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা এর আলোকে চাহিদা ভিত্তিক বন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা ★ দেশী-বিদেশী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বন গবেষকদের সক্ষমতা গড়ে তোলা ★ বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি জনসাধারণের নিকট পৌঁছানো	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৮
০২.	গুরুত্বপূর্ণ বিপন্নপ্রায় বনজ বৃক্ষ প্রজাতির চাষাবাদ কৌশল উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন বন গবেষণা কেন্দ্রে সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্প Improvement of Cultivation Technique of Important Endangered Forest Tree Species and Conservation in Different Forest Research Stations of Bangladesh	★ বিপন্নপ্রায় বনজ বৃক্ষ প্রজাতি সমূহের গুনগত মান সম্পন্ন চারা উত্তোলন এবং যুঁতসই চাষাবাদ ও বনায়ন ব্যবস্থাপনা কৌশলের উন্নয়ন। ★ বিপন্নপ্রায় বনজ বৃক্ষ প্রজাতি সমূহের জার্মপাজম সংরক্ষণ এবং বন গবেষণা কেন্দ্রসমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন।	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৮
০৩.	গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষ প্রজাতির বীজের উৎসের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্প Development and Conservation of Seed Sources of Important Forest Tree Specie	★ মানসম্পন্ন বীজ ও বিভিন্ন পান্টিং মেটিরিয়াল সমূহের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারেরর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষ প্রজাতির বীজের উৎস সৃজন। ★ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সৃজিত বীজের উৎস সমূহ সংরক্ষণ। ★ প্রশিক্ষণ ও বিতরণের মাধ্যমে মানসম্পন্ন বনায়ন সামগ্রী বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ ।	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৭
০৪.	বাংলাদেশে বজ্রপাত-এর ঝুঁকি কমাতে তাল-জাতীয় উদ্ভিদের কার্যকারিতা নির্নয় Determining the effectiveness of palm-type trees in reducing the risk of thunderstrike in Bangladesh	★ বজ্রপাত মোকাবেলায় তাল ও তালজাতীয় বৃক্ষের কাযকারিতার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিরুপণ বজ্রপাত মোকাবেলায় অন্যান্য বৃক্ষের সাথে তুলনামূলক রাসায়নিক এবং ভৌত ধর্মের বিশ্লেষণ। ★ তাল ও তালজাতীয় বৃক্ষ রোপণের সঠিক বিন্যাস এবং কাঠামোগত মডেল উদ্ভাবন।	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৭
০৫.	দেশীয় মন্ড ও কাগজ শিল্পের উন্নয়নে একটি আধুনিক গবেষণাগার স্থাপন Establishment of a Modern Laboratory for the Development of Local Pulp and Paper Industry	★ পাহাড়ী অঞ্চলে উৎপাদিত মুলি বাঁশ, বাইজ্জা বাঁশ ও গামার গাছের মন্ডীকরণ প্রযুক্তিসমূহের পাইলটিং; ★ পরিবেশ বান্ধব মন্ড ও কাগজ বিষয়ক গবেষণা ও পরীক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক মানের বিশেষায়িত ল্যাবরেটরি স্থাপন; ★ ন্যানো-সেলুলোজ তৈরির মাধ্যমে হাইটেক ন্যানো-পেপার তৈরি; ★ উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে স্টেকহোল্ডারের মধ্যে হস্তান্তর।	জানুয়ারি, ২০২৪ হতে ডিসেম্বর, ২০২৮

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

৭.১ ভিশন

উদ্ভিদ সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা এবং ভোক্তাদের মধ্যে ইহা ছড়িয়ে দেয়া।

৭.২ মিশন

দেশের উদ্ভিদ সম্পদের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বর্ণনামূলক তালিকা প্রস্তুত করা।

৭.৩ পরিচিতি

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম (বিএনএইচ) দেশের উদ্ভিদ প্রজাতি জরিপ, নমুনা সংগ্রহ, সনাক্তকরণ, ডকুমেন্টেশন ও শুষ্ক উদ্ভিদ নমুনা সংরক্ষণ এবং শ্রেণীবিদ্যা (ট্যাক্সোনমী) বিষয়ক একটি জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান। হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত তথ্যসমৃদ্ধ এসকল উদ্ভিদ নমুনা জাতীয় সম্পদ হিসেবে যুগ যুগ ধরে দেশের উদ্ভিদ বিজ্ঞান চর্চায় রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এসকল নমুনাসমূহ দেশীয় উদ্ভিদ প্রজাতি ও বৈচিত্র্য সঠিকভাবে সনাক্তকরণের এবং মূল্যায়নের অন্যতম ভিত্তি। প্রতিষ্ঠানটি দেশের বিলুপ্তপ্রায় ও ভেষজ উদ্ভিদসহ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ সম্পদের গবেষণা ও উন্নয়ন, এবং পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের যাত্রা শুরু হয় ১৯৭০ সালে 'বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইস্ট পাকিস্তান' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রকল্পটি 'বোটানিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ' নামে প্রথমে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং পরে বন, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭৫ সালের ১ জুলাই থেকে প্রকল্পটি 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠানটি ১ জুলাই ১৯৯৪ সালে তৎকালীন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০০ তারিখে মিরপুর জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান প্রাঙ্গনে হারবেরিয়ামের নিজস্ব ভবনটির উদ্বোধন করেন।

৭.৪. জনবল

ক্রমিক নং	শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্যপদ
১.	প্রথম শ্রেণি (গ্রেড ১-৯)	১৯	১১	০৮
২.	দ্বিতীয় শ্রেণি (গ্রেড ১০)	০৩	০৩	০০
৩.	তৃতীয় শ্রেণি (গ্রেড ১১-১৬)	১৮	১৬	০২
৪.	চতুর্থ শ্রেণি (গ্রেড ১৭-২০)	১২	১০	০২
	মোট =	**৫২**	**৪০**	**১২**

৭.৫. কার্যাবলী

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের কার্যাবলী মূলতঃ নিম্নোক্ত পাঁচটি সুনির্দিষ্ট ভাগে সম্পন্ন হয়ে থাকে ।

৭.৫.১. উদ্ভিদ জরিপ, নমুনা সংগ্রহ এবং হারবেরিয়াম শীট প্রস্তুতকরণ

উদ্ভিদ জরিপ কার্যক্রম ন্যাশনাল হারবেরিয়াম থেকে সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হারবেরিয়ামের গবেষকগণ সাধারণত ভাউচার হারবেরিয়াম শীট তৈরীর লক্ষ্যে নিয়মিত ভাবে দেশের পাহাড়ি এলাকা, সমতলভূমি, বনভূমি এবং জলাভূমিসহ বিভিন্ন ইকোসিস্টেমে জরিপের মাধ্যমে ছবি, তথ্য ও ফুল-ফল সমেত উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ করে থাকেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে গাছের ফল ও বীজ শুকিয়ে বোতলে অথবা রসালো ফুল, ফল, টিউবার বা অন্যান্য নরম অংশ স্পিরিটে সংরক্ষণ করে থাকেন। জরিপকালে বড় বৃক্ষ, গুল্ম ও লতা জাতীয় উদ্ভিদের ফুল-ফল, পাতা ও ডাল সমেত একটি অংশ এবং ছোট বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের সমগ্র অংশ সংগ্রহ করা হয়। প্রতিটি উদ্ভিদ হতে সাধারণত ৩-৪টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে, তবে বিরল প্রজাতির ক্ষেত্রে এমনভাবে নমুনা সংগ্রহ করা হয় যেন সেগুলো পরবর্তীতে বংশবিস্তার করতে পারে। সংগৃহীত প্রতিটি উদ্ভিদ নমুনার জন্য একটি কালেকশন নাম্বার দিয়ে এদের বৈজ্ঞানিক নাম, স্থানীয় নাম, পরিবার, সংগ্রহ স্থান ও তারিখ, গাছের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, লোকজ ব্যবহার, বাস্তুসংস্থান, প্রাচুর্য ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যাদি ফিল্ড নোটবুকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

পরবর্তীতে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উদ্ভিদ নমুনাগুলোর অতিরিক্ত অংশ ছাটাই করে একটি নির্দিষ্ট মাপে কেটে পুরাতন খবরের কাগজে স্থাপন করা হয়। উদ্ভিদ নমুনা সমেত প্রতিটি কাগজের ফাঁকে একটি করে খবরের কাগজ পর পর রেখে সজ্জিত করা হয়। সর্বশেষে সজ্জিত নমুনার স্তুপটি প্লান্ট প্রেস জোড়ের মধ্যে রেখে দড়ি দ্বারা শক্ত করে চেপে বাঁধা হয়। এভাবে সংগৃহীত নমুনা সমেত উদ্ভিদ চাপযন্ত্রটি সূর্যালোকে বা ইলেকট্রিক ড্রায়ারে রেখে শুকানো হয়। উদ্ভিদ নমুনাগুলো পরিপূর্ণভাবে শুকানো হলে প্রতিটি উদ্ভিদের ১টি নমুনা নির্দিষ্ট মাপের সুইডিশ বোর্ড পেপারের উপর গাম দিয়ে লাগিয়ে হারবেরিয়াম শীট প্রস্তুত করা হয়। অপরদিকে, প্রতিটি উদ্ভিদ হতে সংগৃহীত অবশিষ্ট দুই থেকে তিনটি নমুনা পৃথকভাবে ডুপ্লিকেট বক্সে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে, যা দেশের ও বিদেশের অন্যান্য হারবেরিয়ামের মধ্যে লোন (loan) এবং এক্সচেঞ্জ ম্যাটিরিয়্যাল (exchange material) হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ওপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত হারবেরিয়াম শীটে ফিল্ড নোটবুকে লিপিবদ্ধকৃত তথ্য সম্বলিত লেবেল, পকেট খামে স্থাপিত নমুনার কিছু অংশ (পাতা, ফুল ও ফল) এবং সংগ্রহের স্থান চিহ্নিত ম্যাপ লাগিয়ে একটি তথ্যপূর্ণ হারবেরিয়াম শীট প্রস্তুত করা হয়। এ সকল হারবেরিয়াম শীট সংরক্ষণের পূর্বে-২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৭২ ঘন্টা ফ্রিজিং করে ছত্রাক, এবং পোকা-মাকড়ের ডিম ও লার্ভা মুক্ত (নির্জীব করা) করা হয়।

৭.৫.২. উদ্ভিদ শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত গবেষণা

উদ্ভিদ শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল- উদ্ভিদ প্রজাতি সনাক্তকরণ, শ্রেণী বিন্যাসকরণ, নতুন উদ্ভিদ প্রজাতি আবিষ্কার ও নামকরণ, এবং বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়করণ। মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উদ্ভিদ নমুনাসমূহ হারবেরিয়ামের বিজ্ঞানীগণ সাধারণত হারবেরিয়াম কাপবোর্ড-এ সংরক্ষিত ও সঠিকভাবে সনাক্তকৃত হারবেরিয়াম শীটের সাথে মিলিয়ে (match) সনাক্ত করে থাকেন। তবে সম্পূর্ণ অপরিচিত কিংবা জটিল নমুনা সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ফুল-ফলসহ অন্যান্য অঙ্গসমূহ গবেষণাগারে ব্যবচ্ছেদপূর্বক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশের নির্ভরযোগ্য ফ্লোরার সাথে পর্যবেক্ষণকৃত বৈশিষ্ট্যসমূহের তুলনা করে সংগৃহীত উদ্ভিদ প্রজাতিগুলো সনাক্ত করা হয়ে থাকে। যে সকল উদ্ভিদ প্রজাতির বৈশিষ্ট্য ট্যাক্সোনমিক্যাল (taxonomical) গবেষণার মাধ্যমে ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত অন্য কোন উদ্ভিদ প্রজাতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় বলে প্রমাণিত হয়, সেগুলোকে নতুন প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এভাবে গবেষণার মাধ্যমে কোন নতুন প্রজাতি আবিষ্কার করা হলে আইসিবিএন অনুযায়ী উহার নামকরণ ও শ্রেণী বিন্যাসপূর্বক দেশি/বিদেশি জার্নালে প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য/বৈসাদৃশ্য ও সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য হারবেরিয়ামের গবেষণাগারে ট্যাক্সোনমিক্যাল (taxonomical) গবেষণার পাশাপাশি সাইটোলজিক্যাল (cytological) ও এনাটমিক্যাল (anatomical) গবেষণা পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

৭.৫.৩. নমুনা সংরক্ষণ ও হারবেরিয়াম ব্যবস্থাপনা

ট্যাক্সোনমিক (taxonomic) গবেষণার মাধ্যমে সনাক্তকৃত সকল উদ্ভিদ নমুনা ক্রনকুইস্টের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী হারবেরিয়াম কাপবোর্ড-এ সংরক্ষণের পূর্বে প্রতিটি হারবেরিয়াম শীটে একটি একসেশন নম্বর প্রদান করা হয়। প্রতিটি উদ্ভিদ নমুনাকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করতে এই একসেশন নম্বর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রতিটি প্রজাতির জন্য একটি স্বতন্ত্র (প্রয়োজনে একাধিক) ফোল্ডার তৈরী করে উক্ত প্রজাতির সকল নমুনা উহার ভিতর স্থাপন করা হয়। কাপবোর্ডে সংরক্ষিত প্রতিটি পরিবারের অধীনস্থ গণ এবং প্রজাতি সমূহকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজিয়ে রাখা হয়। উদ্ভিদ নমুনাসমূহ শুষ্কাবস্থায় সংগ্রহের পাশাপাশি উদ্ভিদের ফল ও বীজ শুষ্কাবস্থায় এবং রসালো ফুল-ফল, টিউবার ও অন্যান্য নরম অংশসমূহ স্পিরিট সহযোগে কাচের জারে ইথনোবোটানী মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। সংরক্ষিত নমুনাগুলো ছত্রাক ও কীট-প্রতঙ্গের আক্রমণ হতে সুরক্ষার জন্য হারবেরিয়াম কক্ষটি সর্বদা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রাখার পাশাপাশি কাপবোর্ডে সংরক্ষিত নমুনায় নিয়মিত ছত্রাকনাশক ও কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়। সংরক্ষিত নমুনা হতে কীট-প্রতঙ্গকে দূরে রাখতে কাপড়ের থলের মধ্যে ন্যাপথালিনও রাখা হয়। এসকল পদক্ষেপ নেয়ার পরও নষ্ট হয়ে যাওয়া নমুনাসমূহ নথিভুক্ত করে অপসারণ করা হয়। সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচর্যাকৃত তথ্যসমৃদ্ধ এ সকল উদ্ভিদ নমুনা জাতীয় সম্পদ হিসেবে যুগ যুগ ধরে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

৭.৫.৪. ফ্লোরিস্টিক ডকুমেন্টেশন ও প্রকাশনা

হারবেরিয়াম কার্যক্রমের চতুর্থ পর্যায়ের কাজের আওতায় ইলেকট্রনিক ডাটাবেইজ (e-database) তৈরীর লক্ষ্যে হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত উদ্ভিদ নমুনার সাথে সংযুক্ত লেবেলে লিপিবদ্ধ তথ্যসমূহ কম্পিউটারে ডকুমেন্টেশন করা হয়ে থাকে। এই ই-ডাটাবেইজ হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত যে কোন প্রজাতির প্রাপ্তিস্থান, প্রাচুর্য, দুষ্প্রাপ্যতা, ফুল ও ফল ধারণের সময়, স্থানীয় নাম, লোকজ ব্যবহার ইত্যাদি তথ্য অনুসন্ধানে সহায়ক। হারবেরিয়াম শীটে লিপিবদ্ধ তথ্য এসব ফ্লোরিস্টিক রচনায় ব্যবহার করা হয়। হারবেরিয়ামের গবেষকগণ বিভিন্ন আঙ্গিকে তাঁদের কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে হারবেরিয়াম ও ল্যাবরেটরীতে নিয়মিতভাবে গবেষণা কাজ করে থাকেন। তাঁরা তাঁদের গবেষণা কাজের ফলাফল প্রধানতঃ ফ্লোরা অব বাংলাদেশ, বুলেটিন অব দ্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম, অন্যান্য ফ্লোরিস্টিক প্রকাশনাসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ করে থাকেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে হারবেরিয়ামের আর্টিস্টগণ ফ্লোরিস্টিক প্রকাশনার জন্য হারবেরিয়াম শীটে রক্ষিত উদ্ভিদ নমুনা থেকে বোটানিক্যাল ইলাস্ট্রেশন অংকন করে থাকেন।

৭.৫.৫. উদ্ভিদ বৈচিত্র্য বিষয়ক কারিগরি সেবা প্রদান

ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো দেশের উদ্ভিদ প্রজাতির সঠিক সনাক্তকরণ, পরিসংখ্যান এবং অস্তিত্ব রক্ষার টেকসই কৌশল বের করা। হারবেরিয়ামের বিজ্ঞানীগণ দেশের নীতি নির্ধারণী পর্যায় হতে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি হতে আগত শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষক, চিকিৎসক, এনজিও কর্মীদের দেশীয় উদ্ভিদ প্রজাতি সনাক্তকরণ, একসেশন (accession) নম্বর প্রদান, ভাউচার নমুনা সংরক্ষণ, দেশীয় উদ্ভিদ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে আসছে। উদ্ভিদ শ্রেণীতত্ত্ব বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা কাজেও ন্যাশনাল হারবেরিয়াম সাহায্য প্রদান করে আসছে। দেশের বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ প্রজাতির টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে থাকে। উদ্ভিদ উপাদান আমদানি অথবা রপ্তানির ক্ষেত্রে ন্যাশনাল হারবেরিয়াম সঠিক প্রজাতি সনাক্ত করে সার্টিফিকেট প্রদান করতে পারে। কোন প্রকল্প, স্থাপনা, জলবায়ুর ক্ষতিকারক প্রভাব, প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা মানব সৃষ্ট কারণে দেশের কোন ফরেস্ট/ ইকোসিস্টেম/ এলাকা/ অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্থ হলে উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের ওপর ইহার সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব নির্ণয়ে ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ভূমিকা পালনে সক্ষম।

৭.৬. বিগত অর্থ বছরে (২০২১-২০২২) সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

কর্মকাণ্ডের বিবরণ	অর্থবছর (২০২১ -২০২২)
হারবেরিয়াম কর্তৃক নতুন আবিষ্কৃত উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা	৮ টি
উদ্ভিদ জরিপকার্য পরিচালিত হয়েছে এরূপ বনাঞ্চল/ ফ্লোরিস্টিক এলাকা/ প্রতিবেশ/জেলার ওপর রিপোর্ট প্রকাশ	৪ টি
মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত জরিপ তথা সিস্টেমেটিক ফ্লোরিস্টিক সার্ভের সংখ্যা	৭ টি
সমীক্ষার মাধ্যমে ফুল, ফল এবং তথ্যসমেত সংগৃহীত এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত উদ্ভিদ নমুনার সংখ্যা	১৪,৩০৭ টি
জরীপ পরিচালিত এলাকার পরিমাণ	৫০ বর্গ কিলোমিটার
ট্যাক্সোনমিক গবেষণার মাধ্যমে সনাক্তকৃত উদ্ভিদ নমুনার সংখ্যা	৫১১১ টি
লেবেল এবং অ্যাক্সেশন নম্বরযুক্ত সংরক্ষিত হারবেরিয়াম শীট সংখ্যা	১২,৪৯১ টি
কম্পিউটার ডাটাবেজকৃত হারবেরিয়াম নমুনার সংখ্যা	৬০৬৪ টি
হারবেরিয়াম ও ল্যাবরেটরীতে পরিচালিত গবেষণার সংখ্যা	৫ টি
জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা/ প্রবন্ধের সংখ্যা	৫ টি
হারবেরিয়াম কর্তৃক প্রকাশিত 'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' সিরিজ সংখ্যা	২ টি
হারবেরিয়াম কর্তৃক প্রকাশিত 'বুলেটিন অব দ্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম' সিরিজ সংখ্যা	১ টি
ব্যবস্থাপনাকৃত হারবেরিয়াম নমুনার সংখ্যা	৬৫০৮ টি
আইইউসিএন রেড লিস্ট ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী মূল্যায়নকৃত উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা	২০৩ টি
উপকারভোগী সংস্থার সংখ্যা	৫৬ টি
হারবেরিয়াম টেকনিকস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির জন্য আগত গবেষক এবং দর্শনার্থীর সংখ্যা	৩০৮ জন
মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে হারবেরিয়ামের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিতকরণ আয়োজিত কর্মশালা	১ টি
নিয়োগকৃত জনবল সংখ্যা	০
মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা)	৩৫ জন

৭.৭. অর্জনসমূহ

ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

১। হারবেরিয়ামের গবেষকগণ উদ্ভিদ শ্রেণীবিদ্যা (taxonomy) বিষয়ক গবেষণার মাধ্যমে ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছর সময়ে ৮ (আট) টি উদ্ভিদ প্রজাতিকে বাংলাদেশের জন্য নতুন হিসাবে আবিষ্কার করেছেন। নতুন আবিষ্কৃত উদ্ভিদ প্রজাতি গুলো হলো Litsea stocksii (Lauraceae), Litsea variabilis (Lauraceae), Litsea kurzii (Lauraceae), Castanopsis ferox (Fagaceae), Castanopsis inermis (Fagaceae), Lithocarpus dealbatus (Fagaceae), Lithocarpus grandifolius (Fagaceae), এবং Lithocarpus obscurus (Fagaceae)। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশের ফ্লোরাতে আরোও ৮টি নতুন উদ্ভিদ প্রজাতির নাম যুক্ত হলো যা দেশের ফ্লোরিস্টিক গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ।

বাংলাদেশের জন্য নতুন উদ্ভিদ প্রজাতি Litsea stocksii

বাংলাদেশের জন্য নতুন উদ্ভিদ প্রজাতি Litsea variabilis

বাংলাদেশের জন্য নতুন উদ্ভিদ প্রজাতি Litsea kurzii

বাংলাদেশের জন্য নতুন উদ্ভিদ
প্রজাতি Castanopsis ferox

বাংলাদেশের জন্য নতুন উদ্ভিদ
প্রজাতি Castanopsis inermis

বাংলাদেশের জন্য নতুন উদ্ভিদ
প্রজাতি Lithocarpus dealbatus

বাংলাদেশের জন্য নতুন উদ্ভদ
প্রজাতি Lithocarpus grandifolius

বাংলাদেশের জন্য নতুন উদ্ভদ
প্রজাতি Lithocarpus obscurus

চিত্র-৭.১: হারবেরিয়ামের গবেষকগণ কর্তৃক বাংলাদেশের জন্য নতুন আবিষ্কৃত উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহ

২। বিএনএইচ ২০২০-২০২৩ মেয়াদে বাংলাদেশের উদ্ভিদ প্রজাতির জাতীয় রেড লিস্ট প্রণয়ন এবং পাঁচটি নির্বাচিত রক্ষিত এলাকার (রেমা কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, হবিগঞ্জ; মধুপুর জাতীয় উদ্যান, টাঙ্গাইল; কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান, রাঙ্গামাটি; হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান, কক্সবাজার এবং সুন্দরবন পূর্ব বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, বাগেরহাট) ভিনদেশী আগ্রাসী উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় বন ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের আওতায়, বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং আইইউসিএন, বাংলাদেশ এর কারিগরী সহায়তায় Developing Bangladesh National Red List of plants & Developing Invasive plant Species (IAPs) Management Strategy For Selected Protected Areas নামক দুইটি কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করে যাচ্ছে। এ কার্যক্রম দুইটি বাস্তবায়িত হলে বর্তমান সরকারের এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা ১৫.৫.১ এবং ১৫.৮ অর্জনে এবং ভবিষ্যতে দেশের জীববৈচিত্র্য এবং বনজ সম্পদ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় নির্বাচিত ১০০০টি উদ্ভিদ প্রজাতিকে আইইউসিএন রেড লিস্ট ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী মূল্যায়ন করে ৮টি বিলুপ্ত (উঢ), ৫টি মহাবিপন্ন (CR), ১২৭টি বিপন্ন (EN), ২৬২টি সংকটাপন্ন (VU), ৬৯টি প্রায় বিপদাপন্ন (nt), ২৭১টি নূন্যতম উদ্বেগজনক (lc) এবং ২৫৮টি তথ্য ঘাটতি (DD) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত পাঁচটি নির্বাচিত রক্ষিত এলাকার উপর জরিপের মাধ্যমে ৭ (সাত)টি মূখ্য ভিনদেশী আগ্রাসী উদ্ভিদ প্রজাতিসহ মোট ১৪ টি উদ্ভিদ প্রজাতিকে ভিনদেশী আগ্রাসী উদ্ভিদ হিসাবে চিহ্নিতকরণ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণের কৌশলপত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে যাহা পরিবেশ সুরক্ষা ও সংরক্ষণে অবদান রাখবে।

চিত্র-৭.২: রেড লিস্ট হিসাবে মূল্যায়ণকৃত কতিপয় বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ

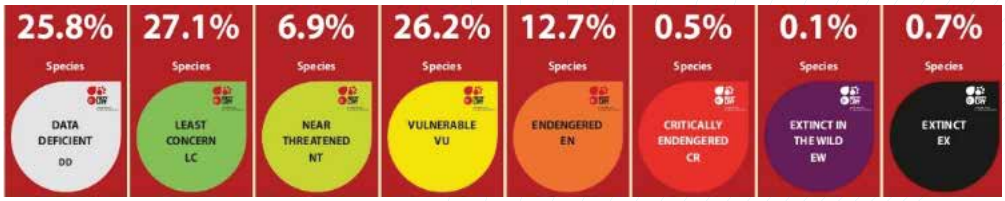

চিত্র-৭.৩: রেড লিস্ট হিসাবে মূল্যায়নকৃত উদ্ভিদের বিভিন্ন সংরক্ষণ অবস্থা অনুযায়ী শতকরা হার

৩। চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিএনএইচ ২০২১-২০২৪ মেয়াদে বরিশাল ও সিলেট বিভাগের ১০টি জেলার (বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ) ভাস্কুলার উদ্ভিদ জরিপ, তথ্যপাত্ত ও ছবিসহ নমুনা সংগ্রহ, সনাক্তকরণ, সংরক্ষন এবং সচিত্র ফ্লোরিস্টিক পুস্তক রচনার লক্ষ্যে ১৬.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আলোচ্য প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে প্রকল্প এলাকায় উদ্ভিদ জরিপ পরিচালনাপূর্বক তথ্য ও ছবিসহ আনুমানিক ৭০,০০০ টি ভাউচার নমুনা সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের মাধ্যমে ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের সংগ্রহশালাকে সমৃদ্ধকরণ; জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার সকল বিলুপ্তপ্রায় ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতি (১০০%) চিহ্নিতকরণ; প্রকল্প এলাকায় প্রাপ্ত সকল ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতি (১০০%) সম্পর্কিত মৌলিক ফ্লোরিস্টিক তথ্য ভান্ডার প্রস্তুতকরণ ও সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উহা ভোক্তা সাধারণের জন্য অবারিত করা; এবং প্রকল্প এলাকায় প্রাপ্ত উদ্ভিদরাজির ওপর ০২ (দুই) টি সচিত্র পুস্তক রচনা এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা। আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের প্রায় ৯০% উদ্ভিদ প্রজাতির মৌলিক তথ্য ভান্ডার সমৃদ্ধ হবে।

চিত্র-৭.৪: বরিশাল ও সিলেট বিভাগের ভাস্কুলার উদ্ভিদ জরিপ বিষয়ক ইনসেপশন ওর্য়াকসপে বক্তব্যরত ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

চিত্র-৭.৫: বরিশাল ও সিলেট বিভাগের ভাস্কুলার উদ্ভিদ জরিপ বিষয়ক প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্য পর্যবেক্ষণ করছেন ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

৪। জাতীয় শুদ্ধাচারের অংশ হিসাবে এবং হারবেরিয়ামের ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় ভার্চুয়াল হারবেরিয়াম তৈরীর লক্ষ্যে ন্যাশনাল হারবেরিয়াম প্যান্ট স্পেসিমেন ডাটাবেজ প্রোগ্রাম এবং পাবলিকেশন নামে একটি ডাটাবেজ সফটওয়্যার ডেভেলভড করেছে। হারবেরিয়াম কাপবোর্ডে সংরক্ষিত উদ্ভিদ নমুনার নানাবিধ প্রাকৃতিক/মানুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ হতে সুরক্ষা প্রদানের পাশাপাশি ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে উদ্ভিদ নমুনার তথ্যাদি ইমেজসহ ডিজিটাইজেশন করার লক্ষ্যে অর্থাৎ 'ডিজিটাল হারবেরিয়াম' প্রস্তুতপূর্বক অনলাইনভিত্তিক সেবা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে 'Plant Specimen Database Program and Publication' শীর্ষক একটি অনলাইনভিত্তিক সফ্টওয়ার প্রস্তুত করা হয়েছে যার লিংক : https://plantsp-eflora.bnh.gov.bd। এই সফ্টওয়ারের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাগণ অনলাইনে হারবেরিয়ামে রক্ষিত উদ্ভিদ নমুনার তথ্যাদি সহজেই পেতে পারেন। বর্তমানে এই সফ্টওয়ারের সাহায্যে হারবেরিয়াম কাপবোর্ডে সংরক্ষিত উদ্ভিদ নমুনার তথ্যাদি ইমেজসহ ইনপুট দেওয়া হচ্ছে। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে এপিএ-এর কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ৬০৬৪টি হারবেরিয়াম নমুনার কম্পিউটার ডাটাবেজকৃত প্রস্তুত করা হয়েছে ।

চিত্র-৭.৬: ডিজিটাল হারবেরিয়াম-এর হোমপেজ

৫। ট্যাক্সোনমিক গবেষণার মাধ্যমে হারবেরিয়ামের গবেষকগণকর্তৃক এবং চলমান একটি উন্নয়ন পকল্পের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে এপিএ-এর কার্যক্রম হিসাবে ৫১১১টি উদ্ভিদ নমুনাসনাক্তকরণ করা হয়। সাধারণত পরিচিত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে হারবেরিয়াম কাপর্বোড-এ সংরক্ষিত ও সঠিকভাবে সনাক্তকৃত হারবেরিয়াম শীটের সাথে মিলিয়ে (match) উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণ করে থাকেন। তবে সম্পূর্ণ অপরিচিত কিংবা জটিল নমুনা সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ফুল-ফলসহ অন্যান্য অঙ্গসমূহ গবেষণাগারে ব্যবচ্ছেদপূর্বক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন দেশের ফ্লোরার সাথে মিলিয়ে উক্ত উদ্ভিদ নমুনাসমূহ সনাক্ত করে থাকেন।

চিত্র-৭.৭: হারবেরিয়ামের গবেষকগণ কর্তৃক উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণ

৬। দেশের উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মূল্যায়নের লক্ষ্যে সকল ইকোসিস্টেম/ অঞ্চলে হারবেরিয়ামের গবেষকগণ কর্তৃক নিয়মিত উদ্ভিদ জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়। উদ্ভিদ জরিপকার্য পরিচালনা সম্পন্ন হলে এ সকল ইকোসিস্টেম/ অঞ্চলের উপর প্রাপ্ত গবেষণা লব্ধ ফলাফল সমন্বয়ে নিয়মিত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়ে থাকে। হারবেরিয়াম উক্ত সময়ে কাদিগড় ন্যাশনাল পার্ক, ভালুকা, ময়মনসিংহ; কূয়াকাটা, কলাপাড়া, পটুয়াখালী; রাতারগুল জল-জঙ্গল, সিলেট; এবং লাঠিটিলা ফরেস্ট, জুড়ী, মৌলভীবাজার এর উপর উদ্ভিদ জরিপ কার্য পরিচালনা সম্পন্ন করেন এরং প্রাপ্ত গবেষণা লব্ধ ফলাফল সমন্বয়ে পৃথকভাবে চারটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এ রিপোর্ট এর মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলে প্রাপ্ত উদ্ভিদের ব্যবহার, বর্তমান স্ট্যাটাস, হুমকির কারণ এবং বিরল প্রজাতির উদ্ভিদের তালিকা প্রণয়নসহ তাদের সংরক্ষণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জরিপকৃত রিপোর্টগুলো দেশের ফ্লোরিস্টিক গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে ।

৭। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে এপিএ-এর কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিভিন্ন ইকোসিস্টেম যেমন: কাদিগড় ন্যাশনাল পার্ক, ময়মনসিংহ; লাঠিটিলা ফরেস্ট, জুড়ি, মৌলভীবাজার; টেংরাগিড়ি, বরগুনা; বিরিশিরি, নেত্রকোনা; কূয়াকাটা, কলাপাড়া, পটুয়াখালী; রাতারগুল জল-জঙ্গল, সিলেট এবং একটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বরিশাল ও সিলেট বিভাগের উপর জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে তথা সিস্টেমেটিক ফ্লোরিস্টিক সার্ভের মাধ্যমে ১৪,৩৭৩টি উদ্ভিদ নমুনা তথ্য ও ছবিসহ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

চিত্র-৭.৮: জুড়ি, মৌলভীবাজার বনাঞ্চল হতে উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ

চিত্র-৭.৯: কূয়াকাটা, কলাপাড়া, পটুয়াখালী হতে উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ

চিত্র-৭.১০: টেংরাগিড়ি, বরগুনা বনাঞ্চল হতে উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ

চিত্র-৭.১১: সেন্টমার্টিন দ্বীপ, কক্সবাজার হতে উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ

৮। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে এপিএ-এর কার্যক্রম হিসাবে ঋধমধপবধব (ঘড়. ৮২) এবং Anacardiaceae (No. 83) নামক পরিবারের উপর ২ (দুই) টি 'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' নামক সিরিজ প্রকাশ করা হয়েছে এবং পরিবারভূক্ত সকল উদ্ভিদের ইলাস্ট্রেশন, শ্রেণীবিদ্যাগত বর্ণনা, ব্যবহার, বিস্তৃতি, সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। যারা উদ্ভিদ বিষয়ে জানতে চান, উদ্ভিদ সনাক্তকরণসহ এদের নিয়ে গবেষণা করতে চান সে সকল গবেষকগণদের জন্য উক্ত ফ্লোরা দুইটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে ।

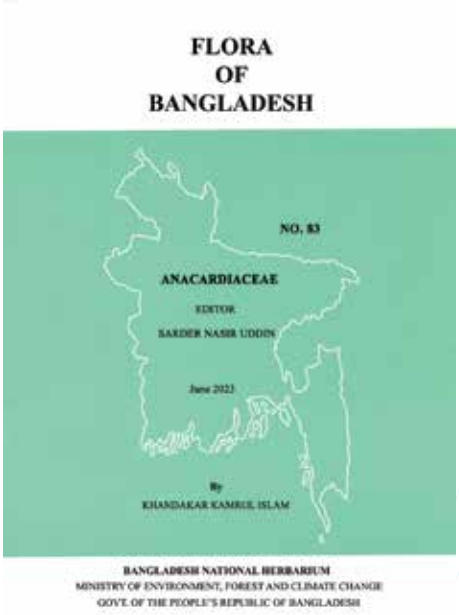

চিত্র-৭.১২: 'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ'
Family: Anacardiaceae
সিরিজ নং-৮৩

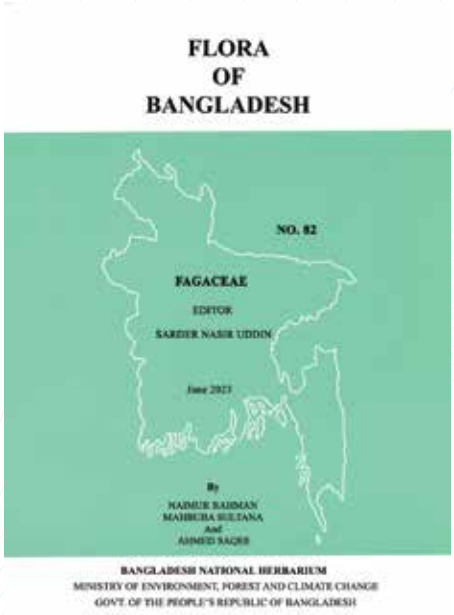

চিত্র-৭.১৩: 'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ'
Family: Fagaceae
সিরিজ নং-৮২

৯। দেশের ৫৬টি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে আগত ৩০৮ জন শিক্ষার্থী/ গবেষককে হারবেরিয়ামের কর্মকান্ড ও কর্মকৌশল বিষয়ে (উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহকরণ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শুষ্ককরণ, হারবেরিয়াম শীট প্রস্তুতকরণ, নির্জীবকরণ ও সংরক্ষণকরণ ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহীতাদের নিকট হতে প্রাপ্ত উদ্ভিদ নমুনাসমূহ সনাক্তকরণপূর্বক এক্সেসেশন নম্বর প্রদান করা হয়েছে ।

চিত্র-৭.১৪: হারবেরিয়ামে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতিসহ এর গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান

১০। ট্যাক্সোনমিক গবেষণার মাধ্যমে ৫,১১১টি উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণসহ ১২,৪৯১টি হারবেরিয়াম শীটে লেবেল এবং অ্যাক্সেশন নম্বরযুক্ত করে হারবেরিয়াম কাপবোর্ড-এ সংরক্ষণ করা হয়েছে। হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত তথ্যসমৃদ্ধ এসকল উদ্ভিদ নমুনা জাতীয় সম্পদ হিসেবে যুগ যুগ ধরে দেশের উদ্ভিদ বিজ্ঞান চর্চায় রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

১১। হারবেরিয়াম হতে প্রতি বছর 'বুলেটিন অব দ্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম' নামক একটি সিরিজ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এখানে হারবেরিয়ামের গকেষকদের গবেষণালব্ধ ফলাফল নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় হারবেরিয়াম কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে 'বুলেটিন অব দ্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম' এর ৯ নম্বর সংখ্যাটি প্রকাশ করা হয়।

৭.৮. উন্নয়ন প্রকল্প

দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় যে সকল কার্যক্রম/ কর্মসূচির গ্রহণ করেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

সারণি-৩: উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	অর্থায়ন
১.	Developing Bangladesh National Red List of plants & Developing Invasive plant Species (IAPs) Management Strategy For Selected Protected Areas	২০২০-২০২৩ (চলমান)	৬.৭৯	সুফল প্রকল্প
২.	বরিশাল এবং সিলেট বিভাগের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতি জরিপ (এসভিএফবিএস)	২০২১-২০২৪ (চলমান)	১৬.১০	জিওবি

৭.৯. ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা

কর্ম পরিকল্পনার বিবরণ

(ক) স্বল্প মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনার বিবরণ (২০২২-২০২৪)	
১.	বর্ষিজোড়া ইকোপার্ক, মৌলভীবাজার; মধুটিলা বনাঞ্চল, শেরপুর; বিরিশিরি, শেরপুর এবং বাংলাদেশের সকল উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ হতে উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মূল্যায়নের লক্ষ্যে জরিপ কার্য পরিচালনা সম্পন্ন করা এবং ৪টি পৃথক রিপোর্ট প্রকাশ করা।
২.	বর্ষিজোড়া ইকোপার্ক, মৌলভীবাজার; মধুটিলা বনাঞ্চল, শেরপুর; বিরিশিরি, শেরপুর; জুড়ি ফরেস্ট, মৌলভীবাজার এবং উপকূলীয় অঞ্চলসমূহের উপর পৃথক পৃথক ১৬টি সিস্টেমেটিক ফ্লোরিস্টিক সার্ভে সম্পন্ন করা।
৩.	ন্যাশনাল হারবেরিয়ামে সংরক্ষণের লক্ষ্যে ফুল-ফল, তথ্য এবং চিত্র সমেত ৭০,০০০ টি উদ্ভিদ প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ করা ।
৪.	ন্যাশনাল হারবেরিয়ামে সংরক্ষণের লক্ষ্যে ৬৫,২৫০টি উদ্ভিদ প্রজাতির নমুনা সনাক্ত করা ।
৫.	হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত ১৮,০০০ টি উদ্ভিদ নমুনার কম্পিউটার ডাটাবেস তৈরি করা ।
৬.	হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত ১৩,৫০০ টি উদ্ভিদ নমুনার পরিচর্যা করা ।
৭.	'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' সিরিজের ৬টি সংখ্যা প্রকাশ করা ।
৮.	দেশী-বিদেশী সায়েন্টেফিক জার্নালে নুন্যতম ৬টি ফ্লোরিস্টিক প্রবন্ধ প্রকাশ করা ।
৯.	'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' সিরিজের ৬টি সংখ্যার ই-ফ্লোরা প্রস্তুত করা ।

(খ) মধ্য মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনার বিবরণ (২০২০-২০২৪)	
১.	বাংলাদেশের নির্বাচিত পাঁচটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের এলিয়েন এন্ড ইনভেসিভ (alien and invasive) উদ্ভিদ প্রজাতির জরিপ কার্য পরিচালনা করা এবং নিয়ন্ত্রণের কৌশলপত্র প্রণয়ন করা ।
২.	সুফল প্রকল্পের আওতাধীন 'Developing Bangladesh National Red List of plants' নামক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ১০০০টি উদ্ভিদ প্রজাতির রেড লিস্ট এসেসমেন্ট তৈরী করা ।
৩.	বরিশাল ও সিলেট বিভাগের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতির জরিপ কার্য সম্পন্ন করা ।
৪.	বরিশাল ও সিলেট বিভাগের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহের উপর ২টি সচিত্র ফ্লোরিস্টিক পুস্তক প্রকাশ করা ।
৫.	ন্যাশনাল হারবেরিয়ামে সংরক্ষণের লক্ষ্যে ফুল-ফল, তথ্য এবং চিত্র সমেত ৭০,০০০টি উদ্ভিদ প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ করা ।
৬.	হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত ৫০০০০টি উদ্ভিদ নমুনার ই-ডাটাবেস তৈরি করা ।

(গ) দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনার বিবরণ (২০২০-২০৩০)	
১.	সমগ্র দেশের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতির জরিপ কার্য সম্পন্ন করা ।
২.	'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' সিরিজের অবশিষ্ট প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন করা ।
৩.	আইইউসিএন রেড লিস্ট ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী দেশের অবশিষ্ট উদ্ভিদ প্রজাতির রেড লিস্ট এসেসমেন্ট সম্পন্ন করা ।
৪.	ডিজিটাল হারবেরিয়াম প্রস্তুত করা ।
৫.	ডিজিটাল হারবেরিয়াম প্রস্তুত করা ।
৬.	আইইউসিএন রেড লিস্ট ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী তথ্য ঘাটতি (DD) হিসাবে চিহ্নিত করা উদ্ভিদসমূহ জরিপের মাধ্যমে হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা;
৭.	দেশের সকল বনাঞ্চলের বিদেশী আগ্রাসী উদ্ভিদের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক তাদের নিয়ন্ত্রণের কৌশলপত্র প্রণয়ন করা;
৮.	আঞ্চলিক হারবেরিয়াম প্রতিষ্ঠা করা; এবং
৯.	হারবেরিয়ামের অবকাঠামোর উন্নয়ন করা ।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড

৮.১ বাংলাদেশে রাবার চাষের ইতিবৃত্ত

রাবার একটি অত্যন্ত মূল্যবান অর্থকরী বনজ সম্পদ। রাবার গাছের কষ (ল্যাটেক্স) থেকে রাবার উৎপন্ন হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বৃটিশদের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম রাবার চাষ শুরু হয়। ১৯৫২ সালে তৎকালীন বনবিভাগ মালয়েশিয়া ও শ্রীলংকা হতে রাবার বীজ ও কয়েক হাজার রাবার চারা নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে চট্টগ্রাম ও টাঙ্গাইলের মধুপুর এলাকায় কিছু গাছ রোপণ করে। ১৯৫৯ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) বাংলাদেশে রাবার চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করে এবং এদেশের জলবায়ু ও মাটি রাবার চাষের জন্য উপযোগী বিধায় বাণিজ্যিকভাবে রাবার চাষ করার সুপারিশ করে। ১৯৬১ সালে প্রথম সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বাণিজ্যিকভাবে চট্টগ্রাম ও সিলেটের পার্বত্য এলাকায় রাবার চাষ শুরু করা হয়। বনবিভাগ ১৯৬০ সালে ২৮৭ হেক্টর জমিতে রাবার চাষের একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজারের রামুতে ৩০ একর এবং চট্টগ্রামের রাউজানে ১০ একর মোট ৪০ একর বাগান সৃষ্টির মাধ্যমে এদেশে রাবার চাষের যাত্রা শুরু হয়। এটি বাস্তবায়নকালে প্রকল্প সংশোধন করে ১৯৬২ সালে ১২১৪ হেক্টর জমিতে ৫ বছর মেয়াদী পুন:প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এ প্রকল্পের সাফল্যের প্রেক্ষিতে সরকার ১৯৬৫ সালে ৪২৫০ হেক্টর জমিতে ৫ বছর মেয়াদী আরেকটি প্রকল্প গ্রহণ করে। ১৯৬০-৭৩ সালে বিএফআইডিসি চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলার ৬১১৬ হেক্টর জমিতে রাবার চাষের প্রকল্প গ্রহণের জন্য নির্ধারণ করে। কিন্তু ঐ সময়ে মাত্র ৪০৯ হেক্টর জমিতে রাবার বাগান করা সম্ভব হয় এবং প্রকল্প মেয়াদে মাত্র ১৬২ হেক্টর জমির বাগান রাবার চাষের উপযোগী হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালে সরকার অধিকতর বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সুবিধার মাধ্যমে পুনরায় রাবার বাগান সৃজন করে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সরকার ১৯৮০-৮১ সাল থেকে ১৯৮৪-৮৫ সাল পর্যন্ত ২৮,৩২৮ হেক্টর অনুর্বর, পতিত, অন্যান্য খাদ্যশস্য ও ফসল উৎপাদনে অনুপযোগী জমিতে রাবার চাষের জন্য ৫ বছর মেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করে যার মধ্যে ১৬,১৮৭ হেক্টর জমি সরকারি, অবশিষ্ট জমি ব্যক্তি মালিকানাধীন। বিএফআইডিসির মালিকানাধীন রাবার বাগান রয়েছে ১৮টি। বিএফআইডিসি ১৯৮০-৮১ সাল হতে উচ্চ ফলনশীল রাবার চারা রোপণ শুরু করে এবং ১৯৯৭ সালের মধ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট ও মধুপুরের ১৩,২০৭ হেক্টর জমিতে ১৬টি রাবার বাগান সৃজন করে। তার মধ্যে ৮% চারা মালয়েশিয়া হতে আনীত প্রিম ৬০০ এবং পিবি ২৩৫ ক্লোন হতে লাগানো হয়। প্রতিটি ক্লোন হতে উৎপন্ন চারা হতে বছরে তিন কেজি করে রাবার উৎপন্ন হয়। বর্তমানে বিএফআইডিসির ১৮ টি বাগানে ৩,৮৬,০০০ টি রাবার গাছের মধ্যে ২ লক্ষাধিক গাছ উৎপাদনশীল। বিএফআইডিসি তাদের উৎপাদিত রাবার নিলামে বিক্রি করে। ২০০৮-০৯ সালে ১,১১,৬০০ মেট্রিক টন রাবার থেকে ২৫৫০ লক্ষ টাকা আয় হয়। একই বছরে প্রাইভেট সেক্টরে ৫৫০০ মেট্রিক টন রাবার উৎপন্ন হয়। রাবার উৎপাদন এবং বিপণনে বিএফআইডিসি ছাড়া বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ১১টি রাবার বাগান রয়েছে। এছাড়া ইতোমধ্যে বান্দরবানের ৩২,৫৫০ একর জমি ১৩০২ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইজারা দেওয়া হয়েছে (জন প্রতি ২৫ একর করে)। বিভাগীয় কমিশনারের সভাপতিত্বে ১৮ সদস্যের স্ট্যান্ডিং কমিটি কর্তৃক প্রকৃত রাবার চাষীদের মধ্যে উক্ত জমি লীজ দেওয়া হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ৩,৩০০ একর জমিতে রাবার বাগান করেছে। এছাড়া বহুজাতিক কোম্পানি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তারা ২০,৮০০ একর জমিতে রাবার চাষ করেছে।

৮.২ বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর পরিচিতি

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ১৯নং আইন) অনুযায়ী ২০১৩ সালের ৫ মে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব কোন জনবল না থাকায় বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ২০১৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (BFIDC) কে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। পরবর্তীতে পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবকে বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং ২০১৯ সালের এপ্রিল হতে আগষ্ট পর্যন্ত বোর্ডের "সচিব" হিসেবে একজন নিয়মিত কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেন। প্রাকৃতিক রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের বিকাশে ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, উৎপাদিত রাবারের গুনগত মানোন্নয়ন, বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে বাগান মালিক/চাষীদের সহযোগিতা প্রদান, সর্বোপরি রাবার চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের পরিত্যক্ত পতিত জমি, পাহাড় সবুজায়নের মাধ্যমে একটি পরিবেশ বান্ধব ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষম পরিস্থিতি তৈরির লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই রাবার চাষ এবং রাবার সংশ্লিষ্ট শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের বৈজ্ঞানিক, কারিগরি এবং অর্থনৈতিকসহ সকল সরকারি সহায়তা সহজলভ্য করার অঙ্গীকারে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কাজ করছে।

মাত্র তিন বছর আগে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড একটি নতুন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে। বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব কোন স্থায়ী অফিস না থাকায় অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত গত সেপ্টেম্বর' ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, চান্দগাঁও, চট্টগ্রামের রেস্ট হাউজের নিচতলা হতে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট এর পশ্চিম পাহাড়ের ই-১১ বাংলোয় স্থানান্তর করা হয়। আরো উল্লেখ্য, বোর্ডের নিজস্ব কোন জনবল না থাকায় বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের অস্থায়ী অফিসটি (বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, চান্দগাঁও, চট্টগ্রামের রেস্ট হাউজের নিচতলায় স্থাপিত) বেশিরভাগ সময়ই বন্ধ থাকত। এছাড়াও চট্টগ্রামের চান্দগাঁও এলাকাটি শহরের নিম্নাঞ্চল হওয়ায় ও খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় প্রতিদিনের জোয়ারের পানি এবং বর্ষা মৌসুমের ভারী বর্ষণের ফলে সৃষ্ট জলাবদ্ধতার কারণে অফিস এবং অফিসের আসবাবপত্র প্রায়ই এক ফুটেরও বেশি পানিতে নিমজ্জিত থাকায় অফিস এবং অফিসের অধিকাংশ আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে মার্চ/২০১৯ মাসে সচিব পদে পদায়নের পর অফিসের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অফিস বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের আবশ্যকতা দেখা দেয়। বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব কোন ভবন/জমি/স্থাপনা নাই। দাপ্তরিক কাজ-কর্ম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট এর চারটি পরিত্যক্ত ভবন বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে; তম্মধ্যে প্রাথমিকভাবে একটি ভবন মেরামত করে রাবার বোর্ডের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং বোর্ডের অত্যাবশ্যকীয় দৈনন্দিন রুটিন কার্যক্রম এ ভবন থেকে পরিচালিত হচ্ছে। বোর্ডের নিজস্ব কোন জনবল নেই। বর্তমানে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের আটজন কর্মকর্তা প্রেষণে বোর্ডের চেয়ারম্যান, উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। দাপ্তরিক কাজ-কর্মে সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট এর ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পাঁচজন কর্মচারীকে এ অফিসে সংযুক্তি প্রদান করা হয়েছে। আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ইলেক্ট্রিশিয়ান, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, বাবুর্চি, নিরাপত্তা প্রহরী ও ডেসপাস রাইডার পদে ০৯ (নয়) জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৮.৩ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের ভিশন

স্বয়ংসম্পূর্ণ টেকসই রাবার শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পরিবেশ উন্নয়ন।

৮.৪ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের মিশন

১। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জন;
২। টেকসই আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর রাবার চাষ এবং রাবার শিল্পের বিকাশ;
৩। উৎপাদন, বিপণন, রপ্তানি ও উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ
৪। আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্রতা নিরসন।

৮.৫ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ

সরকার কর্তৃক নিয়োজিত অন্যূন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা/নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে মনোনীত ব্যক্তি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সকল বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে রাবার বোর্ড এর ২০(বিশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে।

৮.৬ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের কার্যাবলি

- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে সরকারকে সুপারিশ, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প স্থাপনে ব্যক্তি উদ্যোক্তাগণকে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, কারিগরী ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান;
- সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সহযোগিতায় রাবার চাষ উপযোগী জমি চিহ্নিতকরণ;
- রাবার চাষে আগ্রহী উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাছাই এবং উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জমি ইজারা বা বরাদ্দ প্রদানের নিমিত্ত সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;
- ইজারা বা বরাদ্দ চুক্তির শর্ত ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ;
- রাবার বাগান সৃজনে মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- রাবার বাগান সৃজন এবং রাবার শিল্প স্থাপন ও বিকাশে মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে ঋণ ও বীমা সুবিধা প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- রাবার বাগানের মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- উৎপাদিত রাবার বিপণন ও রপ্তানীর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- রাবার বাগানের মালিক, শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- রাবার বাগান ও রাবার শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- রাবার চাষ ও শিল্পের উপর গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে রাবার গবেষণা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে ডাটাবেজ তৈরী ও হালনাগাদ করণ;
- ক্ষতিকারক কৃত্রিম রাবার সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানী, বিপণন ও ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ; এবং
- জীবনচক্র হারানো রাবার কাঠ আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে সহায়তা প্রদান।

৮.৭ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অর্জন/সাফল্য

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক রাবার শিল্পের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্যান্য রাবার উৎপাদনকারী দেশ সমূহের সাথে সহযোগিতা জোরদার করতে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড গত অক্টোবর, ২০১৭ সালে Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) এর সদস্য পদ গ্রহণ করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ রাবার বোর্ড International Rubber Research and Development Board (IRRDB) এর সদস্য পদ ও গ্রহণ করেছে।

IRRDB এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MoU) "The Multilateral Clone Exchange among IRRDB Member Countries" অনুযায়ী বাংলাদেশ রাবার বোর্ড ভারত ও মালয়েশিয়া হতে উচ্চফলনশীল রাবার ক্লোন আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাবার ক্লোন আমদানির জন্য সংশ্লিষ্ট দফতর হতে আমদানি পারমিট গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ হাই কমিশনের মাধ্যমে ভারতের বানিজ্য মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগের ভিত্তিতে চেয়ারম্যান, রাবার বোর্ড, ভারত বাংলাদেশ সফর করার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। তৎপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশের রাবার বাগান সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট এলাকা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে ১৩ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের সাথে ইতোমধ্যে মালয়েশিয়ান হাইকমিশনের সাথে যোগাযোগের ভিত্তিতে মালয়েশিয়া বাংলাদেশের রাবার খাতে যৌথ বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ ব্যাপারে গড়ট স্বাক্ষরের লক্ষ্যে

আইন মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়,অর্থ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমোদন লাভ করেছে। অনুমোদিত MoUএর কপি মালয়েশিয়াস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। হাইকমিশন হতে মালয়েশিয়ার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে। সম্মতি পাওয়ার পর গড়ট স্বাক্ষর করা হবে।

বর্তমানে প্রায় ১লক্ষ ৪০ হাজার একর জমিতে রাবার বাগান রয়েছে। এ সমস্ত বাগানে বিরাজিত সমস্যা দূর করার জন্য রাবার বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। রাবার চাষ পদ্ধতি আধুনিকায়নের লক্ষ্যে এ যাবত ৬০ জন বাগান মালিক, ২৮ জন ম্যানেজার এবং ৩৩৩ জন টেপারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। রাবার বাগান মালিক ও টেপারদের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার, রাবার বাগান মালিক ও চাষে নিয়োজিত শ্রমিকদের সাথে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। রাবার চাষ উপযোগী ৭,১২৩ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রতি হেক্টর রাবার বাগান (যেখানে প্রায় ৪১৫ টি উৎপাদনশীল রাবার গাছ রয়েছে) বায়ুমন্ডল থেকে বার্ষিক ৩৩.২৫ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে যা পরিবেশের উষ্ণতা রোধে ও পরিবেশ রক্ষায় অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ সমস্ত বাগানে বিরাজিত সমস্যা দূর করার জন্য রাবার বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া রাবার উৎপাদন পদ্ধতি আধুনিকায়নের লক্ষ্যেও রাবার বোর্ড কাজ করছে। তাতে আশা করা যায় যে, কাঁচা রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। পরিবেশবান্ধব রাবার শিল্পের বিকাশে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের উদ্যোগে খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র রাবার চাষীদের সাথে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করে রাবার চাষের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে খাগড়াছড়ি রাবার বাগান মালিক সমবায় সমিতি লিমিটেড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উন্নয়নের একই পাটফরমে নিয়ে আসা হয়েছে।

জিও ডাটাবেজ তৈরির জন্য উদ্যোগ নিয়ে ইতোমধ্যে বান্দরবানের লামা উপজেলাধীন একটি মৌজায় জিও ডাটাবেজের প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বিগত ২৯/১১/২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জুম অ্যাপস এর মাধ্যমে IRRDB-র উদ্যোগে "Good Agricultural Practices to Improve Small Holders Productivity and Quality of Life" বিষয়ের উপরে ওয়েবিনারে মূল পেপার উপস্থাপন করেছে।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কর্তৃক গত সেপ্টেম্বরে ১ম প্রাকৃতিক রাবার ও রাবারভিত্তিক শিল্পপণ্য মেলা-২০২২ এর আয়োজন করা হয়। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো: শাহাব উদ্দিন এম.পি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপ-মন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার এম.পি। মেলার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব গেলাম দস্তগীর গাজী, বীর প্রতীক, এম.পি।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য রাবার বাগানের মালিক, শ্রমিকদের রাবার চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং বাংলাদেশ রাবার বোর্ডে কর্মরত কর্মচারীদের ইনহাউস প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বছর ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। "প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি" নিম্নে দেওয়া হলো:

প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি

ক্রঃ নং	কোর্সের নাম	মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর ধরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১.	শ্রমিক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	২৩-২৫ আগস্ট ২০২২ (২দিন)	রাবার বাগানের টেপার	৫০ জন
২.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক	২১ সেপ্টেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
৩.	ইনহাউস প্রশিক্ষণ	২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মচারী	১৪ জন
৪.	নৈতিকতা কমিটির সভা	২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মচারী	১৫ জন
৫.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত	১০ অক্টোবর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
৬.	আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নতমানের রাবার চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১১-১৩ অক্টোবর ২০২২ (৩ দিন)	রাবার বাগান মালিক	১৫ জন
৭.	টেপিং প্রশিক্ষণ	১৬-১৭ নভেম্বর ২০২২ (২ দিন)	রাবার বাগানের টেপার	৫০ জন
৮.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক	২৯ নভেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
৯.	ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৭ ডিসেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	০৮ জন
১০.	ইনহাউস প্রশিক্ষণ	০৭ ডিসেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মচারী	১৪ জন
১১.	নৈতিকতা কমিটির সভা	১২ ডিসেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মচারী	১৫ জন
১২.	০৮-১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২(৩ দিন)	১২ ডিসেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মচারী	১৪ জন
১৩.	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১২ ডিসেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
১৪.	ইনহাউস প্রশিক্ষণ	১৯ ডিসেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মচারী	১৪ জন

ক্রঃ নং	কোর্সের নাম	মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর ধরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১৫.	তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৯ ডিসেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
১৬.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত	২৭ ডিসেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
১৭.	ইনহাউস প্রশিক্ষণ	২৮-২৯ ডিসেম্বর ২০২২ (২ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মচারী	১৪ জন
১৮.	আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নতমানের রাবার চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ	০৯-১১ জানুয়ারী ২০২৩ (৩ দিন)	রাবার বাগান মালিক	
১৯.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত	১৯ জানুয়ারী ২০২৩ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
২০.	নৈতিকতা কমিটির সভা	২৪ জানুয়ারী ২০২৩ (১ দিন)	রাবার বাগান মালিক	১৫ জন
২১.	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৪ জানুয়ারী ২০২৩ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
২২.	টেপিং প্রশিক্ষণ	২৫-২৬ জানুয়ারী ২০২৩ (২ দিন)	রাবার বাগানের টেপার	৫০ জন
২৩.	টেপিং প্রশিক্ষণ	২৪-২৫ মার্চ ২০২৩ (২ দিন)	রাবার বাগানের টেপার	৫০ জন
২৪.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক	২৯ মার্চ ২০২৩ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
২৫.	তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩০ মার্চ ২০২৩ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
২৬.	ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০২ মে ২০২৩ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	০৮ জন
২৭.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত	০৩ মে ২০২৩ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
২৮.	তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৯ মে ২০২৩ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
২৯.	টেপিং প্রশিক্ষণ	২৪-২৫ মে ২০২৩ (২ দিন)	রাবার বাগানের টেপার	৫০ জন

৮.৮ চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। অর্পিত দায়িত্বপালন ও লক্ষ্য অর্জনে কিছু চ্যালেঞ্জ/প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে যা' নিম্নে উল্লেখ করা হল:

০১. নিজস্ব কোন ভবন/অবকাঠমো বা জমি না থাকা;
০২. রাবার উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত, মানব সম্পদ উন্নয়নের আধুনিক উপকরণ ও গবেষণাগারের অভাব;
০৩. প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র রাবার চাষিদের সহায়তার জন্য প্রণোদনার এবং নিরাপত্তার অভাব;
০৪. আমদানিকৃত রাবারের আমদানি শুল্ক ৫% হওয়া;
০৫. অভ্যন্তরীন রাবারের উপরে ১৫% ভ্যাট আরোপ করা।

৮.৯ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

০১. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রাবার শিল্প সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত তথ্য ভান্ডার প্রস্তুত;
০২. স্মার্ট রাবার বাগান বিনির্মানে জেলা ভিত্তিক ডাটাবেজ প্রস্তুত করা;
০৩. রাবার গাছের মাধ্যমে কার্বন সংরক্ষণের পরিমাণ নির্ধারণ করে বৈশ্বিক সহযোগিতার জন্য উদ্যোগ নেওয়া।
০৪. রাবার চাষ ও রাবার ভিত্তিক শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন করা।
০৫. প্রাকৃতিক রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কাঁচা রাবার রফতানির উদ্যোগ গ্রহণ।
০৬. রাবার বাগান সম্প্রসারণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষমতা তৈরীকরণ।

৮.১০ ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান অর্জনসমূহ

১ম প্রাকৃতিক রাবার ও রাবার ভিত্তিক শিল্পপণ্য নিয়ে রাবার মেলার আয়োজন

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কর্তৃক ১ম বারের মতো প্রাকৃতিক রাবার ও রাবার ভিত্তিক শিল্পপণ্য নিয়ে রাবার মেলা-২০২২ এর আয়োজন করা হয়। মেলায় দেশের বিভিন্ন রাবার ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। ০৭ (সাত) দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত মেলায় ০৪টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মেলা উদ্বোধন করেন জনাব মো: শাহাব উদ্দিন এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেগম হাবিবুন নাহার এম.পি, মাননীয় উপ-মন্ত্রী, পরিবেশ, নব ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: শহিদুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ও জনাব মো: আশরাফ উদ্দিন, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম প্রাকৃতিক রাবার ও রাবার ভিত্তিক শিল্পপণ্য নিয়ে রাবার মেলা-২০২২ এর ২য় দিন "প্রাকৃতিক রাবার ও রাবার ভিত্তিক শিল্পপণ্য ও এর গুণগত মান" শীর্ষক ১ম সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ও মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: রেজাউল করিম চৌধুরী, মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম। আলোচক ছিলেন জনাব মো: মোকছেদুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও জেনারেল ম্যানেজার (রাবার) বিএফআইডিসি।

চিত্র-৮.১: রাবার মেলা

প্রাকৃতিক রাবার ও রাবার ভিত্তিক শিল্পপণ্য নিয়ে রাবার মেলা-২০২২ এর ২য় দিন "প্রাকৃতিক রাবার ও রাবার ভিত্তিক শিল্পপণ্য ও এর গুণগত মান" শীর্ষক ১ম সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ও মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: রেজাউল করিম চৌধুরী, মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম। আলোচক ছিলেন জনাব মো: মোকছেদুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও জেনারেল ম্যানেজার (রাবার) বিএফআইডিসি।

রাবার চাষ:আন্তজার্তিক প্রেক্ষিত ও বাংলাদেশ শীর্ষক ২য় সেমিনার মেলার তৃতীয় দিন অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মূখ্য আলোচক ও প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালী যুক্ত ছিলেন ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। আলোচক হিসেবে ছিলেন ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), চট্টগ্রাম। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ড, আমিন উদ্দিন মৃধা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রাকৃতিক রাবার ও রাবার ভিত্তিক শিল্পপণ্য নিয়ে রাবার মেলা-২০২২ এর ৪র্থ দিন বাংলাদেশে রাবার চাষঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক ৩য় সেমিনারে মূখ্য আলোচক ও প্রধান অথিতি ছিলেন জনাব মো: মুসলিম চৌধুরী, মূখ্য হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়। এছাড়া আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ।

মেলায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে রাবার চাষের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে ও মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জুয়েনা আজিজ, মূখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: মিজানুর রহমান এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও জনাব মো: মনিরুল ইসলাম, যুগ্মসচিব (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

চিত্র-৮.২: প্রাকৃতিক রাবার ও রাবার ভিত্তিক শিল্পপণ্য নিয়ে রাবার মেলা

১ম প্রাকৃতিক রাবার ও রাবারভিত্তিক শিল্পপণ্য মেলা-২০২২ এর সমাপণী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীর প্রতীক, এম.পি।

চিত্র-৮.৩: প্রাকৃতিক রাবার ও রাবার ভিত্তিক শিল্পপণ্য নিয়ে রাবার মেলা

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৩৪টি শূন্যপদের জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৩৪টি শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষে গত ০২ মে, ২০২৩ খ্রি. তারিখ ৩২জন কর্মচারী যোগদান করেছেন।

চিত্র-৮.৪: বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৩৪টি শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষে গত ০২ মে, ২০২৩ খ্রি. তারিখ ৩২জন কর্মচারী যোগদান করেছেন।

১ম শ্রেণীর ১৫টি শূন্যপদের লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন করা

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর ১ম শ্রেণীর ১৫টি শূন্যপদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে ০৬জন সহকারী পরিচালক ও ০১জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নিয়োগের নিমিত্ত সুপারিশ প্রাপ্ত হয়েছেন।

৮.১১ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

০১. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং বাংলাদেশ রাবার শিল্প সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্তসম্বলিত তথ্য ভান্ডার
০২. স্মার্ট রাবার বাগান ধারণার প্রয়োগ; জেলা ভিত্তিক ডাটাবেজ প্রণয়ন
০৩. ক্লোন আমদানি, প্রযুক্তি সহায়তা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে MoU সম্পাদনের জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে
০৪. রাবার ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে নিম্নোক্ত চারটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে:

ক) Determining the Status of Diseases of Natural Rubber (Hevea brasiliensis)
খ) Socio-economic impact of rubber plantation in a specific area of chittagong hill tracts or any other area of Chattogram District
গ) Measuring the Environmental Impact of Rubber Factory in Water and Soil Pollution Health Hazards for Local People in Kanchannagar Rubber Garden Area or any Other area
ঘ) Measuring carbon stock and climate change mitigation by rubber plantation in the Chittagogn Hill Tracts area

০৫. রাবার গাছের মাধ্যমে কার্বন সংরক্ষণের পরিমাণ নির্ণয় এবং কার্বন ট্রেডিং এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ফান্ড থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়
০৬. বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং বহুজাতিক সহযোগিতা প্রাপ্তি
০৭. রাবার চাষ সম্প্রসারণ
০৮. রাবার ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণ
০৯. কাঁচা রাবার রফতানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা
১০. আয়ুষ্কাল সম্পন্ন রাবার গাছ অপসারণ করে নতুন বাগান সৃজনের উদ্যোগ গ্রহন

৮.১২ অভিভাবন/সুপারিশ

রাবারকে কৃষি পণ্য হিসেবে ঘোষণা: দেশের উৎপাদিত রাবার বিক্রির ক্ষেত্রে ১৫% মূল্য সংযোজন কর (মূসক), ৫% আয়কর এবং ৪% সেবা চার্জ আরোপ করায় দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত রাবার বিক্রি আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ রাবার আমদানির ক্ষেত্রে মাত্র ৫% শুল্ক ধার্য থাকায় বেসরকারি পর্যায়ে রাবার ব্যবহারকারীগণ দেশীয় রাবার আন্তর্জাতিক মানের হওয়া সত্তেও তা ক্রয় না করে আমদানিকৃত রাবার ব্যবহারে উৎসাহী হচ্ছেন। এর ফলে দেশীয় রাবার চাষীরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। রাবারকে ১০০% কৃষিপণ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হলে কৃষিপণ্য হিসেবে ঘোষিত বর্তমান প্রযোজ্য আয়কর আমদানি ও রপ্তানি, বিনিয়োগ এবং ঋণ সুবিধা লাভ করবে। প্রাকৃতিক রাবারের চাষ একটি বিকাশমান শ্রমঘন কৃষিপণ্য হিসেবে দেশের প্রত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অনন্য ভূমিকা রাখছে। এহেন বিকাশমান শ্রমঘন রাবার চাষের বিকাশ হলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে প্রাকৃতিক রাবার রপ্তানি করে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর নিজস্ব ভবন: বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে পরিচালনার জন্য গত ১৮/০৭/২০২২ তারিখ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের স্মারক নম্বর-২৫.৩৬.১৫০০.২৪২.১৮.২১.২২/৯১৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ রাবার বোর্ডকে অফিস ব্যবহার উপযোগী সরকারি সংরক্ষিত পরিত্যক্ত তিনটি বাড়ির তথ্য নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, ৩৫, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম হতে পাওয়া গিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, গত ৩১/০৭/২০২২ তারিখ বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বিআরবি/চট্টগ্রাম-৯/২০১৩-১৪-৩৪৭ নম্বর স্মারকমূলে ব্যবহার উপযোগী সরকারি পরিত্যক্ত বাড়ি নং-"১৬, কে. বি. ফজলুল কাদের রোড, চট্টগ্রাম" গেজেট নং, পৃষ্ঠা নং ও গেজেটের ক্রমিক নং যথাক্রমে ৯৬৭(১০২)/৮৯, ঠিকানা-পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম, জমির পরিমাণ-৪০.২০ শতাংশ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ও সভাপতি, পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ড, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়, চট্টগ্রাম কে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় কমিশনার অফিস হতে বাড়িটি বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর অনুকূলে বরাদ্দের জন্য জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

নিজস্ব জমি অর্জন: চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলাধীন বিএস জরিপের জালালাবাদ মৌজার বিএস ১নং খাস খতিয়ানের বিএস ৭১৬নং দাগের পাহাড় শ্রেণীর ১৮.২০ একর এবং জংগল পাহাড়তলী মৌজার বিএস ১নং খাস খতিয়ানের বিএস ৭০৬ নং দাগের টিলা শ্রেনীর ২৬.৯০ ও বিএস ৭৫২ দাগের টিলা শ্রেনীর ২০.২১ একরসহ সর্বমোট ৬৫.৩১ একর জমি গবেষণাগার এবং রাবার চাষের জন্য উপযোগী হওয়ায় বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর অনুকূলে বরাদ্দের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়-কে অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম কে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর অনুকূলে খাস জমি বরাদ্দ প্রদান এর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি: বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অনুকূলে অনুমোদনকৃত ৭০ টি পদের বিপরীতে ২৩ টি পদ বর্তমানে শূন্য রয়েছে। দাপ্তরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শূন্যপদ পূরণের জন্য কিছু পদের নিয়োগ কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ২য় শ্রেণীর ০১টি শূন্য পদের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান। ১ম শ্রেণী ও ৩য়-৪র্থ শ্রেণীর ২২টি শূন্য পদের নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করার জন্য সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর জন্য নিজস্ব জমি ও অবকাঠামোসহ গবেষণালব্ধ জ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরী ও নিজস্ব বাগান থাকা প্রয়োজন, যা প্রাকৃতিক রাবার নিয়ে কার্যকর গবেষণা ও প্রশিক্ষণের দ্বার উন্মুক্ত করবে।

বাংলাদশের রাবার শিল্প সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহঃ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রাবার চাষ, উৎপাদন, ব্যবহার, আমদানি ও রফতানির প্রকৃত তথ্য সম্বলিত কোন ডাটাবেস নেই। বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রাবার সম্পর্কিত সকল তথ্য সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষে ইতোমধ্যে বান্দরবান জেলার ফাসিয়াখালী মৌজায় ডাটাবেইজ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য জেলার রাবার বাগানগুলো চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ডাটাবেইজ তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বহুজাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিঃ বাংলাদেশ ইতোমধ্যে রাবার সম্পর্কিত দু'টি আন্তর্জাতিক সংস্থা ANRPC I IRRDB এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। এর ফলে উক্ত সংস্থা দুটির সদস্য দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পথ প্রসারিত হবে। ফলে আন্তর্জাতিক মানের রাবার নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং বাংলাদেশের প্রকৃতির জন্য উপযুক্ত উচ্চ ফলনশীল রাবারের জাত অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও চাষের মাধ্যমে দেশে প্রাকৃতিক রাবারের মোট উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে।

প্রাকৃতিক রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধিঃ বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রাকৃতিক রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রাকৃতিক রাবার উৎপাদনে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি: বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বান্দরবান জেলায় বন্য হাতির জন্য একটি অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু খাবারের অভাবে হাতি গুলো প্রায়ই লোকালয়ে এসে রাবার বাগানসহ অন্যান্য ফসলি জমির ক্ষতিসাধন করছে। এই সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বন বিভাগের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় করণীয় নির্ধারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৮.১৩ বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর তথ্যাবলী

(১) জনবল কাঠামো

ক) রাজস্ব

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	গ্রেড	জনবল কাঠামো অনুযায়ী পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
১.	চেয়ারম্যান	২	১	১	-	
২.	পরিচালক (পরিকল্পনা, উন্নয়ন, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ/অর্থ ও বিপণন)	৩	২	-	২	
৩.	সচিব	৪	১	-	১	
৪.	উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/প্রশাসন/বিপণন/ হিসাব ও নিরীক্ষা)	৬	৫	৩	২	
৫.	ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১	-	১	
৬.	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ/সেবা/ এমআইএস ও আইটি/আইন ও বোর্ড /পান্টেশন এন্ড প্রোডাকশন/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/প্রশাসন/মার্কেট প্রমোশন /হিসাব/নিরীক্ষা)	৯	১০	০৫	০৫	
৭.	সহকারী প্রোগ্রামার	৯	১	-	১	নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষে ০১ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ক্লোন ডেভেলপমেন্ট এন্ড ক্রপ ইমোপ্রভমেন্ট) যোগদান করেছেন।
৮.	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	৪	১	৩	
৯.	একান্ত সচিব	১০	১	-	১	নিয়োগ কার্যক্রম চলমান।
১০.	ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা	১৪	১	১	-	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৩৪টি শূন্যপদের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষে ৩০জন কর্মচারী যোগদান করেছেন। তন্মধ্যে ০৪জন কর্মচারী অব্যাহতি নিয়ে চলে গেছেন।
১১.	ভান্ডার কর্মকর্তা	১৪	১	১	-	
১২.	কম্পিউটার অপারেটর	১৩	১	-	১	
১৩.	ল্যাবরেটরি এসিসন্ট্যান্ট	১৫	২	২	-	
১৪.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬	১০	৬	৪	
১৫.	গাড়ী চালক	১৬	৭	৭	০	
১৬.	আমিন/সার্ভেয়ার	১৪	১	১	-	
১৭.	অফিস সহায়ক	২০	১২	১০	২	
	মোট =		৬১	৩৮	২৩	

খ) আউটসোর্সিং

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	জনবল কাঠামো অনুযায়ীপদ সংখ্যা	কর্মরত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
১.	ইলেকট্রিশিয়ান	১	১	-	বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে আরো ০৮টি পদ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। কার্যক্রম চলমান
২.	বাবুর্চি	১	১	-	
৩.	নিরাপত্তা প্রহরী	৪	৪	-	
৪.	ডেসপাস রাইডার)	১	১	-	
৫.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২	২	-	
মোট =		৯	৯	-	

গ) সর্বমোট

বিবরণ	পদসংখ্যা	কর্মরত	শূন্যপদ
রাজস্ব	৬১	৩৮	২৩
আউটসোর্সিং	০৯	০৯	০০
মোট =	**৭০**	**৪৭**	**২৩**

(২) বোর্ড এর পরিচালনা পরিষদ

ক্রঃ নং	নাম ও ঠিকানা	পদবী	মন্তব্য
১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড	চেয়ারম্যান	
২.	সকল বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), পদাধিকারবলে	সদস্য	
৩.	উপসচিব (আইন-২ অধিশাখা), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য	
৪.	উপসচিব (খাস জমি-১), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য	
৫.	উপসচিব (প্রশাসন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য	
৬.	বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম	সদস্য	
৭.	পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন	সদস্য	
৮.	পরিচালক, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম	সদস্য	
৯.	সদস্য (বাস্তবায়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য	
১০.	মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান	সদস্য	
১১.	জনাব ছলিমুল হক চৌধুরী (সেলিম চৌধুরী), সিনিয়র সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ রাবার গার্ডেনস্ ওনার এসোসিয়েশন	সদস্য	
১২.	জনাব শফিকুল ইসলাম (মিন্টু), সভাপতি, বাংলাদেশ রাবার শিল্প সমিতি	সদস্য	
১৩.	এম শাহ্ আলম, ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা সংসদ	সদস্য	
১৪.	ড. মোঃ আবদুল হাই মজুমদার, প্রাক্তন জিএম, বিএফআইডিসি, রাবার বিশেষজ্ঞ	সদস্য	
১৫.	সচিব, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড	সদস্য সচিব	

(৩) বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর স্টেকহোল্ডার

- জেলা প্রশাসন (সংশ্লিষ্ট জেলা)
- বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন
- বাংলাদেশ রাবার গার্ডেনস্ ওনার্স এসোসিয়েশন
- বাংলাদেশ রাবার শিল্প সমিতি
- বাংলাদেশ চা সংসদ
- বন অধিদপ্তর
- বাংলাদেশ বন গবেষনা ইন্সটিটিউট
- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
- পার্বত্য জেলা পরিষদ
- খাগড়াছড়ি রাবার বাগান মালিক সমবায় সমিতি লি:

(৪) বাংলাদেশ রাবার বোর্ড সংক্রান্ত আইন, নীতিমালা ও প্রবিধানমালা

ক্র: নং	বিবরণ	মন্তব্য
১.	বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন-২০১৩	বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বিধিমালা, ২০২২ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২.	বাংলাদেশ রাবার নীতি-২০১০	
৩.	বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর কর্মচারী (চাকুরি) প্রবিধানমালা-২০২০	

(৫) আন্তর্জাতিক সদস্যপদ

ক্র: নং	সংস্থার নাম	সাল	বাৎসরিক চাঁদা (US$)	মন্তব্য
১.	International Rubber Research & Development Board (IRRDB)	২০১৮	৫,৮০০.০০	
		২০১৯	৫,৮০০.০০	
		২০২০	৫,৮০০.০০	
		২০২১	৫,৮০০.০০	
২.	Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC)	২০১৭	৮৮৬.৫১	
		২০১৮	৫,৫৫৬.৮৭	
		২০১৯	৫,৩৫৫.৬৬	
		২০২০	৫,৬০০.০০	
		২০২১	৫,১৬২.০০	
		২০২২	৫,৩৭২.০০	
		২০২৩	৫,৩৩৬.০০	

চিত্র-৮.৫: বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের বর্তমান অফিস ভবন

চিত্র-৮.৬: চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক দাতমারা রাবার বাগান ও কারখানা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম পরিদর্শন

চিত্র-৮.৭: অংশীজনের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা

চিত্র-৮.৮: রাবার গাছ থেকে ল্যাটেক্স সংগ্রহ

চিত্র-৮.৯: সচিব মহোদয় কর্তৃক বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রাঙ্গণে গাছের চারা রোপণ

চিত্র-৮.১০: রাবার বাগান মালিকদের প্রশিক্ষণ

Please Scan to Read PDF File

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.moef.gov.bd